ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

নভেম্বর ২০১৯ উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা ₹ ২২

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

সুস্থ সমাজের লক্ষ্যে সুষ্ঠু অনাময়

শৌচ ব্যবস্থার লক্ষ্যপূরণে নতুন কৌশল
সুজয় মজুমদার, স্বাতী মঞ্চিকান্তি

স্বচ্ছ ভারত : সাফল্যের এক অধ্যায়
অক্ষয় রাউত

দিল্লি মেট্রো : পরিচ্ছন্নতার এক নয়া দৃষ্টান্ত
অনুজ দয়াল

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ফোকাস
স্বাস্থ্যবিধির অর্থনীতি এবং সাফাইকর্মীদের মর্যাদা
সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার

বিশেষ নিবন্ধ
জনগণের জন্য, জনগণের নীতি
পরমেশ্বরণ আইয়ার

দশকব্যাপী গ্রামীণ স্যানিটেশন কৌশল (২০১৯-২০২৯)

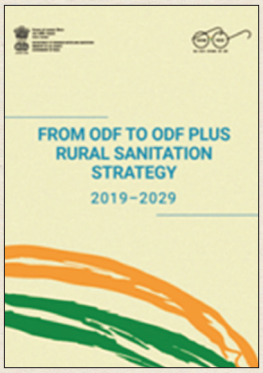

পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগ, জলশক্তি মন্ত্রক, ভারত সরকার দশকব্যাপী গ্রামীণ স্যানিটেশন কৌশল (২০১৯-২০২৯)-এর সূচনা করেছে যাতে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ'-এর আওতায় অর্জিত স্যানিটেশান সংক্রান্ত স্বভাব পরিবর্তনের সুস্থায়ীত্ব বজায় রাখার ওপর। এর পাশাপাশি সুনিশ্চিত করা হচ্ছে যে কেউ যেন বাদ না পড়ে; বাড়ানো হচ্ছে তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগসুবিধার আওতা।

স্থানীয় প্রশাসন, নীতি নির্ধারণকর্তা তথা প্রণয়নকারী ও অন্যান্য অংশীদারদের ODF Plus (অর্থাৎ খোলা জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত হওয়ার পাশাপাশি সকলে শৌচালয় ব্যবহার করবেন এবং প্রত্যেকটি গ্রামকে তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে) সংক্রান্ত যোজনা তৈরির করার ক্ষেত্রে দিশানির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এই কৌশলভুক্ত কর্মকাণ্ডে। সুশীল সমাজ ও উন্নয়নের অংশীদারদের পাশাপাশি আন্তঃসরকারি সহযোগিতার সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছে এই কৌশলে। স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ জোগানোর উদ্ভাবনী পন্থার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

রেল স্টেশনের পরিচ্ছন্নতা সমীক্ষা প্রতিবেদন-২০১৯

মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রেল তথা বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল রেল স্টেশনের পরিচ্ছন্নতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (২০১৯ সালের নিরিখে শহর ও শহরতলির স্টেশনের পরিচ্ছন্নতার মূল্যায়ন) প্রকাশ করেন।

সমীক্ষা চালানো হয় মোট ৭২০-টি স্টেশনের ওপর। রিপোর্ট বলছে, প্রথম সারির দশটির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে রাজস্থানের ৭-টি স্টেশন—জয়পুর, দুর্গাপুরা, গান্ধীনগর, যোধপুর, সুরতগড়, উদয়পুর ও আজমের। আনন্দ বিহার দিল্লির পরিচ্ছন্নতম স্টেশন, যা সার্বিকভাবে ২৬তম স্থান অধিকার করেছে।

র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে; যাত্রীদের টীকাটীপ্পনী ও তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষকদের মতামতও স্থান পায় সমীক্ষায়। স্টেশন চত্বরে সবুজায়নের দিকেও নজর দেওয়া হয় মূল্যায়নের সময়।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ভারতীয় রেল স্বচ্ছতা পাক্ষিক উদ্‌যাপন করে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে তারা।

ভারতের শহরাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতার সুস্থায়ীত্ব বজায় রাখতে 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ লিগ ২০২০'

ভারতের শহর ও শহরতলিতে পরিচ্ছন্নতার ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন করতে কেন্দ্রীয় আবাস ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ লিগ ২০২০'-এর সূচনা করেছে। 'স্বচ্ছ ভারত মিশন-নগর'-এর আওতায় ২০২০ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ পঞ্চম বার্ষিক পরিচ্ছন্নতা সমীক্ষা 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২০' আয়োজিত হবে; লিগের সমীক্ষাও চালানো হবে এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই। যেহেতু, এতে লিগের ত্রৈমাসিক সমীক্ষাকে ২৫ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হবে, সেহেতু 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২০'-র র‍্যাঙ্কিং অনেকটাই নির্ভর করবে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ লিগ ২০২০'-এর সমীক্ষার ফলাফলের ওপর।

'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ লিগ ২০২০' সূচনার পিছনে উদ্দেশ্য সরজমিনে শহরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদত্ত পরিষেবার ওপর সর্বক্ষণ নজরদারি চালানো। এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর—এই তিন ত্রৈমাসিকে চালানো হচ্ছে সমীক্ষা। প্রত্যেক ত্রৈমাসিকের জন্য থাকছে মোট ২০০০ নম্বর করে। মূল্যায়নের ভিত্তি হল ১২-টি পরিষেবা পর্যায় সংক্রান্ত সূচকের বিষয়, যার জন্য তথ্যাদি যাচাই করা হবে নাগরিকদের ফোন করে এবং এর পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ করা হবে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন-নগর'-এর মাসিক অনলাইন রিপোর্ট থেকে।

(সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো)

"The success of #SwachhBharatMission rests on a number of key elements including a focussed communication strategy, behaviour change mechanisms adopted at the grassroots level and a conscious effort to build a sense of ownership among communities." @swachhbharat

"Cycle plogging drives are a great way to save the environment and keep a healthy lifestyle. We should participate in such activities at least once and do our bit for a cleaner India." @SwachhBharatGov

...শেষাংশ তৃতীয় প্রচ্ছদে...

নভেম্বর, ২০১৯

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেন্দ্র ভাট**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মন্ডল**
সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্লানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- শৌচ ব্যবস্থার লক্ষ্যপূরণে নতুন কৌশল — সুজয় মজুমদার, স্বাতী মঞ্চিকান্তি ৫
- কু-অভ্যাস চিরতরে ত্যাগ করা জরুরি — শাশ্বত নারায়ণ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল দে ও জ্ঞানমুদ্রা তিওয়ারি ১০
- লক্ষ্য পরিচ্ছন্ন ভারত : কিছু পদক্ষেপ এবং পরামর্শ — সুদর্শন আয়েঙ্গর ১৩
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্তব্য — দিব্যা সিন্‌হা ১৬
- স্বচ্ছ ভারত : সাফল্যের এক অধ্যায় — অক্ষয় রাউত ২০
- দিল্লি মেট্রো : পরিচ্ছন্নতার এক নয়া দৃষ্টান্ত — অনুজ দয়াল ২৪

অন্যান্য নিবন্ধ

- সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল : এক দূরদর্শী নেতা — আই. জে. প্যাটেল ২৭
- সর্দার প্যাটেল রাষ্ট্রীয় একতা পুরস্কার — যোজনা ব্যুরো ২৯

বিশেষ নিবন্ধ

- জনগণের জন্য, জনগণের নীতি — পরমেশ্বরণ আইয়ার ৩০

ফোকাস

- স্বাস্থ্যবিধির অর্থনীতি এবং সাফাইকর্মীদের মর্যাদা — সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার ৩৪

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো ৪১
- আমাদের প্রকাশনা — —ওই— ৪২
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪৩
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৪৪
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৪৬

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

পরিবর্তন...ঘরে-বাইরে

একটি জাতির কৃষ্টি বা সংস্কৃতি সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে সংশ্লিষ্ট জাতির স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত রীতিরেওয়াজের উপর। ভারতীয় সমাজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এক দীর্ঘলালিত ঐতিহ্য বর্তমান। যার শিকড় প্রোথিত এই সমাজের কৃষ্টি, বিশ্বাস এবং জীবনশৈলীর মধ্যে। এদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসে অবগাহনের আচার পালিত হতে দেখা যায়। উৎসব-অনুষ্ঠানের আগে সাফ-সুতরো করে বাড়িঘর সাজানোর রীতি চালু আছে আমাদেরে মধ্যে। এসব আচার পালনের মধ্যে দিয়ে ''পঞ্চতত্ত্ব''-এর ভারসাম্যের প্রতি এক ধরনের সম্মানজ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। পঞ্চতত্ত্ব হল প্রকৃতির পাঁচ উপাদান, জল, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষায় স্বাস্থ্যবিধানের গুরুত্ব প্রতীকী অর্থে বাঙ্ময় করে তোলে এসব প্রথা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় চক্রবৎ অর্থনীতি বর্তমান যুগে বিশ্বজুড়েই প্রাথমিক অগ্রণী নীতি হিসাবে স্বীকৃত। আর এর বুনিয়াদি তত্ত্ব হল, ''ন্যূনতম অপচয়''। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর ভূরিভূরি উদাহরণ মেলে। উদ্বৃত্ত বস্তু অভাবী মানুষজনের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দেওয়ার তথা দানধ্যানের চলন এদেশে বহুযুগের। বইপত্র, জামাকাপড়, বাসনকোসন ইত্যাদি-সহ অন্যান্য পারিবারিক তথা গোষ্ঠী মালিকানাধীন জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে ব্যবহার তথা দান তো করাই হয়; উপরন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তা ব্যবহার করতেও আকছার দেখা যায়। অনাড়ম্বর জীবনযাপনের মাধ্যমে অপচয় কমিয়ে বর্জ্যের উৎপাদন তলানিতে নিয়ে আসার এ আমাদের একান্ত নিজস্ব পন্থা। 'অপরিগ্রহ' বা মোহমুক্তির উল্লেখ রয়েছে গান্ধীজীর মার্গদর্শনে। এর অন্যমত ভাবার্থ, ''আজকে তোমার যে সামগ্রী কাজে লাগছে না, তা আঁকড়ে রাখা অনর্থক''। এই দর্শন অপচয় কমিয়ে বর্জ্যের উৎপাদন হ্রাসে সহায়ক।

কিন্তু কালক্রমে ছবিটা বদলাতে থাকে। ভোগবাদ এবং সামাজিক বিভাজনের দাপটে একদিকে বর্জ্য-আবর্জনার উৎপাদন ব্যাপক বেড়ে যায়; অন্যদিকে আদর্শ স্বাস্থ্যবিধান বা স্যানিটেশনের ব্যবস্থাপত্রের বিষয়টি উপেক্ষিত রয়ে যায়।

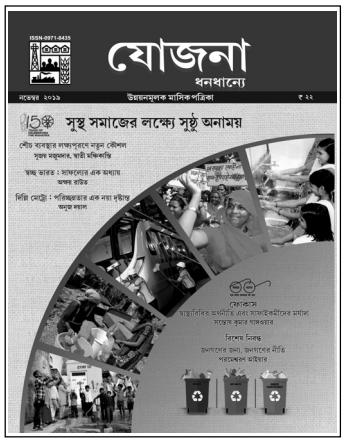

মানুষের জীবনযাপনশৈলীতে এই পরিবর্তন ও বদভ্যাসের ফলস্বরূপ শহুরে বসতি এলাকার কাছাকাছি অঞ্চলে বিশাল বড়ো বড়ো মাপের সব ভাগাড় গড়ে উঠতে থাকে; জল ও মাটি কলুষিত হতে থাকে; যা কিনা কালক্রমে মানুষের, বিশেষ করে প্রান্তিক শ্রেণির, জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। অন্যদিকে, গ্রামভারত আজও লড়াই করে চলেছে উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের চালু সামাজিক রেওয়াজ, নিকাশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, স্যানিটেশন সংক্রান্ত সচেতনতার ব্যাপক অভাব এবং সংবেদনশীলহীনতার মতো কঠিন সমস্যার সঙ্গে।

রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বজুড়ে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals বা SDG) আমাদেরকে মোটের উপর অতি প্রয়োজনীয় কিছু করণীয় কর্ম তালিকার রূপরেখা ঠিক করে দেয়। সকলের জন্য নিরাপদ, নির্মল ও সুলভ পানীয় জলের নাগালের সংস্থানের সর্বজনীন ও ভেদাভেদ রহিত ব্যবস্থাপত্র; সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমানভাবে স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যবিধানের নাগালের বন্দোবস্ত; উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের রীতি বন্ধ; মহিলা ও কন্যাসন্তান এবং যারা কিনা অসুরক্ষিত পরিস্থিতিতে রয়েছেন, তাদের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান; দূষণ কমিয়ে তথা বর্জ্য-আবর্জনা গাদা করে রাখার ব্যবস্থা হটিয়ে এবং পরিবেশে স্বাস্থ্যহানিকর/বিপজ্জনক রাসায়নিক ও সামগ্রীর নিঃসরণ যথাসম্ভব হ্রাস করে জলসম্পদের গুণগত মানোন্নয়ন; জল ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটানো তথা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সক্ষমতা গঠনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি এর মধ্যে অন্যতম।

স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধান এমন এক শুভবোধ, যার উন্মেষ ঘটে ভেতর থেকে; হতে পারে তা একজন ব্যক্তিবিশেষ, একটি সমাজ বা একটি রাষ্ট্র বা জাতি। পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কী আমরা রেখে যেতে চাই সেই ইচ্ছার মধ্যে এক প্রতিফলন ঘটে। এই সংক্রান্ত যেকোনও রদবদল ঘটাতে গেলে প্রয়োজন দীর্ঘলালিত অভ্যাস-আচারে এক বিপুল পরিবর্তনসাধন, গোঁড়ামি ত্যাগ করে খোলা দৃষ্টিতে বিচার এবং পরিবর্তনকে স্থায়ীরূপে ধরে রাখতে হবে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলে তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে। পাশাপাশি দরকার স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন রীতির চলন বজায় রাখা, সর্বস্তরে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, আমজনতার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কার্যকর পারস্পরিক যোগাযোগ।

দেশ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়র বর্তমানে এক গণ-আন্দোলনের সাক্ষী। সমস্ত স্তরে যাবতীয় বর্জ্য-আবর্জনার অপসারণ তথা ব্যবস্থাপনা; জলের উৎসের পুনরুজ্জীবন; গ্রাম, শহর এবং সর্বজনীন স্থানগুলি সুস্থায়ীভাবে গড়ে তুলতে সে সরকার, প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কর্পোরেট জগৎ, সুশীল সমাজ, সংস্থা, RWAs হোক বা পঞ্চায়েত, সমস্ত তরফকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এইভাবে ধাপে ধাপে অভ্যাসগত পরিবর্তনের লক্ষ্যপূরণ আমাদের যৌথ দায়িত্ব। এক সুস্থসবল জাতি গড়ে তোলার জন্য সেই দায়িত্ব আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে।

শৌচ ব্যবস্থা, বিশেষ করে মানুষের সম্মানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের চারপাশকে কলুষমুক্ত রাখতে অক্লান্তভাবে পরিষেবা দিয়ে চলেছেন যে সাফাই কর্মীরা তাদের শ্রমের মর্যাদা সুনিশ্চিত করাটা নিতান্ত জরুরি। এই পরিষেবা দান করে সমাজের যে উপকার তারা করে চলেছেন, তার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান দরকার। আমাদের সমাজ জীবনে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের দৌলতে যে পাহাড়প্রমাণ নোংরা-আবর্জনার গাদা জমা হয়, তা অপসারণের দায় একান্তভাবেই এদের বলে চালু ধারনার হাত থেকে এই সাফাই কর্মীদের মুক্তি দেওয়া দরকার। দেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার হালফিলের এই জন-আন্দোলনের পিছনে যে অসংখ্য, নামগোত্রহীন সাফাই কর্মীদের বিপুল বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে, 'যোজনা'-র এই সংখ্যাটি তাঁদের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই ক্ষেত্র সম্পর্কিত নীতি কাঠামোর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন তথা আমাদের চারপাশে যে রদবদল ঘটেছে, সেইসব সাফল্যকাহিনী উদ্‌যাপন করাও এই সংখ্যা প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই ছোটো ছোটো পদক্ষেপগুলি নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সবুজের পদচিহ্ন রেখে যাবে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

শৌচ ব্যবস্থার লক্ষ্যপূরণে নতুন কৌশল

সুজয় মজুমদার,
স্বাতী মঞ্চিকান্তি

"সর্বাধিক সফল ও সুস্থায়ী উন্নয়নগুলিকে আরোপিত করার প্রয়োজন পড়ে না; মানুষজনই এগুলিকে সাগ্রহে গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যান এবং পরে এগুলিই তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।"

—হেনরিয়েটা এইচ. ফোর, স্বচ্ছ ভারত বিপ্লব

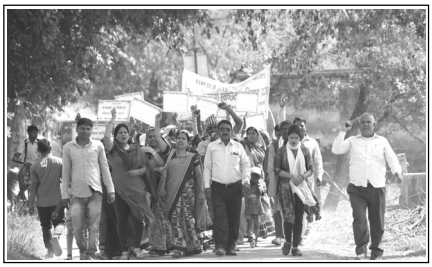

মলমূত্রের আবর্জনা ট্রিটমেন্ট করার সুব্যবস্থা শহরাঞ্চলে থাকলেও গ্রাম এলাকায় অনেক জায়গায় সমস্যাটির সুরাহার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়ে স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া দরকার। একই সূত্র প্রযোজ্য হতে পারে অন্যান্য ধরনের আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও রিসাইকেল প্রয়াসগুলি সম্পর্কে, যার মধ্যে রয়েছে বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা, ঋতুজনিত স্বাস্থ্য আবর্জনা-সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এছাড়া তৃণমূল স্তরের গ্রামীণ সমাজে পঞ্চায়েত প্রধান বা সরপঞ্চদের সম্মান ও প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প-পরিষেবাগুলিকে কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক করা যেতে পারে অনায়াসেই।

স্যানিটেশন বা শৌচ ব্যবস্থার ইতিহাস

শৌচ ব্যবস্থা প্রসারের অপূর্ণতা দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই একটি উদ্বেগের বিষয়। এমনকি যে সময়টাতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সূচকগুলিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তখনও আমাদের অনাময় ব্যবস্থার অগ্রগতিতে মন্থরতার লক্ষণ স্পষ্ট। প্রাকৃতিক কর্মের জন্য উন্মুক্ত স্থানকে বেছে নেবার প্রবণতা সেসব দিনে মান্যতা পেয়েছে। এমনকি গত শতকের ৭০ কিংবা ৮০-র দশকে যখন জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচিগুলি তুলনামূলকভাবে উচ্চহারে পৌঁছেছিল তখনও দেশে অনাময় ব্যবস্থা কভারেজের বার্ষিক গড় উন্নতির হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ। ওই হারে অগ্রগতি ঘটতে থাকলে দেশকে সর্বজনীন শৌচ ব্যবস্থার আওতাধীন করার জন্য ২০৮০ অবধি অপেক্ষা করতে হ'ত (জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবকে বাদ দিয়েই)।

এর অর্থ এই নয় যে, শৌচ ব্যবস্থার বিষয়টি আগে কখনও সরকারের কাছে গুরুত্ব পায়নি। নিউ ইয়র্কে ১৯৪৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গঠনতন্ত্রে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতও রয়েছে। অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সংস্থার সহযোগিতায় পুষ্টি, আবাসন, শৌচ ব্যবস্থা, বিনোদন এবং আর্থিক ও কাজের শর্তাবলী ও পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিকগুলির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে ওই গঠনতন্ত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[১] এছাড়া ১৯৭৭ সালের Mar Del Plata জল সম্মেলনে বিভিন্ন সমষ্টিগত জল সরবরাহ ও অনাময় প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের চাহিদা ও অনুপাত অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দ করার জন্য সদস্য দেশগুলির প্রতি যে সুপারিশ করা হয়েছিল তার প্রতিও ওই গঠনতন্ত্রে নীতিগত সমর্থন জানানো হয়।[২] রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত ২০১০ সালের জল ও অনাময় মানবাধিকার ঘোষণাপত্রেও ভারতের স্বাক্ষর রয়েছে। এইসব অঙ্গীকারের কয়েকটি ভারতীয় সংসদে অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও শৌচ ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতার প্রেক্ষিতে সেসবের মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।

রয়েছে অনাময় ব্যবস্থা বিষয়কে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (ভারতে অপূর্ণ) এবং চলতি সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (S.D.G.), বিশেষ করে সেটির ৬ নং

[লেখকদ্বয় ভারতস্থিত ইউনিসেফের জল, শৌচ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য (WASH) সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ। ই-মেল : smojumdar@unicef.org, smanchikanti@unicef.org]

সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নং ৬ : পরিস্রুত জল ও শৌচ ব্যবস্থা

চল্লিশ শতাংশের বেশি মানুষ জলের অভাবগ্রস্ত। এই উদ্বেগজনক হিসাব বিশ্ব উষ্ণায়ণের দরুন আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। ১৯৯০-এর পর থেকে ২১০ কোটি মানুষের অনাময় ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটা সত্ত্বেও প্রতিটি মহাদেশেই পানীয় জলের সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে। সঙ্কটপীড়িত দেশের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে খরা ও মরুকরণের প্রবণতা। হিসাবে দেখা যাচ্ছে ২০৫০ নাগাদ প্রতি চারজন ব্যক্তির অন্তত একজন জলের ঘাটতির সম্মুখীন হতে চলেছেন।

প্রয়োজনে রয়েছে যথোপযুক্ত পরিকাঠামো, শৌচ ব্যবস্থার সুযোগ ও স্বাস্থ্যবিধি প্রসারের লক্ষ্যে আরও বিনিয়োগ করার, যাতে করে ২০৩০-এর মধ্যে সকলকে নিরাপদ ও সুলভ পানীয় জল দেওয়া সম্ভব হয়। জল সম্পর্কিত পরিবেশ ব্যবস্থাকে রক্ষা করার দিকটিও কম জরুরি নয়।

সর্বজনীন নিরাপদ ও সুলভ পানীয় জল সুনিশ্চিত করার জন্য পৌঁছতে হবে সেই ৮০ কোটি মানুষের কাছে, যারা মৌলিক পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং সেই ২০০ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে, যাদের আরও উন্নত ও নিরাপদ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।

সূত্র : রাষ্ট্রসংঘ

উল্লেখটি, যেখানে সর্বজনীন জল সরবরাহ ও শৌচ ব্যবস্থার লক্ষ্যপূরণের কথা বলা হয়েছে। এসব লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশই ভারতের জাতীয় স্তরের প্রয়াসগুলির অন্তর্ভুক্ত। ভারতের অভীষ্ট হল S.D.G.-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে জল ও অনাময় সংক্রান্ত নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে ২০৩০ সালের আগেই পূরণ করা।

সরকারি প্রচেষ্টায় অনাময় সমস্যার সমাধানে বিগত ৩৫ বছরে একের পর এক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামীণ শৌচব্যবস্থা কর্মসূচি (CRSP) এবং তারই পুনর্গঠিত উত্তরসূরি সর্বাঙ্গীণ শৌচ ব্যবস্থা অভিযান (TSC) রূপায়িত হয় যথাক্রমে ১৯৮৬ এবং ১৯৯৯ সালে। কেন্দ্রীয় আনুকূল্যে পরিচালিত এই প্রকল্পগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছিল রাজ্যস্তরীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে অনাময় ব্যবস্থা পৌঁছিয়ে দেবার বিষয়টি। সর্বাঙ্গীণ শৌচ ব্যবস্থা অভিযানে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল সমষ্টিগত উদ্যমের উপর এবং শৌচাগার নির্মাণকে উৎসাহ দিতে তহবিল সংস্থান রাখা হয়েছিল এই অভিযানে। অন্যদিকে, কাজের মূল্যায়ন করে অবশ্য দেখা যায় যে, বরাদ্দকৃত সীমিত তহবিলের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রাকে অযথা প্রশস্ত ও অসংলগ্ন করা হয়েছিল। সর্বোপরি অন্যান্য সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পের প্রতি তুলনায় এখানে অভাব ছিল রাজনৈতিক সংকল্প এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের। প্রকল্পকে মানুষজনের কাছে পৌঁছে দিতে সম্পদকেন্দ্র স্থাপন করা হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে অবশ্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ সরবরাহে খামতি থেকে গিয়েছিল।[৩]

নির্মল গ্রাম পুরস্কার বলে পরিচিত আর একটি পদক্ষেপের সূচনা হয় ২০০৫ সালে। এটিতে উচ্চমানের কাজকর্মের দরুন (যেমন, উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের অবসান ঘটানো হলে) আর্থিক পুরস্কারদানের প্রথা চালু সত্ত্বেও সাফল্যের হার ছিল পরিমিত। এরপর আসে ২০১২ সালে নির্মল ভারত অভিযান, যেখানে প্রতিটি বৈধ পরিবারের জন্য আর্থিক পুরস্কারদানের পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে করা হয় ১০ হাজার টাকা (আগে দেওয়া হ'ত ৪৬০০ টাকা)। তহবিল সংস্থানের স্বার্থে অভিযানটিকে বহুলাংশে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প-সহ আরও কয়েকটি সামাজিক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। নির্মল ভারত অভিযানে জেলা স্তরে সমন্বয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে এই অভিযানেও সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতের মতো কয়েকটি কারণে অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।[৪]

ODF Plus-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

- ✶ নিজস্ব পারিবারিক শৌচাগারের সুস্থায়ী ব্যবহার (IHHL)।
- ✶ কেউ যাতে বঞ্চিত না হয় তা দেখা এবং নতুন বাসগৃহগুলিতে শৌচ ব্যবস্থার প্রসার।
- ✶ প্রকাশ্য স্থানকে শৌচ ব্যবস্থার আওতাধীন করা (সর্বসাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগারের মধ্যবর্তিতায়)।
- ✶ কম্পোস্ট পিট বিকেন্দ্রীভূত বর্জ্য ট্রিটমেন্ট সুবিধা-সহ গ্রামাঞ্চালে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (SLWM)।
- ✶ দৃশ্যগ্রাহ্য পরিচ্ছন্নতা এবং কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

অতীতের শিক্ষার আলোকে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

কয়েকটি নিরপেক্ষ সংস্থার মূল্যায়নে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজে গণ্ডিবদ্ধ থাকার দরুন যে সমস্যাটি লক্ষ্য করা হয়নি তা হল যারা শৌচাগার পেয়েছেন তাদের অনেকে প্রায়ই মলমূত্র ত্যাগের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত স্থানে যাচ্ছেন।[৫]/[৬] এছাড়া সর্বাঙ্গীণ শৌচব্যবস্থা অভিযানের মতো পূর্ববর্তী প্রকল্পগুলিতে তথ্য পরিবেশন, সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসংযোগ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হলেও সেসবের সদ্ব্যবহার হয়নি। এর ফলে অত্যধিক গুরুত্ব পেয়েছে প্রকল্পের হার্ডওয়ার, অর্থাৎ শৌচাগার নির্মাণের দিকটি এবং উপেক্ষিত হয়েছে ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন অভ্যাস পরিবর্তনের বিষয়টি।[৭] বলা বাহুল্য এধরনের সামাজিক প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণে দৈনন্দিন অভ্যাস পরিবর্তনের বড়ো ভূমিকা রয়েছে এবং এই লক্ষ্যে পরিচালিত প্রচারাভিযানগুলিও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে থাকে। এই কারণেই ২০১৪-এর দোসরা অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশন উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই মিশনটিকে একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানান। এই মিশনটিই পরবর্তী পর্যায়ে SBM-গ্রামীণ বা (SBM-G) বলে পরিচিত হয়।

পূর্ববর্তী প্রয়াসগুলির অভিজ্ঞতার নিরিখে যেসব শিক্ষণীয় দিক ছিল সেগুলিকে ২০১৪-এর SBM-G নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিজেদের গ্রামের উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কর্মের অবসান (ODF) ঘটাতে ওই নির্দেশাবলীতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত

করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতকে উৎসাহিত করা হয় মানুষের প্রাত্যহিক অভ্যাসের পরিবর্তন সাধনে এবং এব্যাপারে ব্যাপক শিক্ষামূলক প্রচার শুরু করার জন্যও তাদের জন্য বিশেষ আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া সাম্প্রতিক অতীতের নির্মাণ কাজে চাহিদা ও জোগানের যে ফারাক ছিল, তা দূর করতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে একমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজমিস্ত্রি নিয়োগ করতে বলা হয়। 'ওয়াশ' পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ-সহ সম্ভাব্য সকল প্রকার তহবিল সূত্রের সদ্ব্যবহার করার জন্যও পঞ্চায়েতগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়।

সেই সঙ্গে SBM-G-কে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা হয় যাতে কাজকর্ম রূপায়ণে আরও স্বাধীনতা বজায় থাকে। এখানে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়/তথ্য উল্লেখ করা হল :

✶ লাগাতার পাঁচ বছর প্রচারাভিযানে নিজে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী গণ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

✶ প্রায় ১০ কোটি বাসগৃহ নির্মাণ কাজ বাবদ উচ্চ মূলধনি ব্যয়ের প্রেক্ষিতে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল তহবিল সংস্থান।

✶ কভারেজ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড ও প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য জেলা স্তরের প্রশাসনকে নমনীয়তা ও স্বাধীনতা প্রদান। এর ফলে স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক ও সৃজনশীল পদক্ষেপ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো সহজ হবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় করে প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ পরিবর্তনের উপর।

✶ সফটওয়্যারেও যথোচিত বিনিয়োগের দ্বারা (অভ্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত সমষ্টি পর্যায়ের প্রচারাভিযান) হার্ডওয়্যারে আর্থিক বিনিয়োগের অনুপাতকে উন্নত করা।

✶ শৌচ ব্যবস্থার বিষয়টিকে সমষ্টিগত প্রেক্ষিত থেকে বিচারবিশ্লেষণ করা, যাতে উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাসের প্রতি একটি আবেগসঞ্জাত বিতৃষ্ণা তৈরি হয়।[৮]

✶ বিশেষ উল্লেখ ও নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে এই প্রকল্পে যাতে মহিলা নেতৃত্বাধীন পরিবার এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিরা গুরুত্ব পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

একই সঙ্গে SBM-G লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ-সহ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির পরিষেবাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা ঠিক যে সংবিধানের ৭৫তম সংশোধনের ভিত্তিতে পানীয় জল ও শৌচ ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত-সহ পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। তবে কার্যক্ষেত্রে প্রায়ই জেলা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপই বড়ো হয়ে উঠেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে এখন এগুলির আর্থিক সংস্থান, লোকবল ও কাজকর্মের বিষয়গুলিকেও প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এব্যাপারে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি মন্ত্রকের ২০১৮ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন নির্দেশিকা (GPDP)-কে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে দেখা সমীচীন।

অবশ্য ঘোষিত আদর্শের রূপায়ণে একাধিক প্রয়াস প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, বিশেষ করে ভূতপূর্ব পানীয় জল ও শৌচ ব্যবস্থা বিভাগের পক্ষ থেকে একাধিক নির্দেশিকা পাঠানো সত্ত্বেও রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু প্রকল্প রূপায়ণের সার্থকতা তাদের নমনীয়তার উপর নির্ভর করেছিল।[৯] গোড়ার দিকে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, মালমশলা সংগ্রহ ও রাজমিস্ত্রিদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা ছিল নিবিড় ও সক্রিয়। পরে অবশ্য তাদের দায়িত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরগুলি সরাসরি সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করে দেয়। অর্থাৎ, রূপায়ণপর্বে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে।

গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে

যেসব রাজ্যে কাজের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে সেগুলিতে আগের তুলনায় সাফল্যও এসেছে বেশি। গ্রামীণ পরিবারগুলি সাধারণত তাদের স্থানীয় নেতৃত্বের পরামর্শগুলিকে মান্যতা দিয়ে থাকে। এই নীতিতে আস্থা রেখেই পরবর্তী কর্মসূচিতে ১০ কোটি পরিবারকে নিরাপদ শৌচ ব্যবস্থার আওতাধীন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। নতুন পর্যায়ের কাজকর্মে অগ্রাধিকার পাবে সেইসব বাসগৃহ যেখানে এখনও শৌচাগার নির্মিত হয়নি এবং ইতোমধ্যে নির্মিত শৌচাগারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেগুলির সক্রিয়তা অব্যাহত রাখার উপর। কাজটির সার্থক রূপায়ণের জন্য সবচেয়ে জরুরি হল সংশ্লিষ্ট মানুষজনের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিবর্তন

চিত্র : যেসব উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা হয় মহারাষ্ট্রের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তার মানচিত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর এই প্রথা সম্পর্কে গণচেতনা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমষ্টিগত প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবে কর্মসূচিটি পরিচালিত হচ্ছে।

আনা। এই প্রেক্ষিতেই GPDP নির্দেশিকা সংশোধন করে সরকারের তরফে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, এবারের উন্নয়ন প্রয়াসের আওতায় অনাময় ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পরবর্তী ধাপে ২০১৮-এর গ্রামীণ ODF-সুস্থায়ী নির্দেশাবলীতেও ওই একই বার্তা পৌঁছনো হয়।

এক নতুন পর্যায়ের সূচনার মধ্য দিয়ে গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ১৪ বছর মেয়াদি গ্রামীণ শৌচ ব্যবস্থা রণকৌশল। শৌচ ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রসার তথা আরও উন্নতির জন্য ২০২৯ সাল অবধি কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে এতে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কর্ম বন্ধ করার পরবর্তী ধাপের (ODF Plus) করণীয় বিষয়েও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে (কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় সরকার, নীতি প্রণেতা, প্রকল্প রূপায়ণকারী প্রভৃতি) এই রণকৌশলে অবহিত করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে : ''উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কর্মের অভ্যাস বন্ধ হবার বিষয়টি যাতে চিরস্থায়ী হয় এবং প্রতিটি গ্রামেই যাতে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতে পারে, তা সুনিশ্চিত করাই ODF Plus-এর অন্যতম কাজ হবে।'' অর্থাৎ ODF Plus-এর এই দীর্ঘমেয়াদি ভিসনকে সামনে রেখেই এবার ভারতের কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হবে। সুস্থায়ী উন্নয়নের ৬ নং লক্ষ্য, বিশেষ করে SDG ৬.২ পূরণের জন্য যা যা করণীয় তা হল : ''২০৩০ সালের আগেই সকলের জন্য যথোচিত ও সুষম স্বাস্থ্য ও শৌচ ব্যবস্থা অর্জন করা এবং সারা দেশে উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কর্মের প্রবণতা বন্ধ করা। এই লক্ষ্যপূরণে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে মহিলা, বালিকা ও দুর্বলতর পরিস্থিতিতে অবস্থানকারীদের চাহিদা মেটানোর প্রতি।''

নতুন কর্মযজ্ঞের প্রধান অভিমুখ হবে 'গ্রামীণ স্বচ্ছ ভারত মিশনের সুফলগুলি সুস্থায়ী করা এবং কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দ্বারা গ্রামীণ ভারতবাসীদের সকলকে নির্ভরযোগ্য শৌচ ব্যবস্থার আওতায় আনা।'

সমন্বয়কারী প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবে নতুন কাঠামোতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কৌশল-গত অবস্থানে রাখা হয়েছে, যাতে করে SLWM কাজকর্মের আওতায় প্রতিটি গ্রামকেই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। যে নীতি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে তা হল : ''ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের স্বার্থে সর্বনিম্ন স্তরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচিন।''[১০] রণকৌশলটির 'বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো' শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে কীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দায়িত্ব এবং তাদের বিভিন্ন কাঠামোগত ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা পরিচালিত হবে। উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে অগ্রসর হলে কাজকর্ম ও বিনিয়োগে সামঞ্জস্য আসবে এবং কেমনভাবে উন্নয়ন অংশীদার, অসরকারি উদ্যোগ, নাগরিক সমাজ (CSO) এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রেখে চলতে হবে।

মলমূত্রের আবর্জনা ট্রিটমেন্ট করার সুব্যবস্থা শহরাঞ্চলে থাকলেও গ্রাম এলাকায় অনেক জায়গায় সমস্যাটির সুরাহার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়ে স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া দরকার। একই সূত্র প্রযোজ্য হতে পারে অন্যান্য ধরনের আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও রিসাইকেল প্রয়াসগুলি সম্পর্কে, যার মধ্যে রয়েছে বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা, ঋতুজনিত স্বাস্থ্য আবর্জনা-সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এছাড়া তৃণমূল স্তরের গ্রামীণ সমাজে পঞ্চায়েত প্রধান বা সরপঞ্চদের সম্মান ও প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প-পরিষেবাগুলিকে কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক করা যেতে পারে অনায়াসেই। সেই সঙ্গে তাদের দায়বদ্ধতার দিকটিকেও বজায় রাখতে হবে। সর্বোপরি, জল জীবন মিশন (যার আওতায় ২০২৪-এর মধ্যে সকল পরিবারকে পানীয় জল দেওয়া হবে) শুরু হবার দরুন শৌচ ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলিকে নির্মীয়মাণ জল প্রকল্পগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করাটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এটা বাস্তবায়িত হলে একদিকে জলের উৎসগুলি নিরাপদ ও অকলুষিত থাকবে অন্যদিকে, শৌচ পরিষেবায় জলের প্রয়োজনীয়তা মেটানো সম্ভব হবে। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে প্রকৃত কাজ সম্পন্ন হবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নেতৃত্বে, কারণ তাদের উপরই ন্যস্ত হয়েছে প্রয়োজনসাপেক্ষে তহবিল সংস্থান এবং যন্ত্রপাতি সদ্ব্যবহারের গুরুদায়িত্ব।

আগামী দিনের ইতিকর্তব্য

দেখা যাচ্ছে যে, চলতি SBM পদ্ধতি থেকে পরবর্তী ধাপের নতুন ODF-Plus-এর উত্তরণ পর্বে যেসব প্রায়োগিক পদক্ষেপের আবশ্যকতা রয়েছে, সেগুলি ইতোমধ্যেই সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে গৃহীত হয়েছে। ইউনিসেফের কারিগরি সহায়তায় গ্রামীণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে জল সরবরাহ ও অনাময় বিষয়ক সম্মিলিত প্রশিক্ষণ পর্ব। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটিতে দেশের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ তিনজন উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধিকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল 'প্রশিক্ষণদাতাদের প্রশিক্ষণ বিস্তার' মডেল অনুসরণ করে আগামী বছরের মধ্যে প্রায় ২,৫৮,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার জনকে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা। সরকারের সর্বোচ্চ স্তর ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় রাজ্য ও জেলা স্তরের মাস্টার বা প্রধান প্রশিক্ষকদের মানসিক অভিযোজন তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষকরাই পরে সকল রাজ্যে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় মিলিত হবেন।

নতুন কৌশলকে বাস্তবায়িত করার প্রয়োগের দিকগুলি ওই প্রশিক্ষণে গুরুত্ব পাবে। প্রাপ্ত জলসম্পদের ব্যবস্থাপনা কীভাবে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাজেট বরাদ্দ কী হবে, ইতোমধ্যেই কর্মরত স্বচ্ছগ্রাহী, রাজমিস্ত্রি বা রানিমিস্ত্রিদের বা অন্যদের কাজে লাগিয়ে পিট সাফাই-সহ শৌচ ব্যবস্থা বৃত্তের কাজকর্ম কেমন করে সম্পন্ন হবে—এসব কিছুই প্রতিনিধিদের সামনে ব্যাখ্যা করা হবে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি, বিশেষ করে সাবানের সাহায্যে হাত পরিষ্কার করার সহজসাধ্য বিষয়টিও প্রাধান্য পাবে। খুবই স্বল্পব্যয়সম্পন্ন এই অভ্যাস নিয়মিত বজায় থাকলে গ্রামগুলিকে আন্ত্রিক জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্ত রাখার সহায়ক হবে।

কার্যক্রমের প্রভাবে আগামী দিনে সুফল পাওয়ার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী। এই কঠিন দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যপথে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে, যেমন, ঋতুজনিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিশুর মলমূত্রের নিরাপদ অপসারণ, পিট শৌচাগারকে সুস্থায়ী ও কার্যকর করে তোলা ইত্যাদি। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কর্তৃত্ব প্রদান করে তাদেরই নেতৃত্বে আলোচ্য সমস্যাগুলির সমাধান করাটা অসম্ভব কিছু নয় কারণ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধনের চাবিকাঠি তাদেরই হাতে রয়েছে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
(২) https://www.ircwash.org/sites/default/files/71UN77-161.6.pdf
(৩) https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/total-sanitation-campaign-india/
(৪) https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-017-4382-9
(৫) https://www.povertyactionlab.org/evaluation/effect-indias-total-sanitation-campaign-defecation-behaviors-and-child-health-rural
(৬) Ibid, (২)
(৭) http://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2011/04/TSC.pdf
(৮) Adapted from the traditional Community-Led Total Sanitation (CLTS) model
(৯) Now the Ministry of Jal Shakti (MoJS), which houses the Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS)
(১০) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subsidiarity

কু-অভ্যাস চিরতরে ত্যাগ করা জরুরি

শাশ্বত নারায়ণ বিশ্বাস,
ইন্দ্রনীল দে ও জ্ঞানমুদ্রা তিওয়ারি

*এই গোত্রের আগেকার কর্মসূচিগুলির সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত অভিযান বা **SBM**-এর বড়ো তফাৎ হল এই যে লক্ষ্য হিসেবে মানুষের বদাভ্যাস পরিবর্তনকে সামনে রাখার পাশাপাশি এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে চাহিদা মাফিক। ফলে শৌচালয় নির্মাণের চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি শৌচালয় ব্যবহারের প্রবণতাও বেড়েছে। শৌচালয় তৈরি করে দিলেই গ্রামের মানুষ নিয়মিত তা ব্যবহার করবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রাথমিকভাবে অভ্যাস পাল্টালেও মানুষ ক্রমে আবার ফিরে গেছেন পুরনো কু-অভ্যাসে।*

দেশের মানুষের কু-অভ্যাস পরিবর্তন আনাই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মূল লক্ষ্য। শৌচালয় তৈরি করে দিলেই গ্রামের মানুষ নিয়মিত তা ব্যবহার করবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এক্ষেত্রে চালু রীতিরেওয়াজ ও দীর্ঘদিনের অভ্যাসের মতো কয়েকটি বিষয় যুক্ত রয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রাথমিকভাবে অভ্যাস পাল্টালেও মানুষ ক্রমে আবার ফিরে গেছেন পুরনো কু-অভ্যাসে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান এদেশে শৌচালয় নির্মাণের কাজে বড়োসড়ো সদর্থক পরিবর্তন এনেছে। ২০১৪-র ২ অক্টোবর ওই কর্মসূচির সূচনার পর ২০১৯-এর ২ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে তৈরি হয়েছে ১০ কোটিরও বেশি শৌচালয়। প্রায় ৭০০-টি জেলার ৬ লক্ষ গ্রাম ঘোষিত হয়েছে প্রকাশ্যে শৌচকর্মহীন তকমাযুক্ত হিসেবে।[১]

এই গোত্রের আগেকার কর্মসূচিগুলির সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত অভিযান বা SBM-এর বড়ো তফাৎ হল এই যে লক্ষ্য হিসেবে মানুষের বদাভ্যাস পরিবর্তনকে সামনে রাখার পাশাপাশি এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে চাহিদা মাফিক। ফলে শৌচালয় নির্মাণের চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি শৌচালয় ব্যবহারের প্রবণতাও বেড়েছে।

নতুন শৌচালয় ব্যবহারের ধরনধারণ এবং কী কারণে মানুষ শৌচালয় থাকলেও তা ব্যবহার না করে পুরনো কু-অভ্যাসে ফিরে যান তা নিয়ে বর্তমান সমীক্ষায় আলোচনা রয়েছে। ভোরে হাঁটতে বেরিয়ে, মাঠের ফসল পরীক্ষা করে দেখার সময় কিংবা পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তার ফাঁকে প্রকাশ্যে শৌচকর্ম সারা অনেকের অভ্যাস (Neal, Vujcic, Burns, Wood, and Devine 2015 : 10)। অনেক মহিলার কাছে আলো কম থাকার সময় মাঠে শৌচকর্ম সারতে যাওয়াটাই হল বাড়ির বড়োদের, বিশেষত শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে অন্য মহিলাদের সঙ্গে কিছুটা কথাবার্তা বলার সুযোগ।

অভ্যাসজনিত এইসব বিষয়গুলি ছাড়াও, শৌচালয়ের নতুন ধরন, শৌচসরঞ্জাম ও জলের জোগান এবং রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক নেতৃত্বের বিষয়গুলিও শৌচালয়ের চাহিদা ও ব্যবহারের ওপর প্রভাব ফেলে (O'Reilly, and Louis 2014)। সামগ্রিক আচরণগত পরিবর্তন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষ অভ্যাসের প্রশ্নে অনেকাংশেই ভিন্ন। বর্ণ ও ধর্মভেদের বিষয়টিও এখানে রয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে অভ্যাসে পরিবর্তন আনার কাজটি অনেক বেশি কঠিন (Gupta, Coffey and Spears

[ড. শাশ্বত নারায়ণ বিশ্বাস, প্রফেসর এবং প্রধান (Chair), Centre for Public Policy and Local Governance, Institute of Rural Management (IRMA), আনন্দ। ইন্দ্রনীল দে, Associate Professor, IRMA। ড. জ্ঞানমুদ্রা, অধ্যাপক এবং প্রধান, Centre for Good Governance Policy Analysis এবং অধিকর্তা CRV, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, হায়দরাবাদ। ই-মেল : saswata@irma.ac.in, Indranil@irma.ac.in, drgmudra@yahoo.com]

2016)। জাতপাত সংক্রান্ত ছোঁয়াছুঁয়ির অযৌক্তিক বাতিক এবং পরিবেশদূষণের মতো যুক্তিপূর্ণ বিষয়, দু'টি দিক থেকেই ভবিষ্যতে বার বার বর্জ্য প্রতিস্থাপনযোগ্য কূপ শৌচালয় (Pit toilet) নির্মাণের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

কাজেই সামাজিক এবং আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা জরুরি। বর্তমান আলোচনায় প্রশ্নগুলির সঙ্গে সঙ্গে তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের মতো সার্বিক বিষয়গুলিকে যুক্ত করে দেখতে চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও জলের জোগান কিংবা জমির ব্যবহারের মত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিও খতিয়ে দেখা হয়েছে এখানে।

পরিপ্রেক্ষিত

দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার বিষয়টি এই সমীক্ষায় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে বিহার, তেলেঙ্গানা এবং গুজরাট এই তিনটি রাজ্যকে। তিনটি প্রদেশ তিন রকমের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং অর্থনৈতিক ছবি তুলে ধরে। শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগ সবচেয়ে বেশি গুজরাটে (৮৫ শতাংশ)। তেলেঙ্গানায় তা ৬১ শতাংশ এবং বিহারে ৩০ শতাংশ।[২] এই তিনটি রাজ্যের প্রতিটি থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রবর্তী এবং সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জেলা দু'টিকে। জেলাগুলির মধ্যে দু'টি মহকুমা বা ব্লক, ব্লকগুলির মধ্যে দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে দু'টি গ্রাম বেছে নেওয়া হয়েছে একই ভিত্তিতে (সবচেয়ে অগ্রবর্তী এবং সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা) নমুনার কলেবর দাঁড়িয়েছে ১২৫২ [বিহার (n = 441), গুজরাট (n = 409) এবং তেলেঙ্গানা (n = 402)]।

অভ্যাসের নানা ধরন

আলাদা রান্নাঘর এবং শৌচালয় থাকার মধ্যে একটা স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বাড়ির মধ্যে রান্না করার একটা আলাদা স্বাস্থ্যসম্মত জায়গা থাকা শৌচালয় থাকার মতনই গুরুত্বপূর্ণ (Ravindra and Smith 2018)।

সমীক্ষায় দেখা গেছে উল্লিখিত তিনটি রাজ্যের বেশিরভাগ বাড়িতেই আলাদা রান্নাঘর নেই (64.3 শতাংশ) কিন্তু শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে ৭২ শতাংশ ক্ষেত্রেই। তা সত্ত্বেও, ওই পরিবারগুলির অন্তত ৮ শতাংশের ক্ষেত্রে সব অথবা কিছু সদস্য শৌচালয় ব্যবহার করেন না। বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদ এবং সুবিধা। এছাড়া সামাজিক মর্যাদা, বাড়ির কিছু সদস্যের ইচ্ছা, পঞ্চায়েত ও রাজনৈতিক নেতা এবং স্বাস্থ্য ও সমাজকর্মীদের প্রচেষ্টার বিষয়গুলিও এসে পড়ে এখানে।

সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে দেখা যাচ্ছে যে শৌচালয় ব্যবহারের সঙ্গে পানীয় জলের মূল উৎসের সম্পর্ক অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গী। নলবাহিত পানীয় জলের সংস্থানসম্বলিত গ্রামগুলিতে শৌচালয়ের সংখ্যা এবং তা ব্যবহার করার প্রবণতা বেশি। আরও একটি বিষয় হল এই যে, পরিবারের প্রধান মহিলা হলে শৌচালয় ব্যবহারের প্রবণতা বেশি হয়। স্বনিযুক্ত এবং কৃষি-নির্ভর নয় এমন পরিবারগুলির মধ্যে প্রকাশ্যে শৌচকর্মের অভ্যাস কম।

পরিবারের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গেও শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগ ও প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই জড়িত। যেসব পরিবারের পানীয় জলের আলাদা সংস্থান রয়েছে তাদের আলাদা শৌচালয়ও রয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। পানীয় জলের উৎস বাড়ির থেকে চারশো মিটারের বেশি দূরে হলে প্রকাশ্যে শৌচকর্মের ঝোঁক বেশি হয়। ঠিক একইভাবে পানীয় জলের উৎস ঘরের ভেতরে না হয়ে, ঘরের বাইরে অথচ চত্বরের ভেতরে হলে আলাদা শৌচালয় থাকা এবং ব্যবহারের প্রবণতা ১০ শতাংশ কমে যায় বলে দেখা যাচ্ছে। স্নানঘরের বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। স্নানঘর ব্যবহারের সুযোগ কমার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে শৌচকর্মের অভ্যাস বাড়ে। জলসঙ্কট শৌচালয়ের ব্যবহার কমিয়ে দেয়। আবাসগৃহের অবস্থাও এক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়ে থাকে।

এবার আসা যাক আর্থিক অবস্থার দিকটিতে। দেখা যাচ্ছে পরিবারের মাসিক খরচ ১ হাজার টাকার বেশি হলে প্রকাশ্যে শৌচকর্মের প্রবণতা কম হয়। স্থায়ী পণ্যের (durable goods) জন্য পরিবারের ব্যয় এক শতাংশ বাড়লেই শৌচালয় ব্যবহারের প্রবণতা প্রায় ৪৮ শতাংশ বেড়ে যায়, এমনটাই দেখা যাচ্ছে সমীক্ষায়। কাজেই জীবনযাপনের মান উন্নত হলে এবং আর্থিক অবস্থা ভালো হলে শৌচালয় তৈরি এবং তা ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে একথা বলাই বাহুল্য।

সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যের সহজলভ্যতা এবং শৌচালয় নির্মাণে আর্থিক সহায়তার সংস্থানও শৌচালয় নির্মাণ এবং ব্যবহারের রেওয়াজ বাড়ায়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বিষয়ে সচেতনতার প্রসার প্রকাশ্যে শৌচকর্ম ১০ শতাংশ কমিয়েছে। পরিবারের প্রধান বা অন্য কারও উদ্যোগে শৌচালয় তৈরি হলে বাড়ির সকলেই তা ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক। শৌচালয়

নির্মাণ এবং ব্যবহারের ওপর পারিপার্শ্বিকের পরিচ্ছন্নতাও প্রভাব ফেলে।

আর্থ-সামাজিক, পরিকাঠামোগত এবং পরিবেশজনিত বিষয়গুলিকে বিবেচনার মধ্যে রাখলেও শৌচালয় ব্যবহারের প্রশ্নে রাজ্যভেদে তফাৎ রয়েছে। গুজরাটে বিহারের তুলনায় প্রকাশ্যে শৌচকর্মের সম্ভাবনা ১৩ শতাংশ বেশি এবং আলাদাভাবে শৌচালয় ব্যবহার করার সুযোগ ৩৭ শতাংশ কম। ১৫ বছরের বেশি বয়সিদের শৌচালয় ব্যবহারের সম্ভাবনা গুজরাটে বিহারের তুলনায় ১০ শতাংশ কম। তেলেঙ্গানায় প্রকাশ্যে শৌচকর্মের সম্ভাবনা বিহারের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি। এমনটাই বলছে এই সমীক্ষা।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা (Focus Group Discussions), অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ নির্ধারণ (Participating Rural appraisal—PRA), শৌচালয় সম্পর্কিত ছবি এবং খোলামেলা সাক্ষাৎকারের সাহায্যে ও ভিত্তিতে বিশদ চিন্তাভাবনার পর কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি মাথায় থাকা সত্ত্বেও বহু পরিবার প্রকাশ্যে শৌচকর্মের অভ্যাসকে নিজেদের পক্ষে হানিকর বলে মনে করেন না। বাড়ি, ধর্মীয় স্থান, বিনোদনের জন্য জমায়েতের চাহিদা অনেকের কাছেই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কোনও গ্রামের কয়েকটিমাত্র পরিবার যদি শৌচালয় নির্মাণ ও ব্যবহারে অসম্মত হন তাহলে তার প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে এবং বাকিরাও তখন কোনও-না-কোনও কারণ দেখিয়ে শৌচালয় ব্যবহার বন্ধ করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে সক্ষম বা

দিব্যাঙ্গদের সহায়ক নয় শৌচালয়ের কাঠামো ও গঠন, এমনটা বলেছে বেশ কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। বড়ো পরিবারগুলির বয়স্ক সদস্যরা বহু সময়েই শৌচালয় ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ্য নন। এইসব সমস্যা মোকাবিলায় এবং প্রকাশ্যে শৌচকর্মের প্রবণতা দূর করতে দিনের শুরুতে নজরদারি টহল, আলাপ-আলোচনা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু মানুষই এখনও শৌচালয়ের গুরুত্ব, দেহবর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং মহিলাদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন নন।

ছোঁয়াছুঁয়ি এবং দূষণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী বহু মানুষ বাড়িতে শৌচালয় থাকার পক্ষপাতী নন। অনেকের চাহিদাও বেশ অদ্ভুত। যেমন, তেলেঙ্গানার মেদক জেলার একটি গ্রামের মানুষ ধর্মীয় উপাসনার জায়গা তৈরির জন্য টাকা ঢেলেছেন কিন্তু শৌচালয় তৈরির জন্য খরচে নারাজ।

কিছু সুপারিশ ও পরামর্শ

পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে দেশজুড়ে বর্তমান অভিযান বহু প্রশংসিত। কিন্তু, কিছু মানুষের পুরনো কু-অভ্যাসে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এজন্য, বড়ো পরিবারগুলির জন্য একাধিক শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজন তৃণমূল স্তরে সচেতনতার আরও প্রসার। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সমাজকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শৌচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও প্রসারের সঙ্গে জীবনযাপনের আরও অনেকগুলি দিক স্বাভাবিকভাবেই জড়িত। তাই, ঘরে-বাইরে সর্বত্রই সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর আরও উন্নতিবিধান জরুরি। জল সরবরাহ, আবাসন, স্নানঘরের সুবিধা, এসবই মানুষের শৌচালয় ব্যবহারের অভ্যাসকে প্রভাবিত করে। মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসারেও জোর দেওয়া আশু প্রয়োজন।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) http://sbm.gov.in/ (ATHARVA) retrieved on 1st October 2019.

(২) Report of "Household survey for Assessment of Toilet Coverage under Swachh Bharat Mission–Gramin" 2017. Website: https://mdws.gov.in/sites/default/files/Final_QCI_report_2017.pdf

তথ্যপঞ্জী :

- Neal, D., Vujcic, J., Burns, R., Wood, W., & Devine, J. (2015). Nudging and habit change for open defecation: New tactics from behavioral science. Water and Sanitation Program, World Bank, Washington, DC.
- O'Reilly, K., & Louis, E. (2014). The toilet tripod: Understanding successful sanitation in rural India. Health & place, 29, 43-51.
- Gupta, A., Coffey, D., & Spears, D. (2016). Purity, pollution, and untouchability: Challenges affecting the adoption, use, and sustainability of sanitation programmes in rural India. In Sustainable Sanitation for All: Experiences, challenges, and innovations Edited by Petra Bongartz, Naomi Vernon and John Fox, Practical Action Publishing: Warwickshire (UK).

লক্ষ্য পরিচ্ছন্ন ভারত : কিছু পদক্ষেপ এবং পরামর্শ

সুদর্শন আয়েঙ্গর

আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুর ঠিক এক দিন আগে, ১৯৪৮ সালের ২৯ জানুয়ারি মহাত্মা তৈরি করেছিলেন প্রস্তাবিত লোকসেবা সংঘ-এর খসড়া সংবিধান বা নিয়মাবলী। পরবর্তী সময়ে এটিই জাতির জনকের শেষ ইচ্ছাপত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে, সেবকের কর্তব্যের তালিকায় ষষ্ঠক্রমে রয়েছে এই কয়েকটি কথা : সেবক গ্রামের মানুষকে শৌচপ্রণালী এবং স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলবেন যাতে তারা নীরোগ ও সুস্থ জীবন অতিবাহিত করতে পারেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর দেশের এমাথা থেকে ওমাথা চষে ফেলে গান্ধীজী এই সার কথাটা বুঝেছিলেন যে, শোচনীয় শৌচ ব্যবস্থা এবং সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির বেহাল দশা ভারতের অন্যতম জটিল সমস্যা। সচেতনতার অভাবের পাশাপাশি মানুষের মানসিকতাও, নিজের এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যহানি সম্পর্কে উদাসীনতার জন্য দায়ি। এই সমস্ত বিষয়ে ব্রিটিশদের বক্তব্য দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীনই একরকম মেনে নিয়েছিলেন তিনি। তবে, ইংরেজদের ওই মনোভাব মূলত বর্ণবিদ্বেষ এবং প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার ভয় থেকেই তৈরি হয়েছে, এই ছিল তাঁর যুক্তি। কিন্তু নিজের দেশে গান্ধীজী যেখানেই গেছেন সেখানেই বেহাল শৌচ ব্যবস্থা, নোংরা, আবর্জনা এবং সাফাইকর্মীদের প্রতি কুসংস্কারজনিত ঘৃণা ও শোষণ তাঁর চোখে পড়ে। এর আগে, ১৯০৯ সালে 'হিন্দ স্বরাজ' লিখেছেন গান্ধীজী। তাঁর চিন্তাধারায় 'গ্রাম স্বরাজ' এবং 'হিন্দ স্বরাজ' হল স্বশাসন। শুধুমাত্র দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই-ই সব নয়। মূল কথা হল নিজের বিকাশ। এই ধারণা অনুযায়ী কাজ করে দেখিয়েছেন মহাত্মা। পরবর্তীতে এই বিষয়গুলিই আশ্রম অনুশাসন (Observance) এবং গঠনমূলক কর্মকাণ্ড (Constructive Work) হিসেবে সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। শৌচ ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রসার ও স্বাস্থ্যবিধি এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ জাতির জনকের গঠনাত্মক কার্যক্রমের দু'টি প্রধান স্তম্ভ হয়ে ওঠে।

চম্পারণে গান্ধীজী

চম্পারণে কাজ শুরু করার সময়ে গ্রামাঞ্চলে শৌচ ব্যবস্থার বেহাল দশা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামী স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত না করে তুললে স্থায়ী ভিত্তিতে ইতিবাচক কিছু করা সম্ভব নয় একথা মনে হয় তাঁর।

চম্পারণের শোচনীয় শৌচ ব্যবস্থার সমস্যা দূর করা ছিল খুব কঠিন এক কাজ। এমনকি ভূমিহীন কৃষক পরিবারের লোকজনও নিজেদের বর্জ্য এবং জঞ্জাল সাফ করতে রাজি নন, এমনটাই সেখানে দেখেছিলেন গান্ধীজী। চম্পারণের রাস্তাঘাট, কুয়ো পরিষ্কারের কাজ নিয়মিত নিজেই শুরু করেন গান্ধীজীর দলের সদস্য ড. দেব। ধীরে ধীরে নিজেকে এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে ওঠে সেখানে।

শিক্ষার প্রসার এবং সাধারণ মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প থেকেই চম্পারণ এবং সত্যাগ্রহ আশ্রমের বিদ্যালয়গুলিতে শৌচ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক পাঠ দেওয়ার কাজ শুরু করেন জাতির জনক। পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সদাচার-এর গুরুত্ব অন্য তথাকথিত পাঠ্য বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একথা

[লেখক প্রাক্তন উপাচার্য, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, আমেদাবাদ। ই-মেল : sudarshan54@gmail.com]

বোঝানো হয় সকলকে। সেই সময় থেকেই মহাত্মার প্রতিটি রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মসূচিতে শৌচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সচেতনতার প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নেয়।

আশ্রমে

দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স আশ্রমে শৌচালয় এবং পয়ঃপ্রণালী নিয়ে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীরা। বিংশ শতকের গোড়ায় জলের ব্যবহারযুক্ত শৌচাগার-এর প্রচলন হয়ে গেছে পুরোদমে। রেচনজাত বর্জ্যের দূষণ ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ তখন সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল। কিন্তু পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত এইসব শৌচালয়ের জন্য জলের সংস্থান ছিল একটা বড়ো কাজ। গ্রামাঞ্চলে কাজটি আরও কঠিন। কাজেই উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং রীতির বিষয়টি খুব বড়ো হয়ে উঠেছিল গান্ধীজীর কাছে। মানুষের রেচনজাত পদার্থের ওপর ভালো করে মাটি চাপা দেওয়া, তার স্থানান্তরকরণ ছিল প্রচলিত রীতি। ওই সব বর্জ্য থেকে তৈরি হ'ত জৈব সার। গান্ধীজীর আশ্রমের ইতিহাস ঘাঁটলে শৌচালয় সম্পর্কে নানান পরীক্ষানিরীক্ষার দিকটি বিশেষভাবে উঠে আসবে, এমনটা বলেছেন মহাত্মার একান্ত অনুগামী প্রভুদাস গান্ধী।

গান্ধীজীর কাছে শৌচালয় ব্যবস্থাপনার প্রসার ও উন্নয়ন ছিল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয়। ভারতীয় সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দূর করার জন্য তিনি এইসব ক্ষেত্রে অভিযান চালিয়েছেন জীবনভর। কিছু মানুষ সাফাইকর্মীর কাজ করবেন এবং সেজন্য যুগ যুগ ধরে ঘৃণার শিকার হবেন, এই অযৌক্তিক কু-প্রথা দূর করতে তিনি ছিলেন কৃতসঙ্কল্প। তাঁর সমাজ সংস্কার কর্মসূচির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে গেছে এই ভাবনা।

মহাত্মার আশ্রমে বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে এনে কাজ করানোর রীতি ছিল না। শৌচালয় সম্পর্কিত সব কিছুই আবাসিকরা করতেন পালা করে। আশ্রমের ভেতরে কোনও জায়গা যাতে এতটুকুও আবর্জনা পড়ে না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন সকলে মিলে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ যুবসমাজের প্রতিনিধিরা আশ্রমে যোগ দিন এমনটা অবশ্যই চাইতেন গান্ধীজী। কিন্তু শৌচালয়ের বালতি পরিষ্কার করার পরীক্ষা দিতে হ'ত আগে।

ওয়ার্ধায় যমনালাল বাজাজ-এর তৈরি করা আশ্রমে থাকার সময় গান্ধীজী তাঁর অনুগামী মীরাবেন-এর থেকে জানতে পারলেন যে, কাছের গ্রাম সিন্দির লোকজন খোলামাঠে শৌচকর্ম করে থাকেন এবং এমনটা মীরাবেন দেখেছেন প্রাতঃভ্রমণের সময়। একথা শুনে গান্ধীজী প্রতিদিন ওই গ্রামে গিয়ে রাস্তা সাফ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মীরাবেনকে।

সেবাগ্রাম আশ্রমে ১৯৩৬-এর এপ্রিল থেকে ১৯৪৬-এর আগস্ট পর্যন্ত ছিলেন গান্ধীজী। সেখানকার নিয়মাবলীতে লেখা ছিল এই কথা : জলের অপচয় চলবে না। পানীয় জল ফুটিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

রাস্তায় নাকঝাড়া বা থুথু ফেলা কাম্য নয়। সেকাজ সারতে হবে এমন জায়গায় যেখানে কারো হেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে তবেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হবে। কঠিন বর্জ্যের পাত্র শৌচালয়ের তরল বর্জ্যের পাত্র থেকে আলাদা হবে। রাতের বর্জ্য অবশ্যই মাটি দিয়ে পুরোপুটি ঢেকে দিতে হবে যাতে মাছি না আসে। শৌচালয়ের পাদানিতে বসতে হবে ঠিকভাবে, যাতে তা নোংরা না হয়। অন্ধকারে অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে লণ্ঠন। মাছি আসতে পারে এমন সব কিছুকেই ঢেকে দিতে হবে আবশ্যিক ভিত্তিতে।

জনসভা এবং পুর অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে

বিভিন্ন জনসভা, আলোচনা বৈঠক, আশ্রমিকদের অনুষ্ঠান, পুর অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বার বার শৌচ ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধির প্রসঙ্গ তুলেছেন মহাত্মা গান্ধী।

কংগ্রেসের প্রায় সবক'টি বড়ো সম্মেলনে তাঁর বক্তব্যে এই বিষয়টি এসেছে। তিনি বলেছেন, ''শৌচবিধির অভাব, দারিদ্র্য এবং আলস্য, এই ত্রয়ী দানবের মোকাবিলা করতে হবে আপনাদের। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাতে তুলে নিন ঝাঁটা, কুইনাইন এবং ক্যাস্টর অয়েল। আর, যদি আমার ওপর আস্থা রাখেন, তাহলে হাতে তুলে নিন চরকা।''

পুরসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল যথাযথ শৌচ ব্যবস্থার নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ, বলতেন গান্ধীজী। কংগ্রেস যখন পুরনির্বাচনে অংশ নিতে চাইল তখন গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল এই যে, দলের সদস্যরা পুরপ্রতিনিধি হওয়ার পাশাপাশি দক্ষ সাফাইকর্মীও হয়ে উঠুন।

পশ্চিমি দেশগুলির পুরপ্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সপ্রশংস ছিলেন গান্ধীজী। ১৯২৪-এর ২১ ডিসেম্বর বেলগাঁও-এর অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ''পুর এলাকার শৌচ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আমাদের পশ্চিমি দেশগুলির থেকে শেখা উচিত। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত, যেখানে সংগঠিত (Cooperate) শৌচপ্রণালীর প্রয়োজন তেমনভাবে অনুভূত হয় না। পশ্চিমি সভ্যতা বস্তু ও শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় মানুষ সংগঠিত শৌচপ্রণালী গড়ে তুলেছেন। আমাদের দেশে সরু রাস্তা, ঘিঞ্জি এবং খুপরি বসতি এবং পানীয় জলের উৎসের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য অবহেলার অভ্যাস দূর করতে হবে। মানুষকে স্বাস্থ্য ও শৌচবিধি পালনে অভ্যস্ত করানো পুরসভার সবচেয়ে বড়ো কাজ।''*

সাময়িকপত্রে

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা সময়ে লিখেছেন মহাত্মা গান্ধী। 'নবজীবন', 'ইয়ং ইন্ডিয়া' এবং পরবর্তীতে 'হরিজন'-এ শৌচপ্রণালী এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে লিখেছেন বারবার। গ্রাম এবং বহুক্ষেত্রে শহরেও যথাযথ শৌচ ব্যবস্থার অভাব তাঁকে পীড়িত করেছে। 'খেদা সত্যাগ্রহ'-এর সময় বাড়িঘর, পুকুর-জলাশয় এবং মাঠঘাটের শোচনীয় অবস্থা তুলে ধরেছেন বিশদে। অজ্ঞতা এবং সচেতনতার অভাবের কারণেই দেশের অধিকাংশ কৃষক পরিবার চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেন এবং এটা অত্যন্ত লজ্জা ও উদ্বেগের বিষয় বলে মনে করতেন তিনি।

বর্তমানে 'প্রকাশ্যে শৌচকর্ম' বা Open defacation' শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হচ্ছে জাতীয়

এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রতিবেদনে। গান্ধীজী ব্যবহার করতেন আরও পরিশীলিত শব্দবন্ধ 'প্রকাশ্যে রেচন' বা 'open evacuation'। 'প্রকাশ্যে রেচন' বহু রোগভোগের উৎস ও কারণ একথা বারবার বলেছেন তিনি। বয়স্ক, শিশু, অসুস্থ এবং দুর্বল মানুষ 'রেচন'-এর জন্য বাইরে যেতে না পারায় এবং উঠোন কিংবা রাস্তায় কাজ সারায় বাড়ি এবং আশপাশ নোংরা হয়ে পড়ে। এজন্য শৌচালয় নির্মাণে জোর দিয়েছিলেন তিনি। তা সম্ভব না হলে, রেচনজাত পদার্থ ঢাকা বর্জ্যপাত্রে জমিয়ে রাখা কিংবা মাটি চাপা দিয়ে রাখার কথা বলেছিলেন তিনি।

জাতির জনক বোঝাতেন যে, দরিদ্র এবং বঞ্চিত মানুষজনের অনেকেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকাটাকেই ভবিতব্য বলে ধরে নিয়েছেন। তিনি এও দেখেছেন যে, অনেকেই বাড়ির পরিসরটুকু সাফসুতরো রাখলেও প্রতিবেশীর উঠোন আবর্জনাময় করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেন না। মানুষের এই ভয়ানক চরিত্রগত ত্রুটি দূর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি।

১৯৩৫-এর জানুয়ারির এক সন্ধ্যায় দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক Winsor ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। গ্রামের মানুষজনকে ওষুধপত্র দেওয়ার প্রসঙ্গ ওঠায় জাতির জনক বললেন যে, রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে গ্রাম এলাকার মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কাজটি বেশি জরুরি। আর রোগভোগের পর রোগীর সেবাযত্নের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্যালেরিয়ার ওষুধ বিলি করার চেয়ে খানাখন্দ বোঁজানো, বর্জ্য জলের নিষ্কাশন, কূপ খনন কিংবা পুকুর সংস্কারের কাজ অনেক বেশি প্রশংসার দাবি রাখে একথা বলেছিলেন তিনি। স্কুলে হরিজন শিশুদের পড়ানো নিয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, শৌচ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধির পাঠ দিতে হবে সবার আগে। অন্য বিষয়গুলি আসবে পরে। নিরক্ষর মানুষও দেশ শাসন করেছেন, একথা

শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন জাতির জনক।

১৯৪৬-এর গোড়ার দিক থেকে শৌচ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কাজে মহাত্মা গান্ধী নিজেকে সম্ভবত আরও বেশি করে যুক্ত করেছিলেন। রেল কিংবা জাহাজে সফরের সময়কে এই কাজ করার বড়ো সুযোগ বলে তিনি মনে করতেন।

স্বাধীনতার পর শরণার্থী শিবিরগুলিতে শৌচ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা অত্যন্ত বিচলিত করেছিল জাতির জনককে। ১৯৪৭-এর ১৩ ডিসেম্বর তিনি এই শিবিরগুলির শৌচ পরিষেবা উন্নত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছিলেন স্পষ্ট ভাষায়। বলেছিলেন যে ভারতীয়রা মেলার আয়োজন, ধর্মীয় জমায়েত কিংবা সভাসমিতি করতে কিছুটা অভিজ্ঞ হলেও শরণার্থী শিবির-এ থাকার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত নন। জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এদেশের মানুষ সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে তেমনভাবে সংবেদনশীল নন এবং এর ফলে বাড়ে সংক্রামক রোগের প্রকোপ। একথা বলতেন জাতির জনক।

আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুর ঠিক এক দিন আগে, ১৯৪৮ সালের ২৯ জানুয়ারি মহাত্মা তৈরি করেছিলেন প্রস্তাবিত লোকসেবা সংঘ-এর খসড়া সংবিধান বা নিয়মাবলী। পরবর্তী সময়ে এটিই জাতির জনকের শেষ ইচ্ছাপত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে, সেবকের কর্তব্যের তালিকায় ষষ্ঠক্রমে রয়েছে এই কয়েকটি কথা : সেবক গ্রামের মানুষকে শৌচপ্রণালী এবং স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলবেন যাতে তারা নীরোগ ও সুস্থ জীবন অতিবাহিত করতে পারেন।❑

---

* প্রকাশন বিভাগের *'In the Footsteps of Mahatma... Gandhi and Sanitation'* (২০১৬) থেকে উদ্ধৃত।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্তব্য

দিব্যা সিন্‌হা

সার্বিক চিত্র : দৈনিক বর্জ্য

দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ভারতের পুর এলাকায় কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যা জটিলতর হয়েছে। ২০১৬ সালের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন পরিবেশ মন্ত্রক, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ পর্ষদ, রাজ্য পরিবেশ দূষণ পর্ষদ, রাজ্যগুলির নগর বিষয়ক দপ্তর, পুরসভা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি বর্জ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত মানুষজন-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

সুষ্ঠু কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management—SWM)-এর মূল কথা হল সম্পদের যত বেশি সম্ভব পুনরুদ্ধার এবং বর্জ্য থেকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও শক্তি উৎপাদনের পাশাপাশি জমি বর্জ্য ডাঁই করে রাখার রেওয়াজ যত দূর সম্ভব কমানো। কারণ ব্যবহার্য জমির পরিমাণ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। আবর্জনা ফেলে ছড়িয়ে রাখলে দূষণও বাড়ে। বর্জ্য যাদের কাজকর্মের কারণে তৈরি হয় তাদেরই দায়িত্ব আবর্জনার যথাযথ পৃথকীকরণ।

পটভূমিকা

দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ভারতের পুর এলাকায় কঠিন বর্জ্য (Municipal Solid Waste—MSW)-এর পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যা জটিলতর হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (Ministry of Environment, Forests and Climate Change—MoEF&CC) ২০০০ সালে পুর কঠিন বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা) আইন বা MSW (Management and Handling Rules)-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ২০০৬ সালে আসে পুনর্মার্জিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন বা Solid Waste Management Rules। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই আইনের রূপায়ণে নানান উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আইনি সংস্থান, কর্তব্য, সামগ্রিক চিত্র, গৃহীত পদক্ষেপ, সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

আইনি সংস্থান

২০১৬ সালের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন পরিবেশ মন্ত্রক, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ পর্ষদ, রাজ্য পরিবেশ দূষণ পর্ষদ, রাজ্যগুলির নগর বিষয়ক দপ্তর, পুরসভা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি বর্জ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত মানুষজন-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। নগর আবাসন মন্ত্রক, রাজ্য আবাসন দপ্তর এবং পুরসভার কাজ হল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা। অন্যদিকে, পরিবেশ মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর মতো সংস্থার দায়িত্ব আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা। বর্জ্য যাদের কর্মকাণ্ডের দৌলতে তৈরি হয় তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হল বর্জ্যের যথাযথ পৃথকীকরণ, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : কয়েকটি আবশ্যিক কর্তব্য

প্রথম পর্ব : শুকনো এবং তরল বর্জ্য উৎসস্থলেই আলাদা করতে হবে;

[লেখক বিভাগীয় প্রধান, নগর দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, নয়াদিল্লি। ই-মেল : divyasinha.cpcb@nic.in]

দ্বিতীয় পর্ব : বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্মীদের পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে;

তৃতীয় পর্ব : শুকনো বর্জ্যের স্তূপ থেকে প্লাস্টিক, কাগজ, ধাতু, কাঁচের মতো সামগ্রী বাছাই করে নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে;

চতুর্থ পর্ব : বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের আরও ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার কম্পোস্ট সার, জৈব গ্যাস এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সংস্থান।

পঞ্চম পর্ব : বর্জ্য অপসারণ করে রাখার জায়গা তৈরি করতে হবে (Landfill)।

সুষ্ঠু কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সার কথা হল সম্পদের যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে যতটা সম্ভব শক্তি ও বিদ্যুৎ তৈরি করে নেওয়ার পাশাপাশি (চতুর্থ পর্ব) জমিতে বর্জ্য ডাঁই করে রাখা কমানো। কারণ, সেক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান ব্যবহারযোগ্য জমির অপচয় হয় এবং জল, বায়ু ও মৃত্তিকা দূষণ বাড়ে। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রাথমিক শর্ত হল তরল এবং শুষ্ক বর্জ্যের পৃথকীকরণ। বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকৃত এবং স্থানান্তরিত বা অপসারণ (transported) না হলে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয় এবং সেক্ষেত্রে খোলা জমিতে বর্জ্যের স্তূপ জমা হতে থাকে (পঞ্চম পর্ব)। বর্জ্য পৃথকীকৃত না হয়ে মিশ্রিত থাকলে এবং তার মধ্যে বাড়ি নির্মাণ এবং বাড়ি ভাঙার ফলে তৈরি হওয়া কঠিন পদার্থ মিশে থাকলে প্রক্রিয়াকরণের কাজ সুষ্ঠু হতে পারে না। তাই, বর্জ্য পৃথকীকরণ, সংগ্রহ এবং অপসারণের কাজের মধ্যে আরও সমন্বয় প্রয়োজন।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : বর্তমান পরিস্থিতি

বিভিন্ন রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ সমিতি (Pollution Control Committee)-র পেশ করা তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, এদেশে দৈনিক বর্জ্য উৎপন্ন হয় ১,৫২,৭০৬ টন। এর মধ্যে ১,৪৯,৭৮৪ টন বা ৯৮.৫ শতাংশ সংগৃহীত হয় প্রতিদিন।

সারণি

বর্জ্য সংগ্রহ	পুরসভা বা Urban Local Bodies-এর পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ	বর্জ্য পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য আবশ্যিক
বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ	মিশ্র সার তৈরি করা (Compositing)	তৈরি মিশ্র সার অপসারণ (take off)
	জৈবি মিথেন গ্যাস উৎপাদন (Biomethanation)	প্রস্তুত পণ্য অপসারণ : এক্ষেত্রে একই ধরনের বর্জ্য প্রয়োজন
	বর্জ্য পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা	ধোঁয়া এবং গ্যাস নিঃসরণ (Acid gas, dioxins and furans)
জমিতে ফেলা (landfill)		স্থান সঙ্কুলান হওয়া সহজ নয়, জমি সংক্রান্ত আরও নানা বিষয় জড়িত

কিন্তু এই সংগৃহীত বর্জ্যের মাত্র ৩৫ শতাংশ বা ৫৫,৭৫৯ টন প্রক্রিয়াকৃত হয়। ৫০,১৬১ টন জমিতে জমিয়ে রাখা হয়। ৪৬,১৫৬ টন বর্জ্য কোথায় যায় তার হিসেব মেলে না।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : পদক্ষেপ

● উৎসস্থলে বর্জ্যের পৃথকীকরণ-এর কাজের ব্যবস্থা হয়েছে ২৪-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে।

● তা নিয়মিত কার্যকর ২২-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে।

● কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ বা ওই ধরনের কাজের জন্য জমির ব্যবস্থা করেছে ২৫-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

● দেশে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২০২৮। চালু রয়েছে ১৬০-টি; এবং

● চিহ্নিত ভাগাড় (landfill) ১১৬১-টি। চালু রয়েছে ৩৭-টি।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উদ্যোগ

(i) **কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগ :** কিছু নির্দেশিকা রয়েছে এই পর্ষদের; তা দেওয়া আছে পর্ষদের ওয়েবসাইটে।

● জমে থাকা বর্জ্য সম্পর্কিত নির্দেশিকা (legacy waste)।

● বর্জ্য জমা করার এলাকা (Buffer Zone) সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

● শৌচ বর্জ্য (Sanitary Waste) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

● বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

এছাড়া, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় এবং তা পালিত না হলে পরিবেশহানির জন্য ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নির্দেশিকাও জারি রয়েছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে।

(ii) **রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উদ্যোগ :** ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, দমন এবং দিউ, গোয়ার মতো রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিয়মকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলায় অনেক এগিয়ে। কিন্তু অন্য রাজ্য/কেন্দ্রশসিত অঞ্চলগুলির তরফে আরও অনেক কিছু হওয়া কাম্য।

ছত্তিশগড়ে যা করা হয় :

● বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, ঢাকা গাড়িতে তা অপসারণ করে থাকে সবক'টি পুরসভা।

● ১৬৮-টি পুরসভা এলাকার প্রত্যেকটিতে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের জন্য জমি ওই রাজ্যে চিহ্নিত।

● শৌচালয়ের বর্জ্য জমা করে রাখার পাট নেই এখানে। ১৬৬-টি পুরসভায় কঠিন ও তরল বর্জ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Solid and Liquid Resource Management—SLRM) কেন্দ্র রয়েছে। ২-টি পুরসভায় রয়েছে মিশ্রসার। বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের ব্যবস্থা।

● গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে কঠিন ও তরল বর্জ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

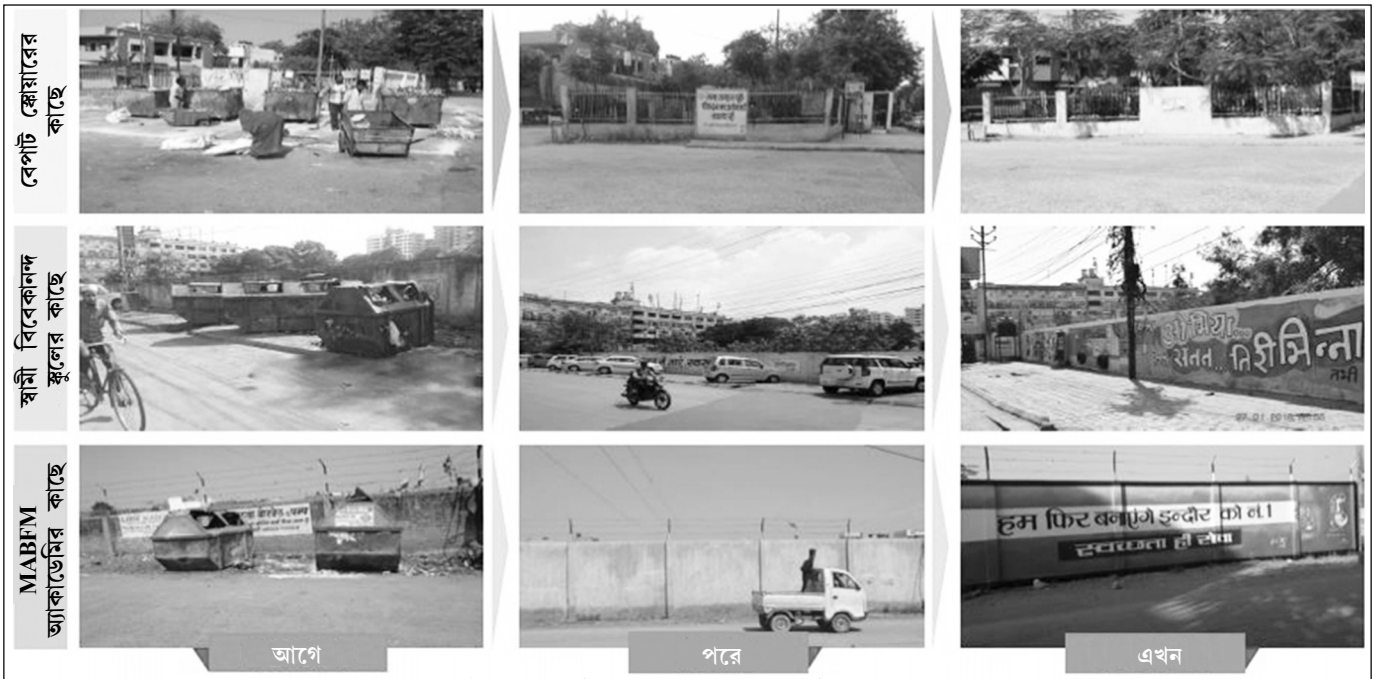

চিত্র : ইন্দোরে বর্জ্যপাত্র (bin) ব্যতিরেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র

● জৈবদূষণ বন্ধ করার বা সীমিত করার (Bioremediation/Capping) ব্যবস্থা হয়েছে ১৬০-টি পুরসভা এলাকায়। বাকি ৮-টিতে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে ২০২১ সাল নাগাদ।

● আবর্জনা যত্রতত্র ফেলার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক জরিমানার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সংস্থান রেখেছে পুরসভাগুলি।

(iii) **বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা :** দেশে এধরনের চারটি কেন্দ্র রয়েছে। তিনটি রয়েছে দিল্লিতে। এই কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কিনে নেয় বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি। তা সরবরাহ করা হয় জাতীয় গ্রিড-এ। দেশের অন্যান্য এলাকাতেও এধরনের আরও কেন্দ্র তৈরি হয়ে উঠছে।

(iv) মহারাষ্ট্রের পুনে, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুর-সহ দেশের বেশ কয়েকটি শহরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

এই শহরগুলি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিদর্শ শহর বা Model City হিসেবে চিহ্নিত। এইসব অঞ্চলে বর্জ্যভূমি থেকে ছড়ানো দূষণ রোধ এবং বর্জ্যভূমির আয়তন কমানোতেই বিশেষ সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

(v) ২০১০ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালত বা NGT Act কার্যকর হবার পর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসরণে সংশ্লিষ্ট পক্ষ, বিশেষত রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা যাতে বাধ্য থাকে তা নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ অনেক বেড়েছে। NGT-র পক্ষ থেকে জারি হওয়া কয়েকটি নির্দেশ :

(ক) অলমিত্রা এইচ. প্যাটেল এবং অন্যদের সঙ্গে ভারত সরকারের মামলার (OA 199/2014) প্রেক্ষিতে ২২/১২/১৬-এ NGT-র রায়ে (Almitra H. Patel and Anr. Vs. Union of India and Ors.) বলা হয়েছে :

● ২০১৬ সালের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন পূর্ণাঙ্গভাবে এবং জরুরিভিত্তিতে রূপায়িত করতে হবে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে।

● নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উল্লিখিত আইনের রূপায়ণে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে সব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং রাজ্য (রায় ঘোষণার চার সপ্তাহের মধ্যে।

● বর্জ্য দাহ করার আগে তার পৃথকীকরণ আবশ্যিক।

● বর্জ্য পুঁতে রাখার জায়গার এবং প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের চারপাশে রাখতে হবে ফাঁকা জমি (buffer zone)।

● বর্জ্য থেকে প্রস্তুত জ্বালানি (RDF)-র বিক্রির জন্য বাজারের ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসনকে।

● বর্জ্য পুঁতে রাখার জায়গা (landfill sites)-গুলি থেকে পরিবেশহানি ঠেকাতে ব্যবস্থা নিতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (রায় ঘোষণার ৬ মাসের মধ্যে)।

● খোলা জায়গায় বর্জ্য দহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(খ) ৫/৩/২০১৯-এ NGT (OA 606/2018) সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের বলেছে :

● কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন (SWM Rules)-এর ২২ এবং ২৪ নম্বর সংস্থানের যেসব নির্দেশিকা কার্যকর হয়নি তা কার্যকর করতে হবে ৬ মাসের মধ্যে। একইভাবে জৈব এবং চিকিৎসা বর্জ্য এবং প্লাস্টিক বর্জ্য-এর বিষয়ে গ্রহণ করতে হবে ২৩ দফা পদক্ষেপ।

● রাজ্যের অন্তত তিনটি প্রধান ও তিনটি বড়ো শহর এবং অন্তত তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিদর্শ

(Model) হিসেবে ওয়েবসাইটে চিহ্নিত করতে হবে। পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে ওই শহর এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে পরিপূর্ণ-ভাবে কার্যকর করতে হবে সংশ্লিষ্ট আইন (এই কাজ করতে হবে রায় ঘোষণার ৬ মাসের মধ্যে)।

● বাকি শহর এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে পরিবেশ বিধি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করতে হবে (রায় ঘোষণার এক বছরের মধ্যে)।

● রাজ্যের মুখ্যসচিবদের এসংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে। প্রথম রিপোর্ট পেশ করার দিন ধার্য ছিল ২০১৯-এর পয়লা জুলাই।

● প্রতি মাসে অন্তত একবার জেলাশাসকদের সঙ্গে মুখ্যসচিব কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন।

● জেলাশাসক এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিষয়টিতে প্রশিক্ষিত করতে হবে।

● পরিবেশগত বিধি মানা হচ্ছে কিনা তা জেলাশাসকরা দু'সপ্তাহ অন্তর অন্তত একবার খতিয়ে দেখবেন।

● নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির কাজ বিশদে দেখতে হবে এবং বিচ্যুতি ঘটলে ৬ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

(গ) ১৭/৭/১৯-এ NGT (OA No. 519/2019, মূল আবেদন নম্বর 386/2019) দিল্লির তিনটি বর্জ্যভূমির (dumpsites) (গাজিপুর, ভালসাওয়া এবং ওখলা) জৈবখনন (Biomining)-এর নির্দেশ দেয়।

সমস্যাবলী

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইনের সুষ্ঠু রূপায়ণে সমস্যাগুলি হল :

(i) বহু ক্ষেত্রেই বর্জ্য উৎসে পৃথকীকরণ করা হয় না;

(ii) বর্জ্য সংগ্রহ এবং বহনের পরিকাঠামো অপ্রতুল;

(iii) বর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জমি বহুক্ষেত্রেই অমিল;

(iv) ঠিক আগের দু'টি সমস্যার (ii এবং iii) জন্য বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতা;

অত্যাধুনিক যন্ত্রচালিত স্থানান্তর কেন্দ্র

চিত্র : জৈবদূষণ রোধ—বিরাট পরিবর্তন—ইন্দোর

(v) নতুন এবং জমে থাকা বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবহারে আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সংস্থানের অপ্রতুলতা;

(vi) জমে থাকা বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা;

(vii) বেশিরভাগ রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট বিধি গ্রামাঞ্চলে কার্যকর না হওয়া; এবং

(viii) সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগে বিবিধ বাধা।

আগামী দিনের কর্তব্য

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইনাবলীর রূপায়ণে জমি, পরিকাঠামো এবং আর্থিক সংস্থানের অভাব বড়ো সমস্যা। এজন্য বর্জ্য থেকে যতদূর সম্ভব সম্পদ সংগ্রহ করে নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি হল :

(ক) সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে সচেতনতার প্রসার;

(খ) বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, বহণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য পুর এলাকাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে ইন্দোর, অম্বিকাপুর কিংবা পুনের মতো নিদর্শ শহরের উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে;

(গ) ছত্তিশগড়ের উদাহরণ অনুসরণ করে বর্জ্য স্থানান্তরকরণে পথে না হেঁটে প্রক্রিয়াকরণে জোর দেওয়া;

(ঘ) বর্জ্য থেকে সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে গবেষণার প্রসার;

(ঙ) প্রতিটি স্তরে দক্ষতা বাড়ানো;

(চ) রাজ্য এবং জেলা স্তরে যথার্থ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা;

(ছ) পুরসভাগুলির হাতে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া এবং বর্জ্য সংগ্রহ ও পৃথকীকরণে অসংগঠিত ক্ষেত্রকেও শামিল করা; এবং

(জ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং আদর্শ বিধি অনুসরণের জন্য পুরসভাগুলিকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।❑

স্বচ্ছ ভারত : সাফল্যের এক অধ্যায়

অক্ষয় রাউত

মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশত জন্মবর্ষে সবরমতীতে বাপুর আশ্রমের কাছে সরপঞ্চ ও স্বচ্ছাগ্রহীদের উদ্দেশে রাখা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব সাধারণ গ্রামবাসীদের দিয়েছেন। অত্যন্ত দ্রুত তিনি জাতির সামনে পরবর্তী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে দেন। সেটি হল ২০২২ সালের মধ্যে দেশকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। সুতরাং পরবর্তী পদক্ষেপটিও সময়নির্দিষ্ট এক মিশন। অর্থাৎ জন-আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

চলতি বছরের ২ অক্টোবর সন্ধ্যায়, সবরমতী নদীতীরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী যখন গ্রামীণ ভারতকে শৌচকর্মমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করলেন, তখন এক ইতিহাসের সূচনা হল। স্বাস্থ্যবিধানের প্রচার ও প্রসারে যে মানুষটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছেন, সেই মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে, শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে তাঁকেই উৎসর্গ করা হল এই সাফল্য। দেশের এই যে ৬৯৯-টি জেলা প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত ঘোষিত হল, এর প্রতিটিই স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর আওতায় পাঁচ বছর ধরে চলা নিরলস পরিশ্রম ও উদ্দীপনার প্রতীক। শুরুটা হয়েছিল ২০১৪ সালের অক্টোবরে, যখন দেশের মাত্র ৩৯ শতাংশ স্বাস্থ্যবিধির আওতায় ছিল। সেই সময়ে একটি নতুন মিশনের পক্ষে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। ৬০ কোটি মানুষকে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি পালনের অভ্যাস করিয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশন আজ বিশ্বের বৃহত্তম আচরণগত পরিবর্তনমূলক কর্মসূচি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ে তুলে সবাইকে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যবিধির আওতায় আনার লক্ষ্যে এক জন-আন্দোলন শুরুর যে ডাক ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন, তা এই রূপান্তরের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিল। মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়টি এর সঙ্গে সংযুক্ত করে নাগরিকদের বিবেকের কাছে প্রধানমন্ত্রী আবেদন জানানোয় এই কর্মসূচিতে আরও গতি আসে। সেই সময়ে সারা বিশ্বে প্রকাশ্য শৌচের অর্ধেকেরও বেশি হ'ত ভারতে। দেশের ভৌগোলিক বিশালতা, বৈচিত্র্য এবং আঞ্চলিক নানা সমস্যার নিরিখে কাজটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য ৬-এর আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব মানুষকে সুরক্ষিত স্বাস্থ্যবিধানের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এর সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করছিল ভারতের ওপর। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে স্বচ্ছ ভারত মিশন এক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকা নিয়েছে। এই মিশনের মাধ্যমে ভারত নির্ধারিত সময়সীমা ২০৩০-এর এক দশ আগেই সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য ৬ অর্জন করেছে। মাত্র ৫ বছরে স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় ১০ কোটির বেশি ব্যক্তিগত পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৬ লক্ষ গ্রাম, ৬৯৯-টি জেলা ও ৩৫-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে প্রকাশ্য শৌচমুক্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই সময়কালে দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে আসা ব্যক্তি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠানের অগণিত উদ্দীপনামূলক কাহিনী এই মিশনকে আরও গতিশীল করেছে। অনন্যতা ও উদ্ভাবনী শক্তির দিক থেকে প্রতিটি কাহিনীই অবিস্মরণীয়। কয়েকটির কথা বলি। ১৫ বছরের কিশোরী, স্কুল ছাত্রী লাবণ্য নিজের বাড়িতে শৌচাগারের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টা

[লেখক প্রাক্তন মহানির্দেশক (বিশেষ প্রকল্পসমূহ) স্বচ্ছ ভারত মিশন। ই-মেল : akshaykrout@gmail.com]

অনশন করেছে। তার অনমনীয় মানসিকতা এবং নজিরবিহীন প্রতিবাদ সেই গ্রামে একটা ছোটোখাটো বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। কর্ণাটকের টুমাকারুতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় লাবণ্যর বাড়িতে শৌচাগার তৈরি তো হয়েছেই, লাবণ্যর এই দৃষ্টান্ত গ্রামের অন্য পরিবারগুলিকেও উদ্বুদ্ধ করেছে নিজেদের বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণে। এর পরে লাবণ্য স্বচ্ছতা দূত হয়ে নিজের জেলাকে প্রকাশ্য শৌচমুক্ত করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ লাবণ্যর উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

পোষা ছাগল বেচে দিয়ে সেই অর্থে নিজের বাড়িতে শৌচাগার বানিয়েছেন ছত্তিশগড়ের ধামতারি জেলার কোঠাভারি গ্রামের বাসিন্দা, ১০৪ বছর বয়সী কুনওয়ার বাই। তাঁর এই অসামান্য উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেছেন। জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুর জেলার বাদালি গ্রামের ৮৭ বছর বয়সী রাখীর কাছে মজুরকে দেওয়ার মতো অর্থ ছিল না। তাই তিনি সম্পূর্ণ নিজের পরিশ্রমে, নিজের হাতে গ্রামে শৌচাগার বানিয়েছেন। বিহারের অনগ্রসর শ্রেণির মহিলা আমিনা খাতুন বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে নিজের বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তার এই উদ্যোগে আপ্লুত হয়ে একজন রাজমিস্ত্রী ও একজন মজুর বিনা পারিশ্রমিকে তাকে সাহায্য করেন। ভোজপুরা জেলায় ৬৫ বছর বয়সি দিনমজুর দিলীপ সিং মালব্য, বিনা পারিশ্রমিকে ১০০-টিরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তার মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ তাকে অভিনন্দন জানান।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রয়েছেন মহিলারা, তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের এই যাত্রায় বহু ক্ষেত্রে তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে মহিলারা স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে আসছেন, অন্যদের উৎসাহিত করছেন, এমনকী অনেক জায়গায় এক কদম এগিয়ে তাঁরা পুরুষশাসিত রাজমিস্ত্রীর কাজেও নিজেদের অস্তিত্বের ছাপ রাখতে চাইছেন। 'রানিমিস্ত্রী' নাম নিয়ে তারা শৌচাগার তৈরি করছেন, যাকে এখন দেশের অনেক জায়গায় 'ইজ্জত ঘর' নামেও ডাকা হচ্ছে। শিশুরা ও যুব সম্প্রদায়ও নিজেদের আচরণে পরিবর্তন আনছে, প্রচারাভিযানে যোগ দিচ্ছে, স্বেচ্ছায় স্বচ্ছতার জন্য শ্রমদান করছে। স্কুল পড়ুয়ারা অনেক জায়গায় পরিবর্তনের দূত হিসাবে দেখা দিয়েছে। 'আমার শৌচাগার চাই' বলে তারা যখন বায়না ধরছে, তখন বাবা-মা ও স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হচ্ছেন দ্রুততার সঙ্গে তার ব্যবস্থা করতে। শৌচাগার থাকা সত্ত্বেও কেউ দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত খোলা জায়গায় শৌচ করছে কিনা, সে বিষয়ে নজরদারিতেও শিশুদের জুড়ি মেলা ভার। তারা মহা উৎসাহে টর্চ আর বাঁশি নিয়ে সকালবেলা টহলে বেরিয়ে পড়ছে আর কাউকে পেলে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে শৌচাগারে।

তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগের যে বিপুল উদ্যোগ এই কর্মসূচির কেন্দ্রে রয়েছে, তার উল্লেখ না করলে স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্যের গল্প অসামপ্ত থেকে যাবে। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ স্বচ্ছাগ্রহী বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোষ্ঠী স্তরে স্বাস্থ্যবিধান পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমে 'দরওয়াজা বন্ধ', 'শৌচ সিং'-এর মতো প্রচারাভিযানগুলি সাধারণ মানুষের ভাবনাচিন্তা ও কল্পনার সঙ্গে মিশে গেছে। এছাড়া 'স্বচ্ছতা হি সেবা', 'সত্যাগ্রহ সে স্বচ্ছাগ্রহ', 'চলো চম্পারণ' এবং 'স্বচ্ছ শক্তি'-র মতো প্রচারগুলি সাধারণ মানুষের নজর কেড়ে স্বাস্থ্যবিধান পালনের ক্ষেত্রে সামাজিক চেতনা গড়ে তুলেছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এটি কেবল একটি সরকারি কর্মসূচি হয়ে না থেকে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কাজ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী বারবার এই বিষয়টির ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গত কয়েক বছরে নমামি গঙ্গে, স্বচ্ছ আইকনিক প্লেসেস, স্বচ্ছতা পাখওয়াড়া, স্বচ্ছতা অ্যাকশন প্ল্যানের মতো বিভিন্ন বিশেষ প্রকল্পে সরকারের সমস্ত বিভাগ তো বটেই, নাগরিক সমাজ ও কর্পোরেট সংস্থাগুলিও স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে তাদের অবদান রেখেছে। তরুণ কলেজ পড়ুয়ারা গরমের ছুটিতে, স্বচ্ছ ভারত শিক্ষানবিশ হিসাবে গ্রামে গ্রামে গিয়ে শ্রমদান করছেন বা সচেতনতার প্রসার ঘটাচ্ছেন, এমন উৎসাহব্যঞ্জক দৃশ্যও প্রায়শই চোখে পড়েছে।

গত তিন বছরে স্বচ্ছ ভারত মিশন থেকে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তা কেবল স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সুবিধাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন নাম করা প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষায় দেখা গেছে, এর প্রভাব পড়েছে স্বাস্থ্য, অর্থ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও। ইউনিসেফের পরিবেশ বিষয়ক এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ, যে সব গ্রাম প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত নয়, সেগুলির ভূগর্ভস্থ জলের উৎসে দূষণের আশঙ্কা ১১.২৫ গুণ, জমিতে দূষণের আশঙ্কা ১.১৩ গুণ, খাদ্যদ্রব্যে দূষণের আশঙ্কা ১.৪৮ গুণ এবং পানীয় জলে দূষণের আশঙ্কা ২.৬৮ গুণ বেশি। ২০১৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ভারত ২০১৯ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত হলে ৩ লক্ষেরও বেশি জীবন বাঁচানো সম্ভব। বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের ২০১৭ সালের সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত নয় এমন এলাকার শিশুদের মধ্যে আন্ত্রিক রোগের প্রকোপের হার ৪৪ শতাংশ বেশি। ২০১৭ সালের গোড়ায় ইউনিসেফের আর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত একটি গ্রামে প্রতিটি পরিবার বছরে চিকিৎসা খরচ বাবদ ৫০,০০০ টাকারও বেশি বাঁচায়, এছাড়া সময় নষ্ট ও প্রাণহানি তো এড়ানো যায়ই। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ২০১৭-'১৮ সালের লিঙ্গসাম্য সমীক্ষায় প্রকাশ, এক্ষেত্রে মহিলারা বাড়ির কাজ ও শিশু পরিচর্যায় ১০ শতাংশ সময় বাঁচাতে পারেন এবং শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ১.৫ শতাংশ বাড়ে। এইসব সমীক্ষা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট। স্বচ্ছ ভারত মিশন পরবর্তী পর্যায়ে নতুন স্বাস্থ্যবিধানের যুগে জীবনে সাম্যের এক নতুন ভোরের সূচনা হয়েছে। মাত্র ৬০ মাসে দেশে ৬০ কোটি মানুষের জন্য শৌচাগার বানানো সম্ভব হয়েছে। চলতি বছরের ২ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত দিবসে প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেছেন, স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত এইসব প্রয়াস

বিশেষভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে। এখন কেবল দেখার, এই উদ্যমে যেন ভাঁটা না পড়ে।

তেলেঙ্গানার পেড্ডাপাল্লি জেলা, স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কাজের বহুমাত্রিক প্রকৃতি তুলে ধরেছে। সম্প্রতি এই জেলা পরিচ্ছন্নতার জন্য শীর্ষ সম্মান পেয়েছে। এখানে কোনও খোলা নর্দমা নেই, প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব শৌচাগার রয়েছে, আছে বহু সাধারণ শৌচাগারও। এই গোষ্ঠী শৌচাগারগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রামে গ্রামে কমিটি রয়েছে। নর্দমায় যাতে কোনও প্লাস্টিক ও অন্যান্য জঞ্জাল না পড়ে, তা দেখার দায়িত্বও তাদের। জেলায় প্রতি সপ্তাহে স্বচ্ছ শুক্রবার পালন করা হয়। এদিন সকালে সব সরকারি কর্মী তাদের পদ ও অবস্থান নির্বিশেষে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলে সাফাইয়ের কাজে হাত লাগান, গাছের চারা রোপণ করেন, স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্মাণের কাজ খতিয়ে দেখেন। এই পেড্ডাপাল্লি মডেল, সারা দেশের গ্রামগুলির কাছে আদর্শ হতে পারে।

গুণগত মান ও সুস্থিতি বজায় রাখার গুরুত্ব বুঝে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর এবং জল শক্তি মন্ত্রক ১০ বছরের গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান নীতিকৌশলের সূচনা করেছে (২০১৯-'২৯)। এর মূল লক্ষ্য হল, স্বচ্ছ ভারত মিশন—গ্রামীণের সুবাদে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধান নিয়ে অভ্যাসগত যে পরিবর্তন এসেছে, তা ধরে রাখা। রাজ্য সরকারগুলি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর এই নীতিকৌশল স্থির করা হয়েছে। প্রকাশ্য শৌচমুক্ত হবার পর একটি এলাকায় সবাই যাতে শৌচাগার ব্যবহার করেন এবং প্রতিটি গ্রামে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকে, তার পরিকল্পনা কীভাবে করা যায়, সেই সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা, নীতি নির্ধারক, রূপায়ণকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতি দিশানির্দেশ রয়েছে এই নীতিকৌশলে। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে সামর্থ্য বৃদ্ধি, তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ ব্যবস্থার সংহতি সাধন এবং কলুষিত ও অকলুষিত

বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনার ওপর। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নিয়মিত শৌচাগার ব্যবহার নিশ্চিত করাতে হলে আগে জলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সেইজন্যই জল শক্তি মন্ত্রক জল জীবন মিশনের সূচনা করেছে, যার লক্ষ্য ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়া। স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এই প্রয়াস খুবই কাজে লাগবে।

মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশত জন্মবর্ষে সবরমতীতে বাপুর আশ্রমের কাছে সরপঞ্চ ও স্বচ্ছাগ্রহীদের উদ্দেশে রাখা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব সাধারণ গ্রামবাসীদের দিয়েছেন। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেই এই মিশন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জন-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে. তবে একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারতের সাফল্যকে ধরে রেখে একে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সবার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত দ্রুত তিনি জাতির সামনে পরবর্তী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে দেন। সেটি হল ২০২২ সালের মধ্যে দেশকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। সুতরাং পরবর্তী পদক্ষেপটিও সময়নির্দিষ্ট এক মিশন। অর্থাৎ জন-আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

অতি সম্প্রতি, একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বৈঠকের জন্য প্রধানমন্ত্রী মামাল্লাপুরমে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রাতঃভ্রমণের সময়ে তিনি সমুদ্রতীর থেকে প্লাস্টিক ও অন্যান্য আবর্জনা তোলার পর ট্যুইটবার্তায় বলেন, ''সর্বসাধারণের জায়গাগুলি পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার। আসুন, আমরা তা পালন করি। আমরা যাতে সুস্থসবল থাকতে পারি, তা সুনিশ্চিত করি।'' আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিষয়টিকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে এবং ১৩০ কোটি মানুষের দেশে স্বাস্থ্যবিধান, স্বাস্থ্য ও শারীরিক সক্ষমতাকে কীভাবে সার্বিকতার নিরিখে একসূত্রে বাঁধার প্রয়াস চালানো হচ্ছে, এই বক্তব্য তারই নিদর্শন। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আরও বহু পথ যে পেরোতে হবে, এই বক্তব্য তারও ইঙ্গিত দিচ্ছে।❑

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

দিল্লি মেট্রো : পরিচ্ছন্নতার এক নয়া দৃষ্টান্ত

অনুজ দয়াল

৩৭৭ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে দিল্লি মেট্রো নেটওয়ার্ক। এই বিশাল নেটওয়ার্ক জুড়ে রয়েছে ২৭৪-টি মেট্রো স্টেশন। দৈনিক ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মেট্রোতে সফর করেন। দৈনিক ৩২০-টিরও বেশি ট্রেন যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা বজায় রাখাটা সোজা ব্যাপার নয়।

যে গণপরিবহণ ব্যবস্থায় দৈনিক গড়ে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ যাতায়াত করেন সেখানে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখাটা প্রধান চ্যালেঞ্জ। মেট্রো রেল চত্বরে দীর্ঘস্থায়ীভাবে বিশ্বমানের স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার এক মডেল গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (DMRC)। গত দু'দশকে এই লক্ষ্যে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার কার্যকারিতার কথাই আলোচনা করা হবে এই নিবন্ধে।

৩৭৭ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে দিল্লি মেট্রো নেটওয়ার্ক। এই বিশাল নেটওয়ার্ক জুড়ে রয়েছে ২৭৪-টি মেট্রো স্টেশন (এর মধ্যে নয়ডা-গ্রেটার নয়ডা মেট্রো করিডোরও রয়েছে)। দৈনিক ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মেট্রোতে সফর করেন। এ থেকে বোঝা যায় কী বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে এখানে। দৈনিক ৩২০-টিরও বেশি ট্রেন যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা বজায় রাখাটা সোজা ব্যাপার নয়। দিল্লি মেট্রোর কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সমান্তরাল দু'টি শাখা রয়েছে, যথা, প্রকল্প শাখা (প্রজেক্ট উইং) এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা (অপারেশনস অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স উইং)। দিল্লি মেট্রোর নির্মাণ সংক্রান্ত দিকটি দেখভাল করে প্রকল্প শাখা এবং দৈনন্দিন ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনা ও নিরবচ্ছিন্ন মেট্রো পরিষেবা বজায় রাখার দায়িত্ব পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার।

যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য দিল্লি মেট্রো নেটওয়ার্কের প্রতিটি স্টেশনে শৌচালয় রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় থেকে স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনার মধ্যেই শৌচালয় তৈরির সংস্থান রয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে সমস্ত স্টেশনের পেইড এরিয়ায় শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং ট্রেনের ভেতর ও স্টেশনে যন্ত্রচালিত সাফাই ব্যবস্থা রয়েছে। যে সমস্ত স্থানে মেট্রোর নির্মাণ কাজ চলেছে, সেখানে শ্রমিকদের জন্যও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মস্থলে যাতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকে সেজন্য নির্মাণস্থলগুলিতে নিয়মিত সাফাই অভিযান চলে।

প্রকল্প শাখা

DMRC-এর সামগ্রিক কাজকর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল নির্মাণকার্য। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে মেট্রো পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে DMRC। প্রথম পর্যায়ে ২০০৫ সালে দিল্লি মেট্রোর ৬৫ কিলোমিটার পথ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১২৫

[লেখক দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা। ই-মেল : anujedcc@dmrc.org]

কিলোমিটার বিস্তৃত রেলপথ চালু হয়ে যায়। তৃতীয় পর্যায়ে দিল্লি মেট্রোর ১৬০ কিলোমিটার পথের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়।

জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (NCR) জুড়েই মেট্রো পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। গত কুড়ি বছর ধরে এই প্রকল্পে হাজার হাজার নির্মাণ কর্মী কাজ পেয়েছেন। শ্রম আইনের বিধানগুলি মেনে চলা হচ্ছে কিনা এবং সরকারের নির্দেশমতো বিভিন্ন সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিদর্শন চালানো হয়। এই বিষয়গুলির ওপর যাতে যথাযথ নজর দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করতে ঠিকাদারদের নিয়ে নিয়মিত কর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়।

নির্মাণস্থলগুলিতে বহু কর্মী ও শ্রমিক কাজ করেন। তাই তাদের জন্য, যথাযথ স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করাটা আশু প্রয়োজন। এদেশের বহু জায়গাতেই দেখা যায় যে নির্মাণস্থলগুলিতে স্যানিটেশনের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। এর ফলে শ্রমিকরা খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করতে বাধ্য হয়। এটা দৃষ্টিকটু তো বটেই সেইসঙ্গে এই অভ্যেস স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। এই সমস্যা দূর করতে DMRC প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রত্যেক নির্মাণস্থলে যাতে শৌচালয় থাকে ঠিকাদারদের তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। যথাযথভাবে এই শৌচালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং এই শৌচালয়গুলিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে জল সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারের বেঁধে দেওয়া এই নিয়মগুলি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিদর্শনেরও আয়োজন করা হয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার পাশাপাশি, বিভিন্ন কর্মশিবির ও পথনাটিকার মাধ্যমে বা প্রচারপত্র বিলি করে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যেস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রমিকদেরও সচেতন করা হচ্ছে। যেমন, প্রতিবছর জুন-জুলাই মাস নাগাদ মশার বংশবিস্তারের সময় নির্মাণস্থলে জল জমে থাকলে তার বিপদগুলি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবহিত করতে প্রচারপত্র বিলি করা হয় ও ব্যানার টাঙানো হচ্ছে।

এর পাশাপাশি, নির্মাণস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করতে নির্মাণস্থলের চারদিকের ব্যারিকেডের ওপর বিভিন্ন ছবি আঁকা হয়েছে। এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ও ধারাবাহিক নজরদারির ফলে ১৯৯৮ সাল থেকে মেট্রোর কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে নির্মাণস্থলগুলিতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ নেই।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা

যাত্রীরা যতক্ষণ DMRC নেটওয়ার্ক চত্বরে থাকবেন ততক্ষণ তাদের জন্য নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার যে কতটা প্রয়োজন তা বোঝে দিল্লি মেট্রো। গোটা নেটওয়ার্ক জুড়ে DMRC স্যানিটেশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছে। দিল্লি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল জুড়ে ২৭৪-টি স্টেশনেই শৌচালয়ের ব্যবস্থা করেছে DMRC, যে ঘটনা প্রায় বিরল। বিশ্বের কোনও শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় এই বিশাল সংখ্যায় শৌচালয় বোধহয় নেই। যাত্রীরা যেখান থেকে মেট্রোতে উঠবেন তার কাছেই যাতে শৌচালয়ের সুবিধা থাকে সেজন্য তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় সমস্ত স্টেশনের পেইড এরিয়ায় শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার আগে যে স্টেশনগুলি নির্মিত হয়েছে সেখানে যেভাবে স্থান সঙ্কুলান হয়েছে সেভাবেই শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য স্টেশন চত্বরের মধ্যেও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই শৌচালয়গুলি যাতে প্রবীণ নাগরিক, শিশু ও প্রতিবন্ধী যাত্রীরাও সহজে ব্যবহার করতে পারে সেদিকেও নজর রেখেছে দিল্লি মেট্রো। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে সহজে ও বিনা অসুবিধায় এই শৌচালয় ব্যবহার করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশিকা মেনে চলেছে DMRC।

শৌচালয় নির্মাণ, মেট্রোর কাজেরই একটা অঙ্গ। শৌচালয়ের একটা কাঠামো নির্মাণ করাই এখানে যথেষ্ট নয়, সেগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণেরও প্রয়োজন। এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সুলভ ইন্টারন্যাশনাল, এম/এস সিভিক ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি অসরকারি সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে, শৌচালয়গুলির ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে এবং এগুলিতে পর্যাপ্ত জলের জোগানও থাকছে। এছাড়াও, কোনও কোনও স্টেশন চত্বরের বাইরেও জনসাধারণের ব্যবহার্য শৌচালয়ের ব্যবস্থা

করেছে দিল্লি মেট্রো যাতে মেট্রোর যাত্রী ছাড়াও অন্যান্যরাও এগুলি ব্যবহার করতে পারে। স্টেশনের মধ্যে DMRC-এর কর্মীদের জন্য যে শৌচালয় রয়েছে সেগুলিও জরুরি দরকারে সাধারণ যাত্রীরা ব্যবহার করতে পারেন।

স্টেশন চত্বরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাফসুতরো রাখাটাও স্যানিটেশন ব্যবস্থার খুব জরুরি একটা অঙ্গ। স্টেশন চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে দিল্লি মেট্রো। বিশ্বের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন পরিবহণ ব্যবস্থাগুলির অন্যতম হল দিল্লি মেট্রো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার মাপকাঠি অনুযায়ী সাফাই ও তত্ত্বাবধানের উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাজের জন্য সমস্ত স্টেশন ম্যানেজারকে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে থাকে DMRC।

যন্ত্রচালিত সাফাই ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান কার্যের সুবিধার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেছে DMRC। এই যন্ত্রের সাহায্যে ২৪ ঘণ্টা ধরে স্টেশন চত্বরকে পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে। স্টেশন চত্বর বা মেইনটেন্যান্স ডিপোতে সাফাই দলের একজন দলনেতা ও তত্ত্বাবধায়ককে নিয়োগ করা হয়েছে। বিশেষ কিছু সংস্থা এদের প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

এর পাশাপাশি, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও তত্ত্বাবধানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক ও এই সংক্রান্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলি সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য সমস্ত স্টেশন ম্যানেজারদের নিয়ে বিশেষ কর্মশিবিরের আয়োজন করে থাকে DMRC। সেইসঙ্গে, রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ডিপো ইনচার্জ ও পরিচালন বিভাগের অন্যান্য কর্মীদেরও এবিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রি-এজেন্ট, রাসায়নিকের পাশাপাশি তত্ত্বাবধানের কাজে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মীর জোগান নিশ্চিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে, শ্রম আইন অনুযায়ী

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি তথা তাদের কর্মচারী ভবিষ্যনিধি (ইপিএফ) ও ইএসআই-এর অর্থ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। DMRC নেটওয়ার্কে সাফাই ও তত্ত্বাবধান কার্যের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল :

(১) **যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে যন্ত্রচালিত সাফাই ব্যবস্থা :** বর্তমানে যে যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে তার পাশাপাশি বিদ্যুৎচালিত স্ক্রাবার ড্রায়ার, ব্যাক প্যাক ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো অত্যাধুনিক সরঞ্জামও কাজে লাগানো হচ্ছে,

(২) সাফাইয়ের কাজে যাতে ধুলো না ওড়ে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে,

(৩) বায়ো-ডিগ্রেডেবল (অর্থাৎ যে পদার্থ মাটিতে মিশে যায়) ব্যাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বর্জ্য পদার্থ ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং

(৪) সাফাইয়ের কাজে পরিবেশ-বান্ধব রাসায়নিক ও রি-এজেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।

উপরোক্ত উদ্যোগগুলি ছাড়াও স্টেশনগুলিতে নামমাত্র মূল্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে DMRC। যাত্রীদের সঙ্গে যদি জলের পাত্র/বোতল না থাকে তাহলে শুধুমাত্র পুনঃপ্রক্রিয়াকরণযোগ্য কাগজের কাপের জন্যই মূল্য নেওয়া হয়। কিছু কিছু স্টেশনে আর. ও. প্ল্যান্টও বসিয়েছে DMRC যাতে অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার জল পরিস্রুত ও পুনঃব্যবহারযোগ্য করে স্মার্ট ওয়াটার এটিএম-গুলির মাধ্যমে বিতরণ করা যায়। এই কাজে বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে DMRC।

বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ ও পরিচালনের ক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতি ব্যবহারের সংকল্প করেছে দিল্লি মেট্রো। ভারত সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব নেটওয়ার্ক জুড়ে শুধু একবার ব্যবহারের উপযোগী প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে DMRC। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি ঠেকাতে দূষণহীন প্রযুক্তি ব্যবহারেও আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। মেট্রোর বিভিন্ন কাজকর্মে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমাতে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় স্টেশনগুলিকে পরিবেশ-বান্ধব হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই স্টেশনগুলিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ কমানো তথা শক্তি সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। সেইসঙ্গে থাকবে জল সংরক্ষণ ও বর্জ্য অপসারণের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা।❑

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল : এক দূরদর্শী নেতা

আই. জে. প্যাটেল

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় সর্দার প্যাটেল যদি উপ-প্রধানমন্ত্রী না হতেন তা হলে এদেশের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হ'ত। নিজের ভাগ্য নিজেই গড়েছিলেন। তাঁর নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে দেশের ভবিষ্যতও মিলেমিশে গিয়েছিল। যেভাবে তিনি স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনি হয়েই বেঁচে থাকবে।

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় সর্দার প্যাটেল যদি উপ-প্রধানমন্ত্রী না হতেন তা হলে এদেশের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হ'ত। এক অভিনব উপায়ে এই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তিনি। ছিলেন অকুতোভয়। ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কারও প্রতি বিদ্বেষ বা কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব তার ছিল না। ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় মানুষদের একজন যারা জানতেন তারা ঠিক কী চান আর কীভাবে তা অর্জন করতে হবে। মানুষের চরিত্র, মানব মনের বিচিত্রগতি, তাদের দুর্বলতা খুব ভালো করে বুঝতেন। আর এই জ্ঞান দিয়েই অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন তিনি। তিনি যে কৌশল নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ৫৫০-টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন, তা দেখে তার চরম নিন্দুকেরাও অবাক না হয়ে পারেননি। মোটামুটি এক বছরের মধ্যেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে এনে এদেশের মানচিত্রকে নতুনভাবে এঁকেছিলেন। জন্ম দিয়েছিলেন এক নতুন রাজনৈতিক ধারার, যার সারকথাই হল ঐক্য। এদেশে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সম্প্রীতির ঐতিহ্য তো আগে থেকেই ছিল। এখন তার সঙ্গে যোগ হল রাজনৈতিক ঐক্য। এর বাইরে সর্দার প্যাটেল যদি আর কোনও কাজ নাও করতেন তা হলেও শুধু এই কৃতিত্বের জন্যই ভারতের ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত; যা দেখে আগামী প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হ'ত। তিনি দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে তাদের রাজ্যপাট কেড়ে নিয়েছিলেন, সারাজীবন ধরে তাদের তীব্র সমালোচনা করে গেছেন, কিন্তু এই রাজারা তার বিরুদ্ধে কোনও অন্যায় বা অবিচারের অভিযোগ করেননি। বরং সর্দার প্যাটেল তার আচার-ব্যবহারে, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে যে উদারতা দেখিয়েছিলেন দেশীয় রাজারা একবাক্যে তার প্রশংসা করেছেন। ছোটো বা বড়ো, সব দেশীয় রাজ্যের প্রতি তিনি সমান আচরণ করেছেন, সবাইকে তিনি সমান মর্যাদা দিয়েছেন। একদিন যারা তার সমালোচনায় মুখর ছিল তারাও সর্দার প্যাটেলের মহানুভবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তার চরম নিন্দুকেরাও তার একান্ত অনুগামী হয়ে উঠেছেন।

তার জীবনের আরও অনেক দিক রয়েছে, যা মানুষকে প্রেরণা দেয়। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে রাস্তায় নেমে নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। আইন ব্যবসার প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ ও যশের মোহ ত্যাগ করে তিনি যেভাবে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে

[লেখক গুজরাটের বিদ্যানগরে অবস্থিত সর্দার প্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। শ্রী আই. জি. প্যাটেলের লেখা 'বিল্ডার্স অব মডার্ন ইন্ডিয়া—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল' (প্রকাশন বিভাগ, ১৯৮৫)-এর নির্বাচিত অংশ।]

পারে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান। এই সততা আর নিষ্ঠা, আর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে পাখির চোখ করে তিনি যেভাবে বরদৌলি, রাস ও অন্যান্য জায়গার কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তার কোনও তুলনা নেই। কোন লক্ষ্য নিয়ে দেশ এগিয়ে যাবে তা তিনি স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন। কৃষক পরিবারের সন্তান হয়ে সবসময় বাস্তবের মাটিতে পা রেখেই চলেছেন। যেকোনও সমস্যার গভীরে ঢুকে তার কারণগুলি খুঁজে নেওয়ার অসামান্য দক্ষতা ছিল তার। এভাবেই দেশের সমস্যাগুলি বুঝেছেন, তার সমাধানের পথ বাতলেছেন। তার ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি। চিন্তাশক্তি ছিল শানিত, কাজের পদ্ধতি ছিল জটিলতাহীন।

সমাজসেবায় যে কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছিলেন তা থেকেই তার চরিত্রের গঠনমূলক দিকটি ফুটে ওঠে। আমেদাবাদ পুরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে বা হরিজনদের সেবায় নিয়োজিত একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে বা দরিদ্র শিশুদের জন্য স্থাপিত বিভিন্ন আশ্রম বা বিদ্যালয়গুলির পরিচালনায় যে ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন, তা আজকের দিনেও সবার সমীহ আদায় করে নেয়। ছিলেন নীরব কর্মী। অযথা বাগাড়ম্বর না করে শুধু দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সব কাজে এগিয়ে যেতেন। আমেদাবাদের বন্যার সময় দিনরাত্রি এককরে, জলকাদা ভেঙে দুর্গত মানুষের সেবায় কাজ করে গেছেন। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন প্রশাসনেরও একটা মানবিক মুখ রয়েছে। ত্রাণকার্যেও বিপুল অর্থের অপচয় করেননি। মিতব্যয়ী হয়েও যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা যায় তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কৃষক পরিবারের সন্তান হিসেবে জানতেন কীভাবে মিতব্যয়ী হতে হয়। শুধু আমেদাবাদই নয়, বরং সারা রাজ্যজুড়ে তিনি যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছিলেন তাতে অর্থের অপচয় হয়নি বললেই চলে। হরিজনদের জন্য তৈরি বিদ্যালয় ও আশ্রমগুলি যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন তা আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৩৪ সালে হরিজনদের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়েছিল গান্ধীজীর। সর্দার প্যাটেল সেই অর্থ সংগ্রহ করে দেন। সর্দার প্যাটেলের চরিত্রের এই মহানুভবতার দিকটির ওপর খুব কমই আলোকপাত করা হয়। অথচ এটা করার দরকার ছিল। গঠনমূলক কাজে তিনি ছিলেন অনন্য। এইদিক থেকে তিনি অন্য অনেকের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। আমেদাবাদ তথা গুজরাটের পৌর বিষয়গুলিতে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি যে আজও গুজরাটে যখন কোনও মনুষ্যসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, তখনই একটি ত্রাণ কমিটি বিপর্যয় মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। সর্দার প্যাটেলের মতো অদম্য মানসিকতা নিয়ে মানুষের সেবায় এক কমিটি তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পরেও কাজ করে গেছে। এ সবই সর্দার প্যাটেলের দূরদর্শিতার ফল।

তাঁর সততা, নিষ্ঠার কথা প্রায়ই ভুলে যাই। কোনও পিতা তার মৃত্যুর সময় নিজের ছেলেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন, এমনটা কি এই দুনিয়ার কেউ ভাবতে পারবেন? কিন্তু তিনি তা করে দেখিয়েছিলেন। যখন জানতে পারলেন যে তার ছেলে তারই নাম করে অনেকের কাছ থেকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে, তখনই মনস্থির করে নিয়েছিলেন। বম্বেতে জীবনের শেষ দিনগুলোতেও ছেলের কাছে থাকেননি। এক বন্ধুর বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একজন মানুষের সততার এর চেয়ে বড়ো নিদর্শন আর কী হতে পারে? তাঁর কাছে আত্মত্যাগ, সততা, লক্ষ্যে পৌঁছনোর দৃঢ়তা, সৎ পথে লক্ষ্যে পৌঁছনোর মানসিকতাই ছিল মূলকথা। চাইতেন সকলেই এই আদর্শগুলি মেনে চলুক।

সামনে যে সমস্যাই এসেছে কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তার সমাধান করেছেন তিনি। পাখির চোখের মতো বিভিন্ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমস্ত সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন। সফল হয়েছেন, কিন্তু কখনও আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগেননি। একজন রাজনীতিবিদের দায়িত্বটা বুঝতেন। বুঝতেন যে দেশের স্বাধীনতা এক জিনিস এবং দেশকে বিকাশ ও উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়াটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। আমাদের লক্ষ্য যাই হোক না কেন বাস্তবের মাটিতে আমাদের পা রেখে চলতে হবে। বুঝেছিলেন দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে যাতে উন্নয়নের সুফল পৌঁছয় তা নিশ্চিত করতে দেশের সমস্ত পরিষেবাকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতে হবে। একটি ইস্পাত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তিনি নতুন ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পূর্বতন আইসিএস অফিসাররাই ছিলেন তাঁর এই কাঠামো। এই অফিসাররাও দেশের হয়ে কাজ করার জন্য তাঁর সব ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

নিজের ভাগ্য নিজেই গড়েছিলেন। তাঁর নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে দেশের ভবিষ্যতও মিলেমিশে গিয়েছিল। যেভাবে তিনি স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনি হয়েই বেঁচে থাকবে।❑

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস

সর্দার প্যাটেল রাষ্ট্রীয় একতা পুরস্কার

ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য অনুপ্রেরণা ও উল্লেখনীয় অবদানের জন্য

সামনের দিকে

উলটো পিঠে

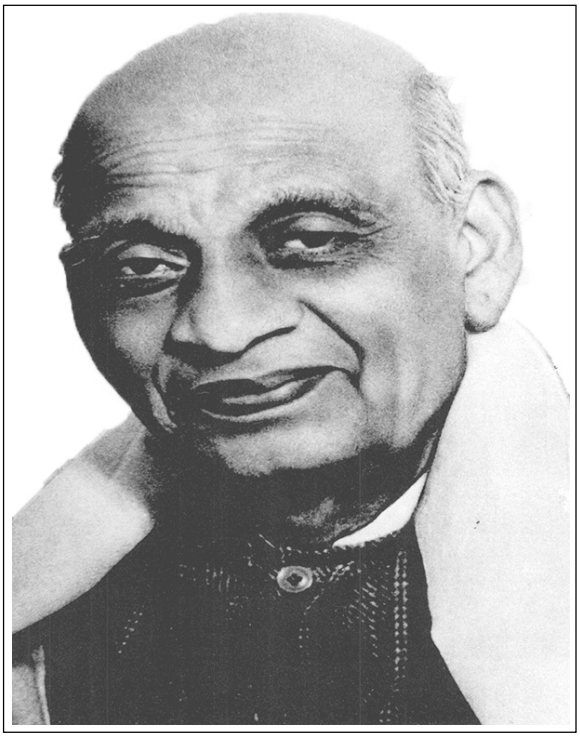

ভারত সরকার দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখায় অনুপ্রেরণা ও উল্লেখনীয় অবদানের জন্য, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নামে, সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান অধিষ্ঠিত করেছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রক 'সর্দার প্যাটেল রাষ্ট্রীয় একতা পুরস্কার' প্রতিষ্ঠা করার কথা জানাতে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা টিঁকিয়ে রাখার তাগিদে অনুপ্রেরণা জোগানো ও উল্লেখনীয় অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া তথা এক শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের তাৎপর্যের পুনরাবৃত্তি করা এই পুরস্কারের প্রধান লক্ষ্য। সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী, অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষ্যে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করার কথা।

পদ্ম সম্মানের জন্য আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেই বিজেতার হাতে সনদ তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি।

পুরস্কারের নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত তিন-চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও আছেন মন্ত্রিসভার সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, রাষ্ট্রপতির সচিব ও গৃহ মন্ত্রকের সচিব।

পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে একটি মেডেল ও শংসাপত্র। কোনও নগদ পুরস্কার বা আর্থিক অনুদান নেই। ফি বছর সর্বোচ্চ তিনটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। বিরল তথা অসাধারণ কৃতিত্ব ছাড়া কাউকে মরণোত্তর এই সম্মান দেওয়া হবে না।

মনোনয়ন প্রক্রিয়া চলবে প্রতি বছর। আবেদন জমা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রক একটি আলাদা ওয়েবসাইট গড়ে তুলেছে—www.nationalunityawards.mha.gov.in। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্মস্থান, বয়স, পেশা নির্বিশেষে যেকোনও নাগরিক তথা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এই সম্মান পাওয়ার সুযোগ পাবে।

ভারতের যেকোনও নাগরিক বা ভারতভিত্তিক যেকোনও প্রতিষ্ঠান/সংস্থা মনোনয়ন জমা করতে পারে। কোনও ব্যক্তি চাইলে নিজের মনোনয়ন নিজেও জমা দিতে পারেন। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলিও মনোনীত করতে পারে।❑

(সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো)

জনগণের জন্য, জনগণের নীতি

পরমেশ্বরণ আইয়ার

চারটি ইংরাজি শব্দবন্ধ, যার আদ্যাক্ষর 'p'; "Political leadership" (অর্থাৎ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব), "public financing" (অর্থাৎ, সরকারি অর্থলগ্নী), "partnership" (অর্থাৎ, অংশীদারিত্ব) এবং "peoples' participation" (আমজনতার অংশগ্রহণ)। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ নামক কর্মসূচিকে সাফল্যের দিশা দেখায় মূলত এই চার রণকৌশল। পাশাপাশি যথাযথ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, এই মিশনের সুদক্ষ রূপায়ণ সম্ভবপর করে তোলে। তরুণ পেশাদার ও অভিজ্ঞ তথা একনিষ্ঠ আমলাদের এক অনন্য মিলিত বাহিনী এই কর্মসূচি পরিচালনা ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। মিশনে শামিল প্রত্যেকটি মানুষই ছিলেন লক্ষ্যপূরণে স্থিরসংকল্প।

চলতি বছরের ২ অক্টোবর সূচনা হয় জাতির জনক, মহাত্মা গান্ধীর সার্ধ শততম জন্মবর্ষের। এক কৃতজ্ঞ জাতি হিসাবে দেশবাসী মহাত্মার ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে উপহার দেয় উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রীতিমুক্ত (Open Defecation Free বা ODF) ভারত। সুতরাং, কীভাবে জনগণকে শামিল করে খোল-নলচে বদলে ফেলার মতো চূড়ান্ত রূপান্তরিত এক বিশ্বমানের বিকাশের উদাহরণ হয়ে উঠল ''স্বচ্ছ ভারত মিশন'' নামক কর্মসূচিটি; তা বিশ্লেষণ করে দেখার এটাই উপযুক্ত সময়।

মহাত্মা গান্ধী এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে একজন মানুষও উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করতে বাধ্য হওয়ার মতো কলঙ্ক বয়ে বেড়াবেন না। পাঁচ বছর আগেও গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারতেই প্রকাশ্যে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের ঘটনার হার ছিল সর্বাধিক। সেই পরিস্থিতি থেকে, বিগত পাঁচ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় ভারত আজ চূড়ান্ত পরিবর্তনের সাক্ষ্য রেখে গোটা দুনিয়ার মধ্যে স্বাস্থ্যবিধান বা স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। জাতির জনকের ১৫০তম জন্ম জয়ন্তীতে জাতির পক্ষ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করার মতো উপযুক্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য আর কি বা হতে পারত?

আমাদের দেশের তৃণমূল স্তরের মানুষজনের প্রকৃত প্রয়োজন কী, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী; তাই উদ্যোগী হন দেশে এক স্যানিটেশন বিপ্লব ঘটাতে। তার অনুপ্রেরণাদায়ী নেতৃত্বের সূত্রেই যে আজ আমরা এই সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছি, তা আজ আর কারও অজানা নয়। গোটা বিশ্ব আজ তার এই অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার সাম্প্রতিকতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে প্রধানমন্ত্রী ''গ্লোবাল গোলকিপারস অ্যাওয়ার্ড''-এ ভূষিত হন। ভারতের উন্নয়ন অ্যাজেন্ডার শীর্ষ তথা কেন্দ্রে স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধানকে ঠাঁই দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, এই পুরস্কার প্রাপ্তি তাকে যথার্থ বলে প্রমাণ করে।

প্রকল্প রূপায়ণ পর্বের দীর্ঘ পাঁচ বছরের সময়সীমা অন্তে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ টিম ভারতে স্যানিটেশন বিপ্লবের পিছনে চারটি মূল স্তম্ভকে চিহ্নিত করেছে। বিশ্বে যেকোনও সুবিশাল মাপের পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে মোটের উপর এগুলিই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। জল শক্তি মন্ত্রকের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর সম্প্রতি 'The Swachh Bharat Revolution' শীর্ষক এক রচনা সংকলন প্রকাশ করেছেন। এই সংকলন গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে উক্ত ফ্যাগ্‌শিপ প্রোগ্রামের রূপায়ণ পর্বকালীন সফরের

[লেখক সচিব, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যনিবধান দপ্তর, জল শক্তি মন্ত্রক, ভারত সরকার।। ই-মেল : param.iyer@gov.in]

কাহিনি। বইটিতে উল্লেখিত 4P কাঠামোর বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

প্রথম স্তম্ভটি হল রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বিনা তর্কে সকলেই একথা মেনে নেবেন যে, স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের দৌলতে দেশে আমূল পরিবর্তনের মূল হোতা হলেন প্রধানমন্ত্রী। এই মিশনে তিনি নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পুঁজি বিনিয়োগ করেন। তার এই সামনের সারিতে এসে নেতৃত্বদান এবং দায়বদ্ধতা দেখানোয় বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উপর বিপুল ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। কাজেই নিজ নিজ রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথেই হাঁটেন তারা। মুখ্যমন্ত্রীদের সক্রিয় উৎসাহের গভীর ছাপ পড়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবদের এবং সেই সূত্র ধরে জেলাশাসকদের উপর। উৎসাহের এক জোয়ার আসে প্রশাসনের প্রতিটি ধাপে। আরও নিজের দিকে তা গড়িয়ে নামে সরপঞ্চ বা পঞ্চায়েত প্রধানদের মধ্যে। মিশনের দৌলতে দেশে এই সুবিশাল মাপের ভোলবদলের পিছনে মুখ্য অণুঘটকের ভূমিকা নেন এই সর্বস্তরের নেতৃবর্গ।

দ্বিতীয় স্তম্ভটি হল সরকারের তরফে বিপুল অর্থলগ্নি। কোনও সুবিশাল মাপের ভোলবদল কখনই সম্ভবপর নয় যদি না তার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে তহবিল সংস্থানের অ্যাজেন্ডা থাকে। দেশজুড়ে সর্বজনীন স্তরে শৌচ ব্যবস্থার নাগাল সুনিশ্চিত করতে এক লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ের অঙ্গীকার করা হয়। বাজেট সংস্থানের দোসর হয়ে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছায় বিষয়টিও। দেশে যে দশ কোটি পরিবারকে শৌচালয় তৈরি করে দেওয়া হয় তার মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশই সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাপকাঠির নিরিখে সমাজের দুর্বলতর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে শৌচালয় নির্মাণ ও তা যথাবিধি ব্যবহারের জন্য আর্থিক প্রোৎসাহন দেওয়া হয়।

তৃতীয় স্তম্ভটি হল অংশীদারিত্ব। স্বচ্ছ ভারত-গ্রামীণ কর্মসূচি, প্রকল্পের রূপায়ণকারী এবং প্রভাব বিস্তারকারী, এই উভয় পক্ষের সঙ্গে এক মেলবন্ধন গড়ে তোলে। এর মধ্যে পড়ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা, গণমাধ্যম গোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, নামজাদা ব্যক্তিত্ব তথা ভারত সরকারের যাবতীয় দপ্তর ও মন্ত্রক। শেষোক্ত পক্ষ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রসমূহে স্যানিটেশনের খাতে অতিরিক্ত ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ের অঙ্গীকার করে। এই সর্বস্তরের এক সামগ্রিক নাছোড় প্রচেষ্টা স্যানিটেশনকে একের নয়, দশের দায় তথা দায়বদ্ধতার রূপ দিয়েছে, জাতীয় সচেতনতার মূলস্রোতে একে শামিল করতে সহায়কের ভূমিকা নিয়েছে।

আর চতুর্থ স্তম্ভটি ছিল সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ পাঁচ লক্ষেরও বেশি

স্বচ্ছাগ্রহীকে প্রশিক্ষিত করে তোলে, যারা কিনা তৃণমূল স্তরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে দেশের প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে মানুষকে কু-অভ্যাসের দাসত্বমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। নিতান্ত সাধারণ আটপৌরে মানুষজনও এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন; অন্যান্যদের যথাবিধি শৌচালয় ব্যবহারের অনুপ্রাণিত করে। দেশের প্রতিটি আনাচকানাচ থেকে স্যানিটেশন চ্যাম্পিয়নদের সাফল্য গাঁথা উঠে এসেছে। এক সুবিশাল মাপের ভোলবদল যথার্থ সফল হয়ে ওঠে তখনই যখন তা মানুষের কল্পনাশক্তিকে আত্মস্থ করে এক জন-আন্দোলনে পরিণত হয়।

উল্লিখিত চারটি মূল স্তম্ভ স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের রণকৌশলগত ফোকাস স্থির করে দেয়। অন্যদিকে, প্রশাসনিক স্তরে দৃঢ়সংকল্প অকুস্থলে সুষ্ঠু রূপায়ণের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। মূলত এই ব্যাপারটি অনুপস্থিতির সূত্রেই ভারতে এর আগে বিভিন্ন বৃহৎ প্রকল্পকে আমরা মুখ থুবড়ে পড়তে দেখেছি। এক্ষেত্রে সূচনাতেই প্রধানমন্ত্রী এক টার্গেট নির্দিষ্ট করে দেন। যেকোনও মূল্যে ২০১৯-এর ২ অক্টোবরের মধ্যে মিশন পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখেন তিনি। ফলত, সূচনালগ্নেই দ্রুত সাফল্য লাভের দায়বদ্ধতার তাগিদ চারিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে। এই যে কর্মকাণ্ড সাঙ্গ করার সুনির্দিষ্ট সময়সীমাকে অগ্রাধিকারের ব্যাপারটি সামনে রাখা হয় তা সম্ভাবনাসমূহকে খতিয়ে দেখতে নিজেদের কল্পানাশক্তিকে পল্লবিত করতে অনুপ্রাণিত করে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের টিমটা; নচেৎ তারা হয়তো এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাতে পারত না।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল, এমন কিছু মানুষকে নিয়ে একটি দল গড়ে তোলা, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভবপর বলে যাদের অটুট আস্থা ছিল। তরুণ বয়সি মানুষজন, তাজা ধ্যানধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে এবং প্রশাসনিক কেতাকায়দার ধার কম ধারে। সব কাজই করা সম্ভব বলে এরা বিশ্বাস রাখে এবং যেকোনও সমস্যার সৃজনশীল সমাধান খোঁজার উপর জোর দেয়। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ কর্মসূচিতে তরুণ বয়সি পেশাদার মানুষজন এবং অভিজ্ঞ কিন্তু দৃঢ়সংকল্প আমলা, এই দুই ভিন্ন গোত্রের বেশ বিচিত্র এক মিশেল শামিল করা হয় এবং এদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিলেন লক্ষ্য অর্জনের প্রতি চূড়ান্ত দায়বদ্ধ।

কর্মসূচির নকশা প্রস্তুতের সময় এই কর্মযজ্ঞের বিপুল পরিধি নিয়ে চিন্তাভাবনা করাও জরুরি ছিল। সংশ্লিষ্ট দপ্তর সহজে কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম এমন সামগ্রী ও নির্মাণ রীতির দিকে ঝোঁকে। যেমন কিনা গ্রামীণ এলাকার জন্য ব্যয়বহুল, বিস্তৃত অত্যাধুনিক শৌচাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার বদলে অকুস্থলে দু'টি গর্ত সম্বলিত মামুলি কিন্তু কার্যকর শৌচালয়ের সংস্থান। আবার, মিশনে স্থানীয় রীতি ও চাহিদা মাফিক শৌচালয়ের নকশায় রদবদল ঘটানোর ছাড়ও দেওয়া হয় রাজ্যসমূহ ও প্রকল্প রূপায়ণকারীদের। বাকি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও যাতে মিশনের লক্ষ্যের প্রতি অটুট আস্থা রাখে সেজন্য চটপট কিছু সাফল্যের নজির পেশ করাও জরুরি ছিল। নাগালের মধ্যে থাকা ফলকেই প্রথম পাখির চোখ করা হয়। যেসব জেলায় সবচেয়ে বেশি এলাকা স্যানিটেশনের আওতাভুক্ত ছিল, সেগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রীতিমুক্ত (ODF) করে তোলা হয়। এই সাফল্য অন্যান্যদের সামনে হাতে-কলমে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির প্রতি তাদের আস্থাবান করে তোলে। সাফল্যই সাফল্যের একমাত্র বিকল্প।

প্রকল্প রূপায়ণকারীরা অক্লান্তভাবে লেগে থেকেছিলেন বলেই মিশন দীর্ঘ রূপায়ণ পর্বে কখনও ঝিমিয়ে পড়েনি। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের টিম দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যে একাধিকবার সফল করে। তথা সরাসরি জেলাশাসক/জেলা সমাহর্তাদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ঘরোয়া জমায়েত, WhatsApp গ্রুপ, প্রকল্প রূপায়ণকারীদের মধ্যে স্থানীয় স্তরের উদ্ভাবনী কৌশলের সুস্থ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে এই যোগাযোগের ভিত গড়ে ওঠে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ কর্মসূচি স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধানের বিষয়টিকে গ্ল্যামারাস করে তোলে স্যানিটেশন সংক্রান্ত বার্তাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে

গণমাধ্যমের ব্যাপক হারে ব্যবহার এবং জনপ্রিয় কলা-সংস্কৃতিসমূহকে প্রচারের হাতিয়ার করে তুলে তথা হিন্দি সিনেমার তারকা এবং বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ ও জনমানসে প্রভাব ফেলতে পারেন এমনসব মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গকে প্রচারাভিযানে শামিল করে। লক্ষণীয়, সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিটি চলাকালীন শুরু থেকে শেষপর্যন্ত, আগা-গোড়াই মিশন তার কাঙ্ক্ষিত মূল সুরটি ধরে রাখতে পেরেছিল। এর অন্যতম কারণ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃহৎ মাপের সাড়ম্বর বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের দৌলতে স্যানিটেশন বিষয়টি সবসময় জনমানসে উপরের সারিতে কায়েম থেকেছে।

কিন্তু সব কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়ে গেছে, সব কলুষ মুক্ত করা গেছে, একথা এখনই বলা যাবে না। ODF বা উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাসমুক্ত থেকে ODF Plus, অর্থাৎ উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাসমুক্তের অতিরিক্ত স্বচ্ছতার ধাপে পৌঁছাতে পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর আগামী দশ বছরের জন্য স্যানিটেশন সংক্রান্ত রণকৌশল প্রকাশ করেছে। এতে নির্দিষ্ট করে জোর দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ কর্মসূচি মারফত অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যেন এর হেরফের না হয় তা সুনিশ্চিত করার উপরে। দেশের সমস্ত গ্রামের জন্য কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংস্থান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে উল্লেখিত রণকৌশলে শামিল করা হয়েছে। চলতি বছরের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্র ঘোষণা করেন। আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছে

দেওয়াই এই লক্ষ্যমাত্রা। আগামী পাঁচ বছরের জন্য মিশন মোড-এ এই উদ্দেশ্য পূরণ কর্মসূচি চালানো হবে। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের সাফল্য ধরে রাখার উদ্যোগে অতিরিক্ত এক সহায়ক পন্থা হয়ে উঠবে তা। মাত্র কয়েক বছর আগেও যে কাজ সম্পন্ন করা অবিশ্বাস্য বলে মনে হ'ত; ভারত সেই সাফল্য অর্জন করেছে, এটা এক প্রামাণ্য সত্য। তবে এখানেই থেমে না থেকে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।❑

প্রকাশন বিভাগের যেকোনও পত্রিকা সম্বন্ধে অভিযোগ থাকলে helpdesk1.dpd@gmail.com-এ ই-মেল মারফত জানান। যোজনা (বাংলা)-র পাঠকরা subscription.yojanabengali@gmail.com-এও যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বাস্থ্যবিধির অর্থনীতি এবং সাফাইকর্মীদের মর্যাদা

সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার

"প্রত্যেকের উচিত নিজের বর্জ্য আবর্জনা অপসারণের জন্য নিজেই বহন করা। খাওয়ার মতোই মলত্যাগও অত্যাবশ্যক এবং সেক্ষেত্রে নিজের বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত পরিবারকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে। এই যে আমরা মলবহনের জন্য সমাজে একটা পৃথক শ্রেণি সৃষ্টি করেছি, তা যে চরম অন্যায়, সেকথা দীর্ঘদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে। কবে থেকে মানুষ এমন অত্যাবশ্যক একটি কাজকে এত নীচু নজরে দেখতে শুরু করল, তার কোনও ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ নেই। তবে যে বা যারাই এই প্রথা শুরু করে থাক, তারা সমাজের মঙ্গল করেনি। শৈশব থেকেই আমাদের সবাইকে এই ধারণা মনে গেঁথে নিতে হবে যে, আমরা সকলেই আবর্জনা বহনকারী। এটা নিজেকে বোঝানোর সব থেকে সোজা উপায় হল, আবর্জনা বহনকারী হিসাবে শ্রমদান করতে শুরু করা। একটু ভেবে দেখলে বুঝবেন, এই আবর্জনা বহনের মধ্য দিয়েই সাম্যের ধারণার সত্যকার উপলব্ধি হতে পারে।"

—মহাত্মা গান্ধী[১]

সাম্প্রতিককালে স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত ক্ষেত্র ভারতে এক নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এর সম্ভাবনা অসীম। স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বলতে কিন্তু কেবল শৌচাগার বোঝায় না, এর মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল, বর্জ্য অপসারণ ও তা প্রয়োজনীয় সম্পদে রূপান্তর, ডিজিটাল স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা, যার থেকে প্রাপ্ত তথ্য কার্যকুশলতা বৃদ্ধির সহায়ক, রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রাহকদের পরিষেবা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ, সবই পড়ে।[২] কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তিই নয়, স্বাস্থ্যবিধান ক্ষেত্র আজ নিজের পরিসর অতিক্রম করে ভারতীয় ও বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হিসাবে উঠে আসার সম্ভাবনাও জাগিয়ে তুলেছে। বিশেষত স্বাস্থ্য, ভোগ্যপণ্য, কৃষি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রের ওপর এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

সরকারের কয়েকটি বড়ো মাপের কর্মসূচি, স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত অর্থনীতিকে গতি জুগিয়েছে। এর মধ্যে ২০১৪ সালের স্বচ্ছ ভারত মিশন, জল শক্তি অভিযান এবং চলতি বছরের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন অভিযান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বচ্ছ ভারত মিশনের লক্ষ্য সব ভারতীয়কে প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধানের আওতায় আনা। জল শক্তি অভিযানের লক্ষ্য, সব গ্রামীণ পরিবারে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ এবং প্লাস্টিক বর্জন অভিযানের লক্ষ্য, দূষণ থেকে মুক্তি। টয়লেট বোর্ড কোয়ালিশনের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে প্রকাশ, শুধুমাত্র ভারতেই স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত বাজারের পরিমাণ ২০১৭ সালে ছিল ৩২০০ কোটি ডলার। মাত্র ৪ বছরের মধ্যে, ২০২১ সালে তা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে হবে ৬২০০ কোটি ডলার। এর থেকেই বোঝা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কতটা উজ্জ্বল।[৩]

স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের ব্যতিক্রমী প্রয়াস শুধু যে বেসরকারি ক্ষেত্রের সামনে বিপুল ব্যবসায়িক সুযোগ এনে দেবে তাই নয়, নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন, তাও পূরণ করবে। এছাড়া যুব সম্প্রদায়ের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির যে অমিত সম্ভাবনা এই ক্ষেত্রের রয়েছে, তা অর্থনৈতিক বিকাশকে প্রকৃত অর্থেই সুস্থিত ও সর্বাত্মক করে তুলবে।

স্বাস্থ্যবিধানের ক্ষেত্রে ভারতের এই পথ প্রদর্শনকারী ভূমিকা আন্তর্জাতিক মহলেরও নজর কেড়েছে। চলতি বছরের ১৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে আয়োজিত

[লেখক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী। ই-মেল : santoshg@sansad.nic.in]

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৭৪তম অধিবেশনেও এর সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের এই সাফল্য, বিশ্বজনীন সুস্থিত উন্নয়ন লক্ষ্য অনুযায়ী সকলকে স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতার আওতায় আনতে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রকাশ্যে শৌচকর্ম বন্ধ করার অভীষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে (SDG 6; Target 6.2)। ২০০০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যেও (MDG) এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা সম্পূর্ণ করা যায়নি।

এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমি স্বাস্থ্যবিধানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আমাদের সরকার 'সংকল্প সে সিদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় ২০২২ সালের মধ্যে 'নতুন ভারত' গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারই অঙ্গ হিসাবে স্বাস্থ্যবিধান ক্ষেত্রের কার্যকারিতা বাড়িয়ে 'পরিচ্ছন্ন ভারত' গড়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আমাদের সরকার স্বাস্থ্যবিধানের কাজে নিয়োজিত প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর।[৪] সেইসঙ্গে রয়েছে 'সামনে এগিয়ে চলার' তাগিদ।

স্বাস্থ্যবিধান ক্ষেত্রে সরকারের প্রয়াস

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০২২ সালের মধ্যে 'নতুন ভারত' গড়ার লক্ষ্যে প্রথমেই 'পরিচ্ছন্ন ভারত' গড়ার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। এজন্য সরকার তিনটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

এই লক্ষ্যে প্রথম বড়ো মাপের প্রয়াস হল স্বচ্ছ ভারত মিশন। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যবিধানের আওতায় সবাইকে এনে চলতি বছরের ২ অক্টোবরের মধ্যে ভারতকে প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত করে তোলা। পাঁচ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী যখন এই মিশনের সূচনা করেছিলেন, তখন সামনে দুস্তর চ্যালেঞ্জ ছিল। গ্রামীণ এলাকায় মাত্র ৩৮.৭ শতাংশ পরিবারে শৌচাগার ছিল। সারা বিশ্বে

প্রধানমন্ত্রী মহিলা জঞ্জালকুড়ুনিদের সঙ্গে আবর্জনা থেকে প্লাস্টিক বেছে আলাদা করছেন

ভারতেই সব থেকে বেশি মানুষ প্রকাশ্যে শৌচকর্ম করতেন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী চলতি বছরের ২ অক্টোবরের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নের পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ে তুলতে দেশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান। বাপুর সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে এটাই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। (***সূত্র :*** http://sbm.gov.in/submreport/home.aspx)

এটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক যে, স্বচ্ছ ভারত মিশনের সূচনা থেকে এপর্যন্ত আমাদের সরকার গ্রামীণ এলাকায় ১০ কোটি ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার শৌচাগার নির্মাণ করেছে। আজ ১০০ শতাংশ পরিবারেরই নিজস্ব শৌচাগার আছে। ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এই হার ছিল মাত্র ৬১.৩ শতাংশ। একই সময়কালে দেশের ৬৯৯-টি জেলা, ২,৫৮,৬৫৭-টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৫,৯৯,৯৬৩-টি গ্রাম নিজেদের প্রকাশ্য শৌচমুক্ত হিসাবে ঘোষণা করেছে।[৫] শহুরে এলাকার দিকে তাকালে দেখা যাবে, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ ব্যক্তিগত ব্যবহারের এবং ৫ লক্ষ ৫০ হাজার সর্বজনীন শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ৭৯,০০০ ওয়ার্ডে (৮৬ শতাংশ) ১০০ শতাংশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা গেছে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে উৎসমুখেই বর্জ্য পৃথকীকরণের পদ্ধতি চালু হয়েছে।[৬] এ এক অভাবনীয় সাফল্য, কারণ ২০১৪ সালে মাত্র ৪১ শতাংশ ক্ষেত্রে উৎসস্থানে বর্জ্য পৃথকীকরণের ব্যবস্থা ছিল।

যে পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হল, তা অর্জন করা কিন্তু মুখের কথা নয়। এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের সরকার কেবল লক্ষ্য স্থিরই করে না, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছায়ও বটে। চলতি বছরের ২ অক্টোবর আমেদাবাদে স্বচ্ছ ভারত দিবসের অনুষ্ঠানে গ্রামীণ ভারতকে প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত ঘোষণা করার সময়ে প্রধানমন্ত্রী, দেশের প্রতিটি নাগরিক, বিশেষত গ্রামীণ এলাকার মানুষজন, সরপঞ্চ এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য যারা কাজ করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বয়স, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলে পরিচ্ছন্নতা, মর্যাদা ও শ্রদ্ধার এই অঙ্গীকার পূরণে যোগ দিয়েছেন। ভারত যেভাবে ৬০ মাসের মধ্যে ৬০ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে শৌচাগারের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে, তা দেখে গোটা বিশ্ব স্তম্ভিত। এটা সম্ভব হয়েছে মানুষের

স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য। মহাত্মা গান্ধী যে পরিচ্ছন্ন, সবল, প্রগতিশীল ও শক্তিশালী নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়িত করতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর।

আমাদের সরকারের প্রথম কার্যকালের সময়ে (২০১৪-'১৯) আমরা শৌচাগার নির্মাণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দফায় এবার আমরা জোর দিচ্ছি নলবাহিত জল সরবরাহ, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ এবং আবর্জনা অপসারণ সুনিশ্চিত করার ওপর। সরকারের এই নতুন প্রয়াসগুলি যে আগামী পাঁচ বছরে যুব সম্প্রদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মন্ত্রক ও দপ্তরগুলির পুনর্গঠন করে চলতি বছরের মে মাসে জল শক্তি নামে একটি নতুন মন্ত্রক গড়ে তোলা হয়েছে। এই মন্ত্রক গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে জানিয়েছেন, সরকার জল জীবন মিশন নামে একটি নতুন কর্মসূচি চালু করতে চলেছে। এর লক্ষ্য হল, ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়া (হর ঘর জল)। একইসঙ্গে প্রগাঢ় জল সংরক্ষণ পরিকল্পনায় যোগ দিয়ে দেশজুড়ে জল সংরক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বচ্ছ ভারত মিশনের মতোই জল জীবন মিশনও অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক কর্মসূচি। বর্তমানে দেশের ১৮ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩ কোটি পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছায়। মানুষজনকে, বিশেষত পরিবারের মেয়েদের দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে জল আনতে যেতে হয়। তবে এই লক্ষ্য কঠিন হলেও একে অর্জন করা অসম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ এবং রাজ্য সরকারগুলি অংশগ্রহণ করলে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে। জল জীবন মিশন স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত অর্থনীতিকে আরও গতি দেবে এবং দেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। সরকার আগামী বছরগুলিতে শুধুমাত্র এই মিশনেই ৩ লক্ষ ৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করবে বলে স্থির করেছে।

আমাদের সরকার চলতি বছরের ২ অক্টোবর থেকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তাতে প্লাস্টিক দূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে দেশে বার্ষিক ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। এটা বন্ধ করা গেলে স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত আন্দোলন তো নতুন উচ্চতায় পৌঁছবেই, একইসঙ্গে ভূমি ও জল দূষণের মাত্রা কমে নাগরিকদের স্বাস্থ্যের মানের উন্নতি হবে।

সাফাইকর্মীদের মর্যাদা

সাফাইকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম প্রধান সহায়ক হলেও পেশার জন্য তাদের, বিশেষত মলবাহকদের সামাজিক অমর্যাদার শিকার হতে হয়। সাফাইকর্মীদের প্রতি সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমাদের সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই নিয়ে এক প্রচারাভিযানের সূচনা করেন, যাতে এই কর্মীদের মেথর বা ঝাড়ুদার না বলে সাফাইকর্মী হিসাবে ডাকার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের

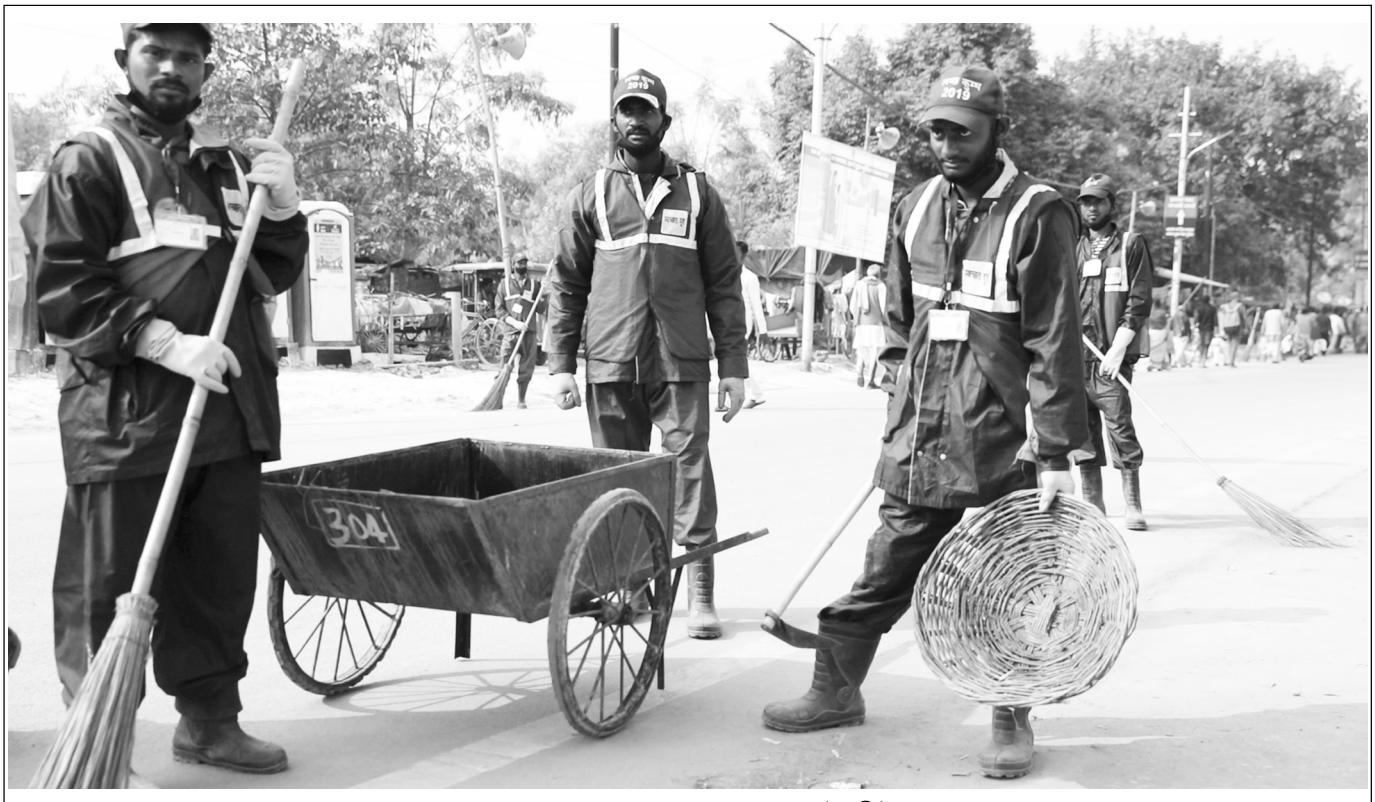

কুম্ভ মেলা ২০১৯-এর সময় ব্যস্ত সাফাইকর্মীরা

প্রয়াগরাজে সদ্যসমাপ্ত কুম্ভমেলায়, মেলা চত্বরকে সাফসুতরো ও পরিচ্ছন্ন রাখতে তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী এমনকী তাদের পা-ও ধুইয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছিলেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মথুরায় জঞ্জালকুড়ুনিদের সঙ্গে বসে, তাদের সঙ্গে আবর্জনা থেকে প্লাস্টিক আলাদা করে বাছার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। এরও পরে, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভায় আমার একাধিক সহকর্মী এবং সরকারি শীর্ষ আধিকারিকদের দেখা গেছে ঝাঁটা হাতে নানা জায়গা পরিষ্কার করতে। একে অনেকেই প্রতীকী আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের সরকার সাফাই কর্মীদের অবদান ও কাজকে কতটা গুরুত্ব দেয় এবং তাদের মর্যাদা রক্ষায় সরকার কতটা বদ্ধপরিকর, সে সম্পর্কে সমাজের কাছে স্পষ্ট বার্তা পাঠানোই এর উদ্দেশ্য।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়াস ছাড়াও সরকার আইনি সুরক্ষা প্রদান ও আর্থিক মানোন্নয়নের মাধ্যমেও সাফাইকর্মীদের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের পেনশন, চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ, আবাসন সংক্রান্ত সুবিধা প্রভৃতি দিতে বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির রূপায়ণ করা হচ্ছে। আমি সংক্ষেপে এই প্রয়াসের কয়েকটি মূল দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

(ক) মলবহন বন্ধ করতে আইনি ব্যবস্থা : সাফাইকর্মীদের মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। সাফাই কর্মচারী এবং মলবাহক। এদের অধিকাংশই চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করেন। রুগ্ন দেহে, সুরক্ষার ন্যূনতম উপকরণ না নিয়ে এরা শৌচাগার, নর্দমা, সেপটিক ট্যাঙ্ক, রেললাইন প্রভৃতি পরিষ্কার করেন।

মলবাহকদের নিয়োগ বন্ধ করে তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (MS Act, 2013) পাস করেছে। ২০১৩ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল : (১) খাটা পায়খানার অবলোপন, (২) মলবাহক হিসাবে নিয়োগ এবং নর্দমা ও সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বন্ধ করা এবং সেইসঙ্গে মলবাহকদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এই আইন লঙ্ঘন করলে ২ বছর পর্যন্ত কারাবাস অথবা ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দু'টিই হতে পারে।

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলা চলাকালীন সাফাইকর্মীরা

২০১৪ সালে এই আইন রূপায়ণের ওপর জোর দেওয়া হয়। খাটা পায়খানা এবং মলবহন বন্ধ করতে বিভিন্ন মন্ত্রকের সমন্বয়ে নানা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর আওতায় পূর্বতন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক (বর্তমানে জল শক্তি) খাটা পায়খানা চিহ্নিত করে তার রূপান্তরের জন্য ১২ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য দিয়েছে। একইভাবে নগরোন্নয়ন মন্ত্রক (বর্তমানে আবাসন ও নগর সংক্রান্ত মন্ত্রক) স্বচ্ছ ভারত মিশন (নগর)-এর আওতায় খাটা পায়খানার রূপান্তরের জন্য ৪ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য করেছে। মলবাহকদের ওপর সমীক্ষার কাজও হয়েছে।

(খ) ন্যূনতম মজুরি, কাজের নিরাপদ পরিবেশ ও পেনশনের সুবিধা সুনিশ্চিত করা : সাফাইকর্মী-সহ সব শ্রমিক যাতে সময়মতো ন্যূনতম মজুরি পান, সেজন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক Code on Wages Bill 2019 বা মজুরিবিধি বিল কার্যকর করেছে। গত ৮ আগস্ট রাষ্ট্রপতি এই বিলে স্বাক্ষর করেছেন। যেসব শ্রমিক কঠিন পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত, এই বিলে তাদের উচ্চতর মজুরির কথা বলা হয়েছে। এর জেরে লক্ষ লক্ষ সাফাইকর্মী উপকৃত হবেন। এতে তাদের উপার্জন ও মর্যাদা, দুই-ই বাড়বে। মজুরি, নিয়োগ বা কাজের পরিবেশ নিয়ে লিঙ্গগত কোনও বৈষম্য চলবে না বলেও এই বিলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। এর ফলে মহিলা সাফাইকর্মীরাও বঞ্চিত হবেন না।

সাফাইকর্মীদের ক্ষেত্রে সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, কল্যাণ, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য মজুরিবিধি ছাড়াও আমরা লোকসভায় চলতি বছরের ২৩ জুলাই Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions Bill 2019 বা পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত বিল পেশ করেছি। এটি ১৩-টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট সংস্থানগুলির সমন্বয়, সরলীকরণ ও যুক্তিপূর্ণ বিন্যাসের মাধ্যমে

সারণি-১
NSKFDC-র প্রকল্প ও কর্মসূচি

প্রকল্পের নাম	সর্বাধিক সীমা	সুদের হার		ফেরতের সময়
SCA	সুফল ভোগকারী			
মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা	৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	বার্ষিক ১ শতাংশ	বার্ষিক ৪ শতাংশ	৩ বছর**
মহিলা অধিকারিতা যোজনা	৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	বার্ষিক ২ শতাংশ	বার্ষিক ৫ শতাংশ	৫ বছর**
মাইক্রো ক্রেডিট ফিনান্স	৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	বার্ষিক ২ শতাংশ	বার্ষিক ৫ শতাংশ	৩ বছর**
জেনারেল টার্ম লোন	১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	বার্ষিক ৩ শতাংশ	বার্ষিক ৬ শতাংশ	১০ বছর**
স্বচ্ছতা উদ্যমী যোজনা—''স্বচ্ছতা সে সম্পন্নতা কি ঔর"				
পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট প্রকল্প	২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	বার্ষিক ৪ শতাংশ*		১০ বছর***
সাফাই সংক্রান্ত গাড়ি ক্রয় প্রকল্প	১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	বার্ষিক ৪ শতাংশ*		১০ বছর***
স্যানিটারি মার্ট প্রকল্প	১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	বার্ষিক ৪ শতাংশ*		১০ বছর**
শিক্ষা ঋণ		বার্ষিক ১ শতাংশ	বার্ষিক ৪ শতাংশ #	কোর্স শেষের পর ৫ বছর এবং আরও ১ বছর বকেয়া রাখার সুবিধা
—	ভারতে	১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত		
—	ভারতের বাইরে	২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত		
ভারতে পড়াশোনা করলে শিক্ষা ঋণের সুদ মানবসম্পদ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সুবিধাভোগীকে মিটিয়ে দেওয়া হবে, তবে সেক্ষেত্রে উপভোক্তার পারিবারিক বার্ষিক আয় সাড়ে চার লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে।				
দূষণহীন ব্যবসা প্রকল্প	২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২ শতাংশ	৪ শতাংশ	৬ বছর****

ঋণ প্রদান ছাড়া অন্য প্রকল্প :

১। *দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি*—১০০ শতাংশ অর্থ সাহায্য, এর সঙ্গে সাফাই কর্মচারী বা তার ওপর নির্ভরশীল কেউ প্রশিক্ষণ নিলে মাসিক ১৫০০ টাকার বৃত্তি। মলবাহক বা তার ওপর নির্ভরশীল কেউ প্রশিক্ষণ নিলে মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ৩০০০ টাকা।

২। *কর্মসংস্থান মেলা*—কর্মসংস্থান মেলা আয়োজনের খরচ প্রদান, ঊর্ধ্বসীমা ৫০০০০ টাকা।

৩। *সচেতনতা কর্মসূচি*—সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজনের খরচ প্রদান, ঊর্ধ্বসীমা ৩০০০০ টাকা।

৪। *কর্মশালা*—কর্মশালা আয়োজনের খরচ প্রদান, ঊর্ধ্বসীমা ২৫০০০ টাকা।

সূত্র : NSKFDC 9

নোট : *মহিলা উপভোক্তাদের জন্য ১ শতাংশ ছাড় এবং সময়ে পরিশোধের জন্য ০.৫ শতাংশ ছাড়। #মহিলা উপভোক্তাদের জন্য ০.৫ শতাংশ ছাড়।

**৩ মাসের রূপায়ণ সময়সীমা এবং ৬ মাস বকেয়া পরিশোধ স্থগিত রাখার পর।

***৬ মাসের রূপায়ণ সময়সীমা এবং ৬ মাস বকেয়া পরিশোধ স্থগিত রাখার পর।

****৬ মাস বকেয়া পরিশোধ স্থগিত রাখা-সহ। মলবাহকদের ক্ষেত্রে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট প্রকল্প, সাফাই সংক্রান্ত গাড়ি ক্রয় প্রকল্প এবং স্যানিটারি মার্ট প্রকল্পে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভরতুকি দেওয়া হয়।

তৈরি করা হয়েছে। এই বিধির সংস্থানগুলি সাফাইকর্মীদের কল্যাণ, সুরক্ষা ও যথাযথ কাজের পরিবেশ সুনিশ্চিত করবে।

আরেকটি বিষয় হল, সাধারণভাবে শ্রমিকদের এবং বিশেষ করে সাফাইকর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। এটি মন্ত্রকের কর্মসূচির শীর্ষে রয়েছে। বর্তমানে একটি সামাজিক সুরক্ষা বিধির খসড়া প্রণয়নের কাজ চলছে, যার থেকে কেবল সংগঠিত ক্ষেত্রই নয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপুল সংখ্যক কর্মীও উপকৃত হবেন। সাফাইকর্মীদের সিংহভাগই অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত, প্রস্তাবিত এই বিধি তাদের সামাজিক সুরক্ষার আইনি অধিকার দেবে।

এছাড়া অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের পেনশনের ব্যবস্থা করতে মন্ত্রক চলতি বছরের ৫ মার্চ থেকে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এর নাম হল প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্প (PM-SYM)। এর সুফল সাফাইকর্মীরাও পাবেন। বর্তমানে দেশের ৩৬-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্প চালু রয়েছে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৩,৩৬,৬,৯৯৫ জন শ্রমিক এই প্রকল্পে নথিভুক্ত রয়েছেন।[৭] প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্প একটি স্বেচ্ছা অংশগ্রহণমূলক পেনশন প্রকল্প, যার আওতায় গ্রাহক ৬০ বছর বয়সের পর ন্যূনতম সুনিশ্চিত মাসিক ৩,০০০ টাকা পেনশন পাবেন। এই প্রকল্পে গ্রাহকদের বয়স অনুযায়ী মাসিক বিমা মাশুল অত্যন্ত কম রাখা হয়েছে। প্রতিমাসে সমপরিমাণ অর্থ সরকারের তরফ থেকেও জমা দেওয়া হবে। এই প্রকল্পটি অত্যন্ত উদ্ভাবনী। সমস্ত শ্রমিক সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থা, যারা সাফাইকর্মীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করেন, তাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, এই প্রকল্প সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হন, যাতে বিপুল সংখ্যায় শ্রমিকরা এই প্রকল্পে নাম নথিবদ্ধ করেন।

(গ) আবাসন, শিক্ষা, আর্থিক সহায়তা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প : গ্রামোন্নয়ন

সারণি-২

মলবাহকদের পুনর্বাসনে স্বনির্ভর প্রকল্প (Self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers Scheme—SRMS) এবং ১৫/২/২০১৭ পর্যন্ত কাজের বিবরণ

সুবিধা	কাজের গতি
মলবাহকদের চিহ্নিত করে পরিবারপিছু একজনকে এককালীন ৪০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য	১১,৫৬৩ জনকে দেওয়া হয়েছে
দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ এবং ২ বছর পর্যন্ত মাসে ৩ হাজার টাকা করে বৃত্তি	১৩,৩৯০ জনকে দেওয়া হয়েছে

সূত্র : http://socialiustice.nic.in

মন্ত্রকের ইন্দিরা আবাস যোজনায় নতুন বাড়ি নির্মাণ এবং কাঁচা বাড়িকে পাকা করার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার একটি সংস্থান আছে। যোগ্য পরিবারগুলিকে ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। ইন্দিরা আবাস যোজনায় গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি নির্মাণের জন্য মলবাহকদের আর্থিক সাহায্য দেবার একটি বিশেষ সংস্থান রয়েছে। তারা দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকুন বা নিচে, এই সহায়তা পাবেন। আমাদের সরকার আবাসন ও শহুরে দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রকের আওতায় ''সবার জন্য আবাসন'' শীর্ষক একটি প্রকল্প চালু করেছে, যার লক্ষ্য নাগরিকদের গৃহ নির্মাণে সাহায্য করা।

যে শ্রমিকরা স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ এমন কোনও পেশা ও সাফাইয়ের কাজে নিয়োজিত, তাদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৃত্তির সংস্থান রয়েছে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের একটি প্রকল্পে। এর আওতায় মলবাহক, চর্মকার, জঞ্জালকুড়ুনি ও ঝুঁকিপূর্ণ সাফাইয়ের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির সন্তানদের মাসিক ২২৫ টাকা থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হয়। দশম শ্রেণি পর্যন্ত বছরে ১০ মাস এই বৃত্তি দেওয়া হয়।[৮]

১৯৯৭ সালে জাতীয় সাফাই কর্মচারী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (National Karamcharis Finance and Development Corporation—NSKFDC) স্থাপন করা হয়। এটি সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীন, ভারত সরকারের মালিকানাধীন একটি সংস্থা। সাফাই কর্মচারী, মলবাহক ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থাপিত সর্বোচ্চ এই সংস্থা তাদের বিকল্প জীবিকার সন্ধান চালায়, যাতে তারা সম্মান, মর্যাদা ও গর্বের সঙ্গে সমাজের মূলস্রোতে শামিল হতে পারেন। এছাড়া এদের সুবিধাজনক সুদের হারে ঋণ দেওয়ার জন্য NSKFDC, রাজ্য স্তরের সংস্থা (State Channelizing Agency—SCA), আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (Regional Rural Bank—RRB) ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ সাহায্য দেয়। এর পাশাপাশি টার্গেট গ্রুপের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে ১০০ শতাংশ অর্থ সাহায্য করা হয়, যাতে তারা দক্ষ হয়ে চাকরি বা নিজেদের ব্যবসা শুরু করতে পারেন এবং তাদের উপার্জন বাড়ে। এইসব প্রকল্পের বিশদ বিবরণ সারণি-১-এ দেওয়া হল।

এছাড়া, মলবাহকদের পুনর্বাসনে স্বনির্ভর প্রকল্প রূপায়ণের সমন্বয়কারী সংস্থাও হল NSKFDC। এই প্রকল্পের বিভিন্ন সংস্থান ও রূপায়ণের হাল-হকিকত সারণি-২-এ দেখানো হল।

(ঘ) আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে সাফাইকর্মীদের সুরক্ষা প্রদান : প্রধানমন্ত্রীর

রেখাচিত্র-১

বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের প্রসার (শতাংশে)

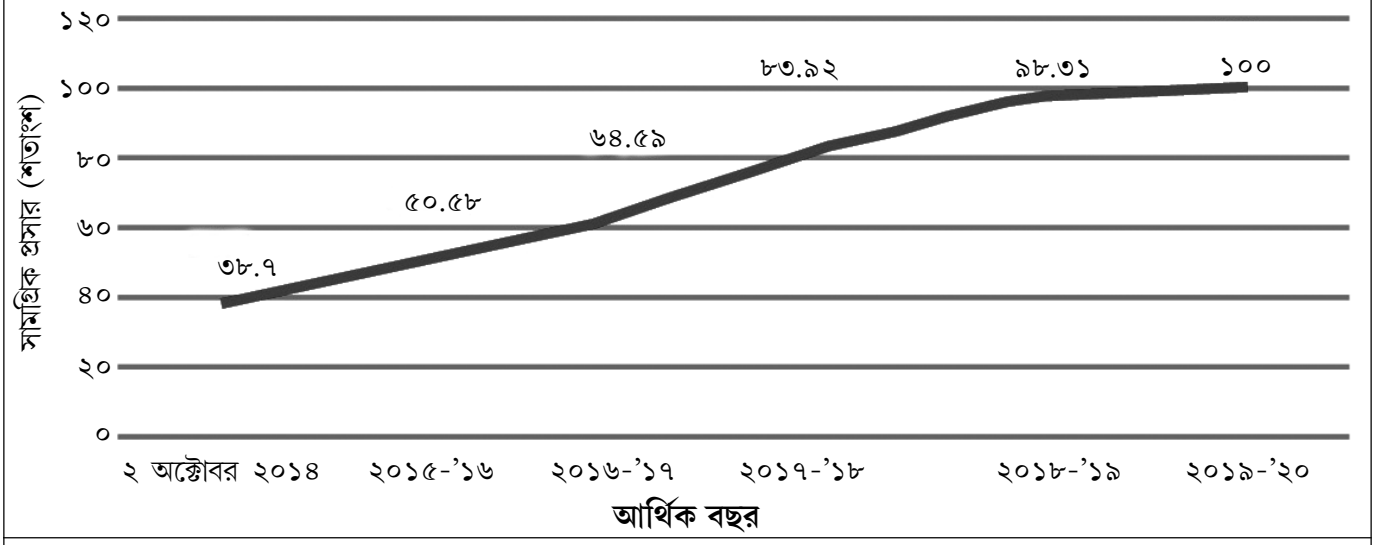

সূত্র : http://sbm.gov.in/sbmreport/home.aspx

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে সরকারের অন্যতম অগ্রণী প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত—প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY) ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চালু হয়েছে। সাফাইকর্মীদের একটা বৃহৎ অংশই অত্যন্ত দরিদ্র ও অসহায় পরিবার থেকে আসেন। এই প্রকল্প তাদের কল্যাণ ও মর্যাদা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রকল্পের আওতায় ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ দরিদ্র ও বঞ্চিত পরিবারকে (যার সুফল পাবেন প্রায় ৫০ কোটি মানুষ) বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বিমার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এতে রোগের চিকিৎসা ও হাসপাতালের যাবতীয় খরচ বহন করা হয়। পরিবারের সদস্য সংখ্যার কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। এর ফলে সাফাইকর্মীদের চিকিৎসার খরচ নিয়ে ভাবতে হবে না এবং তারা পারিবারিক সম্পদকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটানোর কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। মাত্র ১ বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ১০,৭৭,৫৯,৫৪৮-টি ই-কার্ড দেওয়া হয়েছে, নথিভুক্ত করা হয়েছে ১৮,২৮৪-টি হাসপাতাল এবং এর সুবিধা পেয়েছেন ৪৮,৩৮,৪২২ জন মানুষ। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষ্যে এই প্রকল্প এক উজ্জ্বল পদক্ষেপ।

সামনের পথ

দেশের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সাফাইকর্মীদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অনেক কাজ করা হলেও এখনও বহু কাজ বাকি থেকে গেছে। আমি পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

- ভারতকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হল সেই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। তাই কোনও এলাকা প্রকাশ্য শৌচমুক্ত হবার পর দেখতে হবে, তা যেন বজায় থাকে। অর্থাৎ, গ্রামবাসীরা যেন পুরনো অভ্যাসে ফিরে না যান। স্বাস্থ্যবিধান মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য জেলা ও পঞ্চায়েত স্তরে একটি মজবুত নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার।
- প্রকাশ্যে শৌচ বন্ধ হলেও জঞ্জাল ও আবর্জনা থেকে ভারত এখনও মুক্তি পায়নি। জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ করে তা সম্পদে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হল জঞ্জালের পৃথকীকরণ, অপসারণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তির মাধ্যমে আমাদের জীবনে আচরণগত পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে আমরা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করি। তবেই ভারত সম্পূর্ণভাবে জঞ্জালমুক্ত হতে পারবে।
- মলবহন করা নিষিদ্ধ হলেও এখন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই কুপ্রথা চলতে থাকার খবর পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে মানবিকতার এই অবমাননা চিরতরে বন্ধ করা যায়।
- কোথায় কোথায় খাটা পায়খানা আছে এবং মানুষের মাথায় করে মলবহন করা হয়, তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে এর অবসানে সময়নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে। বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও উপার্জন সৃষ্টিকারী প্রকল্পের মাধ্যমে আরও বৃহত্তর মাত্রায় মলবাহকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সাফাইকর্মীরা যাতে সমাজের মূলধারায় যুক্ত হয়ে মর্যাদার সঙ্গে কাজ করতে পারেন, সেজন্য তাঁদের সমস্যা-অভাব-অভিযোগের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে আমি সব শ্রমিক সংগঠন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।❑

তথ্যসূত্র :

(১) In Yeravda Mandir, pp. 35-37, Edn. 1957.

(২) http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/the-sanitation-economy-the-new-economy-set-to-tackle-sdg-6-2/

(৩) https://www.toiletboard.orgimedia/38-The_Sanitation_Economy_in_India.pdf

(৪) https://www.cprindia.org/policy-challenge/7898/inclusive-citizenship

(৫) https://sbm.gov.in/sbmreport/home.aspx

(৬) https://www.orfonline.org/research/swachh-bharat-mission-achievements-challenges/

(৭) As on 7th October, 2019.

(৮) For details of the scheme please see http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/24?mid=24541 accessed on 7th October, 2019.

(৯) http://socialiustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/NSKFDC636231983377426171.0df accessed on 9th October 2019.

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

নগরায়ণ

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

জানেন কি?

স্বচ্ছ ভারত মিশনের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান

'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২০ টুলকিট', 'স্বচ্ছ ভারত মিশন ওয়াটার প্লাস প্রোটোকল' ও 'স্বচ্ছ নগর' উন্মোচন করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আবাস ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান, mSBM App চালু করেছে। 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২০ টুলকিট'-এ সমীক্ষার পদ্ধতি ও গণনার উপাদানসমূহের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে, যাতে কিনা শহরগুলি আগেভাগেই প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত mSBM App তৈরি করেছে ন্যাশনাল ইনফর্মেটিক্স সেন্টার। এই অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনকারী তাৎক্ষণিক বাড়িতে শৌচালয় বানানোর জন্য তার আবেদনের অবস্থান জানতে পারবেন এবং অনায়াসেই সঠিক চিত্র আপলোড করতে পারবেন। গোটা প্রক্রিয়ার জন্য যতটা সময় প্রয়োজন, তা অনেকখানি কমে গেছে এই অ্যাপের দৌলতে। এখন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সহজেই আবেদন যাচাই করে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিয়ে দিতে পারেন অ্যাপের মাধ্যমেই। পরিবর্তিত অভ্যাস বজায় রাখার ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রক প্রত্যেক বছর 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ'-এর নকশায় উদ্ভাবন ও অভিনবত্ব আনে, যার সাহায্যে এই ব্যবস্থায় আরও শক্তি সঞ্চার হয়।

ই-সিগারেট নিষিদ্ধ

কেন্দ্র সরকার ই-সিগারেট নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ই-সিগারেট বন্ধে অধ্যাদেশ—Prohibition of Electronic Cigarettes (production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement) Ordinance, 2019—জারি হয়। দেশে ই-সিগারেট তৈরি, আমদানি, রপ্তানি, পরিবহণ, বণ্টন, বিজ্ঞাপন (অনলাইন-সহ), ব্যবসা, বিক্রি (অনলাইন-সহ) বা বিপণন করলে প্রথমবার অপরাধে এক বছরের জেল বা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা দু'টি শাস্তিই হতে পারে। দ্বিতীয়বার ওই অপরাধ করলে সাজা হতে পারে ৩ বছর জেল ও ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। ইলেকট্রনিক সিগারেট ব্যাটারি-চালিত যন্ত্র। এতে থাকে একটি নিকোটিন-যুক্ত তরল। নিকোটিন একটি আসক্তি-সৃষ্টিকারী উপাদান যা সাধারণ সিগারেটেও থাকে। ই-সিগারেটে তরল পদার্থটিকে গরম করে এরোসল তৈরি করা হয়। 'ইলেকট্রনিক নিকোটনি ডেলিভারি সিস্টেম', 'হিট-নট-বার্ন প্রোডাক্টস', 'ই-হুক্কা'-র মতো যন্ত্র এই শ্রেণির অন্তর্গত। সাম্প্রতিককালে এগুলির ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষত যুবা ও কিশোরদের মধ্যে ই-সিগারেট মজুত করার অপরাধে ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দু'টি শাস্তিই হতে পারে। বর্তমানে মজুত করে রাখা ই-সিগারেট মালিককে নিজে থেকেই ঘোষণা করতে হবে এবং সেগুলিকে স্থানীয় থানায় জমা করে দিতে হবে।

সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো

'জল নায়ক—নিজের কাহিনি শোনাও' প্রতিযোগিতা

কেন্দ্রীয় সরকারের জলশক্তি মন্ত্রকের আওতাধীন জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন বিভাগ "Water Heroes—Share Your Stories" ('জল নায়ক—নিজের কাহিনি শোনাও') প্রতিযোগিতার সূচনা করেছে; যার মূল উদ্দেশ্য সার্বিকভাবে জলের মূল্য বোঝানো এবং জল সংরক্ষণ ও জলসম্পদের সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী কর্মকাণ্ডে সাহায্য করা।

জল সংরক্ষণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নিজের সাফল্য তুলে ধরতে হবে অংশগ্রহণকারীকে। পোস্ট করতে হবে সর্বাধিক ৩০০ শব্দের একটি লেখা, ছবি, এক থেকে পাঁচ মিনিটের ভিডিও যার মধ্যে ফুটে উঠবে জল সংরক্ষণ/জলের সুষ্ঠু ব্যবহার/জলসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রয়াস বা উল্লেখযোগ্য অবদান। MyGov পোর্টালে লেখা ও ছবির পাশাপাশি শেয়ার করতে হবে Youtube-এর ভিডিও লিঙ্কও। waterheroes.cgwb@gmail.com-এ ই-মেল মারফতও অংশ নেওয়া যাবে প্রতিযোগিতায়। নির্বাচিত প্রতিযোগীরা প্রত্যেকে দশ হাজার টাকার নগদ পুরস্কার পাবেন। প্রতিযোগিতা চলবে দশ মাস ধরে। প্রত্যেক মাসে দশটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অংশগ্রহণ করা যাবে ২০২০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।❑

সূত্র : https://www.mygov.in/task/water-heroes-share-your-stories-contest/

আমাদের প্রকাশনা

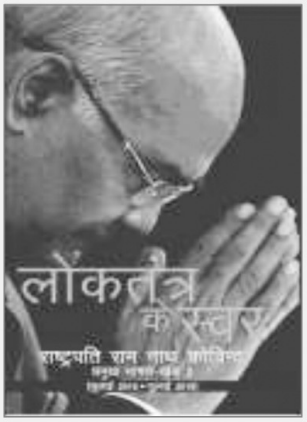

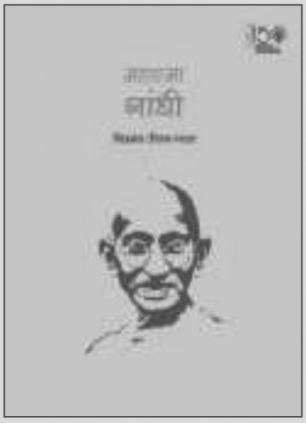

বই প্রকাশনার বিভিন্ন শ্রেণির জন্য প্রকাশন বিভাগ ৯-টি পুরস্কার পেল

দেশের অন্যতম প্রকাশক সংগঠন 'ফেডারেশান অব ইন্ডিয়ান পাবলিশার্স'-এর তরফ থেকে গত ২৮ সেপ্টেম্বর বই ও পত্রিকা প্রকাশনার বিভিন্ন শ্রেণির জন্য প্রকাশন বিভাগ ৯-টি পুরস্কার পেল। এর আগেও প্রকাশন ২০১৮ সালে ৮-টি ও ২০১৭-তে ১১-টি পুরস্কার পায়।

এবছর প্রকাশন বিভাগ প্রথম পুরস্কার পেয়েছে চারটি শ্রেণিতে—সাধারণ পেপারব্যাক বই (*'পরাক্রম গাঁথা'*), কভার জ্যাকেট (*'লোকতন্ত্র কে স্বর'*—মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণের সংকলন), হিন্দি ভাষায় আর্ট/কফি টেবেল বুক (*'মহাত্মা গান্ধী : চিত্রময় জীবন গাঁথা'*), জার্নাল ও হাউস ম্যাগাজিন বা পত্রিকা (হিন্দি ভাষায় *'কুরুক্ষেত্র'*-এর জুলাই ২০১৮ সংখ্যা)।

এর পাশাপাশি, দ্বিতীয় পুরস্কার এসেছে চারটি শ্রেণিতে—আর্ট/কফি টেবেল বুক (*'গৌহাটি হাই কোর্ট : হিস্ট্রি অ্যান্ড হেরিটেজ'*), দু'টি ভিন্ন বয়সের শ্রেণিতে শিশু সাহিত্য (*'কহো চিড়িয়া'* ও *'সরল পঞ্চতন্ত্র'* প্রথম খণ্ড) এবং ক্যাটালগ ও ব্রোশার (মহাত্মা গান্ধী বিষয়ক বইয়ের ক্যাটালগ)। বয়ঃসন্ধি পাঠকদের জন্য বইয়ের শ্রেণিতে *'উইমেন ইন সত্যাগ্রহ'* বইটির জন্য 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' পেয়েছে প্রকাশন বিভাগ।

এর আগে, 'ফেডারেশান অব ইন্ডিয়ান পাবলিশার্স' আয়োজিত ২৫তম দিল্লি বইমেলায় হিন্দি বইয়ের পসরা সাজিয়ে প্রকাশন বিভাগ প্রথম পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। এই মেলাটি চলে ১১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

প্রতিযোগিতার বাজারে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুসমৃদ্ধ বিষয়বস্তু এবং উদ্ভাবনী বিন্যাসের নিরিখে আরও নতুনত্ব আনছে প্রকাশন বিভাগ।

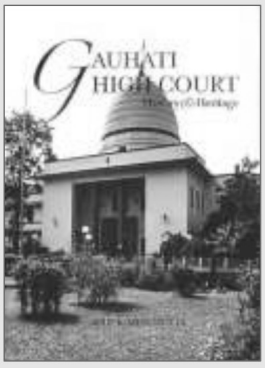

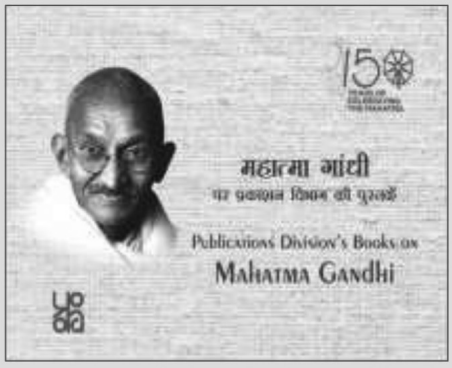

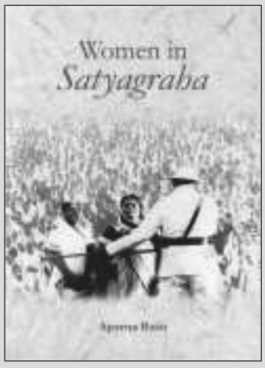

যোজনা ? ক্যুইজ

বিষয় : নোবেল পুরস্কার

১। প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় কোন সালে?

২। বিশ্ববরেণ্য নোবেলজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকা কোন বিখ্যাত ইংরাজি কবি লিখেছিলেন?

৩। কনিষ্ঠতম নোবেল বিজয়ী কে?

৪। প্রোটিন সেল সিন্থেসিসের জন্য কে নোবেল পান ১৯৬৮ সালে?

৫। কে দু'বার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন?

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কোন কবিতা সংকলন থেকে বেশ কিছু কবিতা নোবেলজয়ী কবিতা সংকলন গীতাঞ্জলিতে ঠাঁই পেয়েছে?

৭। তিনি একমাত্র মহিলা যিনি দু'টি ভিন্ন ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তার নাম কী?

৮। চন্দ্রশেখর লিমিটের আবিষ্কারের জন্য যে বিজ্ঞানী ১৯৮৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান, তার পুরো নাম কী?

৯। চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেলজয়ী কোন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বর নিয়ে গবেষণা করার জন্য কলকাতা এসেছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে কাজ করেছিলেন?

১০। অমর্ত্য সেন কোন ধরনের অর্থনীতির জন্য নোবেল পুরস্কার পান?

১১। এই ভারতীয় বিজ্ঞানী তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক যিনি ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। তিনি কে?

১২। রাইবোজোম-এর পরমাণু প্রকাশের জন্য কে নোবেল পুরস্কার পান ২০০৯ সালে থমাস স্টিৎজ এবং আদা ইয়োনাথের সঙ্গে?

১৩। অর্থনীতির জন্য যে 'নোবেল' পুরস্কার দেওয়া হয়, আদতে তার পোশাকি নাম কী?

১৪। কোন মেডেলকে অঙ্কের নোবেল প্রাইজ বলা হয়?

১৫। মাদার টেরেসা ২০১৬ সালে তিনি 'সন্ত' ঘোষিত হন। হতদরিদ্র, অসহায় এবং অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো মহিয়সী নারী নোবেল শান্তি পুরস্কার পান কোন সালে?

১৬। উইলিয়াম রন্টজেন কী আবিষ্কারের জন্য নোবেল পান ১৯০৯ সালে, যা হাসপাতালে ব্যবহার হয়?

১৭। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা শান্তিনিকেতনে। 'মানব কল্যাণে অর্থনীতির ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণার জন্য ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পান তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন প্রাক্তনী?

১৮। রেডিও তরঙ্গ আবিষ্কারের জন্য কে ১৯০৯ সালে নোবেল পান?

১৯। এই বছর অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী বাঙালি অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্ত্রী এবং যৌথ নোবেল বিজেতা এস্থার ডুফলো কোন সাড়া জাগানো বইয়ের লেখক?

২০। নিউট্রন আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৫ সালে কে নোবেল পান?

২১। স্যার সি. ভি. রমনের পরিবারের একজন উত্তরপুরুষও নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে সাফল্যের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী সেই ব্যক্তির নাম কী?

২২। কোন নোবেলজয়ী সাহিত্যিকের বিখ্যাত বই 'দ্য ইন্ডিয়ান ট্রিলজি'-তে কলকাতা একটি বিশেষ চরিত্র?

২৩। অদ্ভুত ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে 'স্বীকৃতি' (ব্যঙ্গাত্মক) জানানো হয় 'ইগ নোবেল' পুরস্কারে মাধ্যমে। এখনও পর্যন্ত একজন বৈজ্ঞানিকই 'ইগ নোবেল' ও নোবেল, এই দুই পুরস্কারেই ভূষিত হয়েছেন। তিনি কে?

২৪। কোন পুরস্কার 'গ্রিন নোবেল' নামেও পরিচিত?

২৫। ১৯০১ সালে শান্তির জন্য সর্বপ্রথম নোবেল কে বা কারা জয় করেন?

উত্তর :

১. ১৯০১। ২. ডব্লিউ. বি. ইটস্। ৩. মালাল ইয়োসফজাই (২০১৪ সালে; ১৭ বছর বয়সে)। ৪. হরগোবিন্দ খুরানা। ৫. জন বার্দিন (১৯৫৬ ও ১৯৭২ সালে)। ৬. নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতিমাল্য। ৭. মেরি ক্যুরি—১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞান ও ১৯১১ সালে রসায়ন। ৮. সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। ৯. রোনাল্ড রস; ম্যালেরিয়ার ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পান ১৯০২ সালে। ১০. কল্যাণ অর্থনীতি। ১১. স্যার সি. ভি. রমন। ১২. ভেঙ্কটরমন রামাকৃষ্ণণ। ১৩. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019। ১৪. ফিল্ডস মেডেল। ১৫. ১৯৭৯; কলকাতায় নির্মল হৃদয় ও মিশনারিজ অব চ্যারিটি মাদার টেরেসাই প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬. এক্স-রে। ১৭. অমর্ত্য সেন। ১৮. গুগলিয়েলমো মার্কোনি। ১৯. 'পুওর ইকনমিক্স'। ২০. জেমস চ্যাডউইক। ২১. এস. চন্দ্রশেখর। ২২. ভি. এস. নাইপাল। ২৩. আন্দ্রেঁ গেইম; ২০০০ সালে যুগ্মভাবে 'ইগ নোবেল' ও ২০১০ সালে দ্বিমাত্রিক গঠনবিশিষ্ট পদার্থ গ্রাফিনের উপর তার অসাধারণ গবেষণার জন্য যুগ্মভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল। ২৪. 'গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্ট প্রাইজ'। ২৫. সুইজারল্যান্ডের হেনরি দুনান্ট ও ফ্রান্সের ফ্রেডেরিক পাসি।❑

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার

চিত্র : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থনীতির নোবেল। ১৯৯৮ সালে অমর্ত্য সেন। একুশ বছর পর ২০১৯-এ সম্মানিত ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুনিয়াব্যাপী দারিদ্র্য দূর করার জন্য পরীক্ষামূলক পথের স্বীকৃতি হিসেবেই এল পুরস্কার। তার সঙ্গে পুরস্কার ভাগ করে নিলেন তার স্ত্রী এবং একদা ছাত্রী এস্থার দুফলো এবং হার্ভার্ডের অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্রেমার। অভিজিৎ ও এস্থার হলেন 'আবদুল লতিফ জামিলা পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব' (জে-প্যাল) নামক গবেষণাকেন্দ্রের যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে অভিজিৎ আর এস্থার ষষ্ঠ দম্পতি। নোবেলজয়ী অ-শ্বেতাঙ্গ অর্থনীতিবিদ হিসেবে অভিজিৎ তৃতীয়।

১৯৬১-র ফেব্রুয়ারিতে বোম্বেতে জন্ম হলেও কলকাতার সঙ্গে অভিজিতের যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য। বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতির প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক। যে প্রজন্মের বাঙালির বাংলা আর ইংরেজিতে সমান শিকড় ছিল, সেই প্রজন্মের মানুষ। মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মসূত্রে মহারাষ্ট্রের মানুষ, কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর অধ্যাপক। সাউথ পয়েন্টের ছাত্র অভিজিৎ অর্থনীতি নিয়ে পড়েছেন প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে, তারপর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিএইচ ডি করেছেন হার্ভার্ডে, আরেক নোবেলজয়ী এরিক ম্যাসকিনের তত্ত্বাবধানে। এমআইটি-র 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল প্রফেসর অব ইকনমিক্স' অভিজিৎ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টর হয়েছেন সাগ্রহে।

দক্ষিণ কলকাতার মহানির্বাণ রোডের বাড়িতে বেড়ে ওঠা অভিজিতের। তার পাশেই ছিল একটা বস্তি। সেখানেই প্রথম পরিচয় দারিদ্র্যের সঙ্গে। ছোটোবেলায় কাছ থেকে দেখা দারিদ্র্য তাকে একটা কথা শিখিয়েছিল, প্রথাগত অর্থশাস্ত্র যে কথা খুব একটা বলে না—গরিবরাও একেবারেই আর পাঁচজন মানুষের মতো। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, উদ্বেগ, যুক্তি মানা এবং না-মানা, কোনওটাই গরিব বলে অন্যদের চেয়ে আলাদ নয়। অন্যদের সঙ্গে গরিবদের ফারাক মূলত টাকা থাকা আর না-থাকায়।

এই কথাটা এমনি শুনতে যতখানি সহজ, অর্থশাস্ত্রের দুনিয়ার অন্দরমহলের খোঁজ রাখলে বোঝা যায়, কথাটা আসলে ততখানি সহজ নয়। দারিদ্র্য নিয়ে চর্চা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু সেই আলোচনায় দরিদ্র মানুষকে, শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণেই, দেখা হয়েছে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হিসেবে। তারা হয় অলস, নয় প্রবল উদ্যমী; হয় মহৎ, নয় ছিঁচকে; হয় অসহায়, নয় দুনিয়া জিতে নেওয়ার ক্ষমতাধর। অর্থাৎ, গরিব মানুষ আর যাই হোক, সাধারণ লোক নয়। অভিজিৎ বলেছেন, গরিবের এই ছবিগুলো মাথায় রেখে যেসব তত্ত্ব তৈরি হয় দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য, তার কেনাওটাতেই সাধারণ গরিব নরনারীর জন্য বিশেষ জায়গা নেই—তাদের আশা আর আশঙ্কা; সীমাবদ্ধতা আর উচ্চাভিলাষ; বিশ্বাস আর বিভ্রান্তিকে এই তত্ত্বগুলো জায়গা দেয় না। অভিজিৎরা দারিদ্র্যের চরিত্রসন্ধান করেছেন ব্যক্তি হিসেবে দরিদ্রদের বিভিন্নতার

কথা মাথায় রেখে। খুঁজেছেন, কীভাবে তাদের অভ্যন্তরীণ যুক্তিবোধই দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের পথ করে দিতে পারে।

সেই খোঁজ অভিজিৎদের নিয়ে গিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। আর নিয়ে গিয়েছে একটা বিশ্বাসে যেকোনও একটা তত্ত্বের সাধ্য নেই দারিদ্র্য দূর করার। এমন কোনও ম্যাজিক বোতাম নেই, যা টিপলেই দারিদ্র্যের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। যেখানে যেমন সমস্যা, সেখানে তার জন্য মানানসই সমাধান খুঁজে বার করতে হবে, অভিজিৎ বিনায়কদের দর্শন এটাই। তার জন্য কোথাও হয়তো গরিব মানুষের কাছে শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু পৌঁছে দিলেই যথেষ্ট হয়। কোথাও আবার তাদের সামান্য ঠেলে দিতে হয় নিজেদের জন্য ভালো জিনিসটা বেছে নেওয়ার জন্য। কোথায় কোন পদ্ধতি কাজ করবে, অভিজিৎরা আগেভাগে সেকথা জানেন না। জানতে হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। যেমন, সন্তানকে টিকা দিতে নিয়ে গেলে যদি আধ কেজি ডাল পাওয়া যায় বিনামূল্যে, তাহলে কি টিকাকরণের হার বাড়ে? দিল্লিতে গবেষণা চালিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন তারা। সত্যিই বাড়ে।

সেই পরীক্ষার জন্য তারা বেছে নেন দু'টো কার্যত একই রকম জনপদ বা জনগোষ্ঠী, যাদের বৈশিষ্ট্য এক, সমস্যাও এক। একটা জনগোষ্ঠীতে তারা চালু করেন কিছু নতুন ব্যবস্থা, আর অন্যটা চলতে থাকে আগের মতোই। নির্দিষ্ট সময় পর তারা পরিসংখ্যান বিচার করে দেখেন, যে সমস্যার সমাধান খুঁজছিলেন, সেটা পাওয়া গেল কি না। পাকা চাকরির বদলে চুক্তিতে শিক্ষক নিলে কি বাচ্চাদের শিক্ষার মানে উন্নতি ঘটে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য বেছে নিতে হয় একই রকম অনেকগুলো স্কুল। তার কয়েকটাকে আগের মতোই চলতে দিতে হয়, আর বাকিগুলোয় নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। দুই দলের স্কুলে ছাত্রদের শেখার মানের তুলনা করলেই বোঝা যায়, কোন পদ্ধতিটা বেশি কার্যকর। এটাই 'র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল' (আরসিটি)। চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুল ব্যবহৃত এই পদ্ধতিকে অর্থশাস্ত্রে নিয়ে আসার কৃতিত্ব অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়দের। অর্থশাস্ত্রের দুনিয়ায় এই পদ্ধতির প্রভাব এখন প্রশ্নাতীত, বলছেন দুনিয়াজোড়া অর্থনীতিবিদরা। অভিজিৎ বিনায়কও মানলেন, নোবেল পুরস্কার স্বীকৃতি দিল যে রোগ বুঝে চিকিৎসা করাই উন্নয়ন অর্থনীতির দস্তুর হওয়া ভালো।

অন্যদিকে, মাইকেল রবার্ট ক্রেমার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গেটস প্রফেসর অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ। সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে উন্নয়নের অর্থনীতি চর্চার যে ধারাটি গত দেড় বা দুই দশকে জোরদার হয়েছে, তিনি সেই ধারার অগ্রণী গবেষক। 'ইনোভেশনস ফর পভার্টি অ্যাকশন' নামক একটি গবেষণা সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত, যে সংস্থার অন্যতম প্রধান সহযোগী হল এমআইটি-র আবদুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব (জে-প্যাল), যার দুই যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা হলেন এবারের অন্য দুই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার দুফলো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস প্রদেশে বড়ো হয়েছেন ক্রেমার, হার্ভার্ডেই তার উচ্চশিক্ষার শুরু। দরিদ্র সমাজের উন্নয়নে অর্থনীতির ভূমিকার প্রতি তার আকর্ষণের পিছনে একটা বড়ো অনুঘটক ছিল দক্ষিণ এশিয়া এবং কেনিয়ায় কিছু দিন বসবাসের অভিজ্ঞতা। বিশেষত, কেনিয়ায় অত্যন্ত দরিদ্র অঞ্চলের গ্রামে স্কুল তৈরি করা ও সেখানে পড়ানোর অভিজ্ঞতা তাকে দারিদ্র্যের অর্থনীতি নিয়ে গবেষণার প্রেরণা দিয়েছিল। 'র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল' (আরসিটি) নামক পদ্ধতির ভিত্তিতে পরীক্ষামূলক অর্থনীতির সূত্র ধরে সেই গবেষণার পথে এগিয়ে যান তিনি। সাম্প্রতিককালে তিনি উন্নয়নশীল দুনিয়ার যেসব সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন, সেগুলির মধ্যে আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও জল সরবরাহ। এইসব ক্ষেত্রে সরকারি নীতি কী হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করার জন্য পরীক্ষামূলক অর্থনীতি প্রয়োগ করেছেন ক্রেমার।

এই প্রত্যয় এবং তৎপরতার জোরেই ক্রেমার নিউমোনিয়া জাতীয় রোগের জীবাণুর প্রতিষেধক তৈরির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অ্যাডভান্স মার্কেট (এএমসি) নামেক এক নতুন বন্দোবস্ত চালু করাতে পেরেছিলেন। দরিদ্র দেশে যেসব রোগ বেশি হয় সেগুলির প্রতিষেধক উদ্ভাবনের গবেষণায় টাকার অভাব। ক্রেমার দেখালেন, ঠিকঠাক ভ্যাকসিন তৈরি হলে তা বিক্রি করে যথেষ্ট আয় হবে, এটা নিশ্চিত করতে পারলে উদ্যোগীরা গবেষণায় টাকা দেবেন। ২০০৭ সালে পাঁচটি দেশে এই প্রস্তাব কার্যকর করা হয়। তারপর থেকে চিকিৎসার অর্থনীতিতে এই মডেলটির প্রতিষ্ঠা ক্রমশই জোরদার হয়েছে।

দরিদ্র সমাজের সমস্যার মোকাবিলায় বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতাকে সরাসরি গবেষণায় ব্যবহার করে তাত্ত্বিক প্রকল্প গড়ে তোলার যে পথ এবারের নোবেলজয়ীরা সন্ধান করেছেন, এস্থার দুফলো, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্রেমারের সাফল্য তার গুরুত্বই বুঝিয়ে দেয়।❑

চিত্র সূত্র : https://www.pmindia.gov.in

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা

যোজনা ডায়েরি

(অক্টোবর ২০১৯)

আন্তর্জাতিক

➢ পার্লামেন্টে এককভাবে সরকার গড়ার মতো সংখ্যা তার ঝুলিতে না গেলেও দ্বিতীয়বারের জন্য কানাডার জাতীয় নির্বাচনে জয় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তার লিবারাল পার্টি ৩৩৮ আসনের হাউস অব কমন্সে পেয়েছে ১৫৭-টি আসন। এককভাবে সরকার গড়তে হলে পেতে হ'ত আরও ১৩-টি আসন।

● **নির্জোট সম্মেলন :**

উন্নত দেশগুলির নানা অত্যাচার, শোষণের প্রতিবাদে এক জোট হতে এবং নিজেদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে গঠিত হয় নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট বা নাম। এ বছর এই সংগঠনের সম্মেলন বসেছিল আজারবাইজানের বাকুতে। ২৬ ও ২৭ অক্টোবর দু'দিনের সম্মেলনে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান-সহ অধিকাংশ দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব হাজির ছিলেন। ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু।

● **নিজামের অর্থ নিয়ে মামলা জিতল ভারত :**

ব্রিটেনের ব্যাঙ্কে থাকা হায়দরাবাদের প্রয়াত নিজামের ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ডের অধিকার নিয়ে আইনি লড়াইয়ে জয়ী হল ভারত। ওই অর্থের উপরে পাকিস্তানের দাবি খারিজ করে দিয়েছে ব্রিটিশ হাইকোর্ট। এক রায়ে আদালত জানিয়েছে, ওই অর্থের উত্তরাধিকারী নিজামের বংশধরেরা। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই আইনি লড়াই লড়েছিল ভারত। প্রায় ৭০ বছর ধরে ওই অর্থের মালিকানা নিয়ে লড়াই চলেছে। ২০১৩ সালে পাকিস্তান নতুনভাবে লড়াই শুরু করে। বিরোধী পক্ষে ছিলেন নিজাম ওসমানের বংশধর মুকার্‌রম জাহ, তার ভাই মুফফাখম জাহ, নিজামের এস্টেটের প্রশাসক ও ভারত সরকার। পরে এই লড়াই কার্যত ভারত-পাক যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪৮ সালে হায়দরাবাদের তৎকালীন নিজাম ওসমান আলি খান লন্ডনের একটি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে প্রায় ১০ লক্ষ ৭ হাজার পাউন্ড পাঠান। ওই অ্যাকাউন্টটি ছিল লন্ডনে নিযুক্ত তৎকালীন পাক হাইকমিশনার হাবিব ইব্রাহিম রহিমতুলার। হায়দরাবাদের ভারতভুক্তির পরে সেই অর্থ ফেরৎ চান নিজাম। ওই অর্থের মালিকানা নিয়ে বিবাদ শুরু হওয়ায় লন্ডনের ব্যাঙ্কটি অর্থ নিজেদের হেফাজতে রেখে দেয়। সুদে আসলে বেড়ে তা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ডে।

বিচারপতি মার্কাস স্মিথ তার রায়ে জানিয়েছেন, নিজাম যে পাক অস্ত্রের বিনিময়ে যে ওই অর্থ দিয়েছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই। তিনি যে ভারতের হাত থেকে এই অর্থ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। তবে তার মানে এ নয় যে ওই অর্থ তিনি পাকাপাকিভাবে পাকিস্তানকে দিয়ে দিয়েছিলেন। নিজামের বংশধরেরাই ওই অর্থের বৈধ উত্তরাধিকারী। হায়দরাবাদের ভারতভুক্তির বৈধতা এই মামলায় বিচার্য নয় বলেও রায়ে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি।

● **ভারতীয় ও চিনাদের ব্রাজিলে যেতে আর ভিসা লাগবে না :**

ভারত আর চিনের পর্যটক ও ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের জন্য ব্রাজিলে ঢোকার দরজাটা এবার হাট করে খুলে দেওয়া হচ্ছে। ব্রাজিলে যাওয়ার জন্য ভারতীয় ও চিনা নাগরিকদের আর ভিসা করানোর ঝুটঝামেলা পোহাতে হবে না। গত ২৪ অক্টোবর এই সুখবর দিয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো। এবছরের গোড়ায় ক্ষমতায় আসার পরেই প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো ঘোষণা করেছিলেন, ব্রাজিলে ঢোকার জন্য বিভিন্ন দেশের পর্যটক ও ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের এখন যে ভিসা করানোর হ্যাপা পোহাতে হয়, তার আর দরকার হবে না। তারপর বছরের শুরু থেকেই উন্নত দেশগুলির নাগরিকদের জন্য ব্রাজিলে ঢোকার ভিসা প্রথা তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রথমে সেই সুবিধা পেয়েছিলেন আমেরিকা, কানাডা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার পর্যটক ও ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা।

● **ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট বিল :**

প্রথম ভোটে পাস করে গেলেও দ্বিতীয় ভোটে আটকে গেলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। গত ২২ অক্টোবর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে বরিস তার ১১০ পাতার 'উইথড্রয়াল এগ্রিমেন্ট বিল' পেশ করেছিলেন। এই বিল-ই আসলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তি, যা ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) মেনেও নিয়েছে। দীর্ঘ বিলটির কপি এদিন সব ব্রিটিশ এমপি-কে দেওয়া হয়েছে। তবে বিলটি নিয়ে পার্লামেন্টে তখনও কোনও আলোচনা হয়নি। এদিনই প্রথম ভোটটি হয় এই বিল নিয়েই। 'মতাদর্শগতভাবে' (কোনও আলোচনার আগেই) বরিসের বিল মেনে নেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপি। বরিসের পক্ষে ভোট পড়ে ৩২৯, আর বিপক্ষে ২৯৯-টি।

এর কয়েক মিনিট পরের ভোটে ছবিটা একদম পালটে যায়। এই ভোটে বরিসের প্রস্তাব ছিল, তিন দিনের মধ্যে ব্রেক্সিট বিল নিয়ে আলোচনা শেষ করতে হবে এমপি-দের। না হলে ৩১

অক্টোবর ব্রেক্সিট করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এবার সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপি ভোট দেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। বরিসের পক্ষে ভোট পড়ে ৩০৮-টি আর বিপক্ষে ৩২২-টি। বিশালায়তনের বিলটি দেখেশুনে অধিকাংশ এমপি-ই বলছেন, গোটা বিষয়টি যথেষ্ট জটিল, তাড়াহুড়ো করে এ বিল পাস করানো সম্ভব নয়। তিন দিনে ব্রেক্সিট বিল নিয়ে আলোচনা শেষ না হলে ঠিক ৯ দিন পরে ৩১ অক্টোবর ব্রিটেনের পক্ষে ইইউ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। ফলে ইইউ কর্তাদের কাছে ব্রেক্সিট পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলাও রইল না প্রধানমন্ত্রী জনসনের সামনে।

● **গর্ভপাত বৈধ হচ্ছে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডেও :**

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। ব্রিটেনের বাকি অংশের আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গর্ভপাতকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হল দেশের এই অংশেও। এতদিন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে প্রায় সব ক্ষেত্রেই গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিল। শুধু মায়ের প্রাণসংকট বা তার ঘোর মানসিক সংকটের আশঙ্কা থাকলে সম্মতি মিলত। ১৯৬৭ সাল থেকে ব্রিটেনের বাকি তিন অংশ, অর্থাৎ ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডে যে গর্ভপাত আইন চালু রয়েছে তা যথেষ্ট শিথিল। কিন্তু এতদিন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড সেই আইনের আওতায় পড়ত না। আগামী বছর এপ্রিলের মধ্যে যাতে সেখানকার মহিলারা গর্ভপাত সংক্রান্ত সব সুযোগ-সুবিধা পান, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়েছে ওয়েস্টমিনস্টার।

এবছরের গোড়া থেকে মায়ের প্রাণসংকটের আশঙ্কার মতো একগুচ্ছ ক্ষেত্রে গর্ভপাতকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের পড়শি স্বাধীন রাষ্ট্র আয়ারল্যান্ডেও। তাছাড়া, নতুন আইন মোতাবেক গর্ভধারণের ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত কোনও কারণ না দেখিয়েই গর্ভপাত করা যাবে। এর আগে পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডে গর্ভপাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ২০১২ সালে গর্ভপাত না করাতে পেরে মারা যান ভারতীয় বংশোদ্ভূত দন্তচিকিৎসক সবিতা হলপ্পানভর।

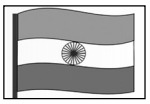

জাতীয়

● **মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচন :**

গত ৩১ অক্টোবর বিধানসভা নির্বাচন হয় হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র। হরিয়ানায় ৯০-টি আসন ও মহারাষ্ট্রে ২৮৮-টি। ভোট পড়ে যথাক্রমে ৬৭.৯৭ শতাংশ ও ৬১.৩ শতাংশ। ফলাফল ঘোষণা হয় ২৪ অক্টোবর। হরিয়ানায় ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছে ৪০-টি আসন। জননায়ক জনতা পার্টির ১০ জন বিধায়কের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকার গঠন করে মুখ্যমন্ত্রীর পদে আবার আসীন হলেন বিজেপি-র মনোহর লাল খট্টর। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শরিক দলের দুষ্যন্ত চৌটালা। মহারাষ্ট্রে বিজেপি জিতেছে ১০৫-টি আসনে আর এনডিএ জোট শরিক শিব সেনা ৫৬-টি।

● **নীতি আয়োগের শিক্ষা সূচক :**

স্কুল শিক্ষার মানের সূচকে গোটা দেশে এগিয়ে রইল কেরল। শেষ সারিতে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। নীতি আয়োগ স্কুল শিক্ষার মানের সূচক প্রকাশ করেছে। এই সূচক তৈরি হয়েছে ২০১৬-'১৭-র স্কুল শিক্ষার মানের ভিত্তিতে। পশ্চিমবঙ্গ এতে তথ্য পাঠায়নি। আয়োগের তালিকায় প্রথম পাঁচটি স্থানে রয়েছে কেরল, রাজস্থান, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাত। একেবারে শেষ সারিতে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। ২০১৫-'১৬-র তুলনায় ২০১৬-'১৭-তে স্কুল শিক্ষার মানে রাজ্যগুলি কতখানি উন্নতি করেছে, তা দেখে নীতি আয়োগের সূচক অনুযায়ী, বড়ো রাজ্যগুলির মধ্যে কেরল, রাজস্থান, কর্ণাটক, অন্ধ্র, গুজরাত ও অসম উপরের সারিতে রয়েছে। সার্বিক শিক্ষার মানে তাদের স্কোর ৬০ শতাংশের উপরে। তুলনায় শেষ স্থানে থাকা উত্তরপ্রদেশের স্কোর ৩৬.৪ শতাংশ। ছোটো রাজ্যগুলির মধ্যে এই সূচকে ভালো ফল করেছে মণিপুর ও গোয়া। শেষ স্থানে রয়েছে অরুণাচলপ্রদেশ।

● **দিল্লি-কাটরা এক্সপ্রেসের সূচনা :**

সূচনা হল দিল্লি-কাটরা সেমি হাই স্পিড 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস' ট্রেনের। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের আশ্বাস, ২০২২ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যেই রেলপথে যুক্ত হবে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। বাণিজ্যিভাবে ট্রেন চলছে ৫ অক্টোবর থেকে। আইআরসিটিসি-তে শুরু হয়ে গিয়েছে টিকিট বুকিং। বৈষ্ণোদেবী তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার পথে শেষ তথা প্রান্তিক রেল স্টেশন কাটরা। এই দিল্লি-কাটরা এক্সপ্রেসের সূচনা হওয়ার পর যাত্রার সময় কমে গেল প্রায় চার ঘণ্টা। আগে ১২ ঘণ্টা লাগত যাত্রায়। রেল সূত্রে খবর, দিল্লি থেকে মঙ্গলবার বাদে প্রতিদিন সকাল ৬টায় ছাড়বে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। কাটরায় পৌঁছবে দুপুর ২-টোয়। যাত্রাপথে অম্বালা ক্যান্টনমেন্ট, লুধিয়ানা এবং জম্মু তাওয়াই স্টেশনে দু'মিনিট করে দাঁড়াবে। উলটো পথে কাটরা থেকে এই ট্রেন ছাড়বে দুপুর ৩-টেয়। দিল্লি পৌঁছবে রাত ১১-টায়। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের অন্য নাম 'ট্রেন-১৮'। তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে। ১৬ বগির পুরোপুরি বাতানুকূল এই ট্রেনে ইঞ্জিনবিহীন স্বয়ংচালিত প্রযুক্তি যাতে খুব অল্প সময়েই গতি বাড়ানো বা কমানো যাবে। সেই কারণেই যাত্রাপথের সময় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে অন্তত ৪০ শতাংশ। এই ট্রেন-১৮-এর ভাড়া সর্বোচ্চ ৩,০১৫ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১,৬৩০ টাকা।

● **গ্রামীণ ভারত প্রকাশ্যে শৌচমুক্ত :**

গান্ধী জয়ন্তীকে 'স্বচ্ছ ভারত দিবস' হিসেবেই তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সবরমতী নদীর তীরেই এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন মোদী। সেখানে তার ঘোষণা, গ্রামীণ ভারত নিজেদের প্রকাশ্যে শৌচমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। তারা স্বেচ্ছায়, নিজেদের অঙ্গীকার এবং সহযোগিতায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছেছে। লোকে শৌচ নিয়ে কথা বলতে এখন আর দ্বিধাগ্রস্ত হন না, এটা তাদের ভাবনার একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরই মোদীর খতিয়ান, স্বচ্ছ ভারত মিশনে গত ৬০ মাসে ৬০ কোটি মানুষের জন্য ১১ কোটি শৌচালয় গড়েছে তার সরকার। আর কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে ৭৫ লক্ষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

● **গোয়া, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের নয়া রাজ্যপাল, উপ-রাজ্যপাল :**

গত ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপ করে কেন্দ্র সরকার। জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ, দু'টি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করা হয়। ৩১ অক্টোবর আলাদা আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ। তার সপ্তাহখানেক আগেই জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিককে বদলি করল

কেন্দ্রীয় সরকার। তাকে গোয়ার নয়া রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে। তার জায়গায় জম্মু-কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রথম উপ-রাজ্যপাল হচ্ছেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার তথা কেন্দ্রীয় ব্যয় সচিব গিরীশচন্দ্র মুর্মু। অন্যদিকে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের প্রথম উপ-রাজ্যপাল হবেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার রাধাকৃষ্ণ মাথুর।

● **ঢাকা-দিল্লির সাত চুক্তি :**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায় শুরু করলেন গত ৬ অক্টোবর। দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে তাদের দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকের পর ৭-টি চুক্তিপত্রে সই করলেন ভারত এবং বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি বোতাম টিপে ভিডিয়ো কনফারেন্স-এ তিনটি যৌথ প্রকল্পেরও উদ্বোধন করলেন মোদী-হাসিনা। উল্লেখ্য, গত এক বছরে মোদী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্স-এ ন'টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। সব মিলিয়ে এক বছরে এক ডজন প্রকল্প শুরু করা গেল।

যে সাতটি চুক্তি সই এবং তিনটি যৌথ প্রকল্পের এদিন উদ্বোধন হল, তার মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহণের জন্য চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতে চাইছে বিশেষ মন্ত্রক। গত সাত বছর ধরে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছিল। এর ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার আর্সেনিক-দুষ্ট পানীয় জলের সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ফেনি নদীর জল সাব্রুম জেলার মানুষ পান করতে পারবেন। এছাড়া, বাংলাদেশ থেকে এলএনজি আমদানি সংক্রান্ত চুক্তিও সই হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে। যে তিনটি যৌথ প্রকল্পের এদিন উদ্বোধন করলেন দুই প্রধানমন্ত্রী, তার মধ্যে রয়েছে ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে চারতলা বিবেকানন্দ ভবন চালু করা।

● **বোবদে নয়া প্রধান বিচারপতি :**

দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন শরদ অরবিন্দ বোবদে। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক গত ২৯ অক্টোবর জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তার নিয়োগ পত্রে সই করেছেন। বোবদে দেশের ৪৭তম প্রধান বিচারপতি হবেন। তিনি প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন। আগামী ১৮ নভেম্বর তিনি প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন। বিচারপতি বোবদে ১৭ ওই পদে থাকবেন। তিনি অবসর নেবেন ২০২১ সালের ২৩ এপ্রিল।

পশ্চিমবঙ্গ

● **কিউএস ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিং :**

'কিউএস ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিং'-এ গত বছরের স্থান ধরে রাখল খড়্গপুর আইআইটি। গত ২২ অক্টোবর প্রকাশিত এই র‍্যাঙ্কিংয়ে খড়্গপুর আইআইটি পঞ্চমস্থান অধিকার করেছে। গত বছরও পাঁচ নম্বরেই ছিল এই প্রতিষ্ঠান। গত কয়েক বছর ধরেই আন্তর্জাতিক স্তরের র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে আসছে এই খড়্গপুর আইআইটি। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩০৮ নম্বরে ছিল এই প্রতিষ্ঠান। এবার তারা পৌঁছেছে ২৮১ নম্বরে। গত বছরের ভারতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ের পঞ্চম স্থানও ধরে রাখতে পেরেছে। বোম্বে আইআইটি, বেঙ্গালুরু আইআইএসসি, দিল্লি আইআইটি ও মাদ্রাজ আইআইটি-র পরেই রয়েছে খড়্গপুর আইআইটি-র স্থান। এক্ষেত্রে শিক্ষা, কর্মদাতা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত-সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে মানদণ্ড বিচারের পরে এই স্থান অর্জন করেছে খড়্গপুর আইআইটি। সব মিলিয়ে প্রথম স্থানে থাকা বোম্বে আইআইটি সাড়ে ৮৮ নম্বর পেয়েছে। আর খড়্গপুর আইআইটি পেয়েছে প্রায় ৭৮ নম্বর। গত বছর খড়্গপুর আইআইটি পেয়েছিল প্রায় সাড়ে ৭৬ নম্বর।

গত বছরের মতো এবারেও 'কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়'-এ দেশের প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দ্বিতীয় স্থানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একইভাবে গতবারের স্থান অক্ষুণ্ণ রেখে এবারেও দেশের মধ্যে একাদশ স্থানে রয়েছে কলকাতা এবং যাদবপুর রয়েছে দ্বাদশ স্থানে। অর্থাৎ, প্রাদেশিক এবং সর্বভারতীয়, দু'টি বিভাগেই নিজেদের স্থান অটুট রাখল রাজ্যের এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়।

● **রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা ২ ফেব্রুয়ারি :**

রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রায় আড়াই মাস এগিয়ে আনা হল। আগামী বছর ২ ফেব্রুয়ারি এই প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে বলে পয়লা অক্টোবর জানান জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান মলয়েন্দু সাহা। উল্লেখ্য, বাংলার ১১৪-টি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা এখন ৩৩ হাজারের কিছু বেশি।

● **স্বচ্ছতায় ভারতের সেরা পাঁচে সাঁতরাগাছি স্টেশন :**

মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে রেল মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আওতাধীন সাঁতরাগাছি রেল স্টেশন। হাওড়া স্টেশনের কাছেই অবস্থিত এই স্টেশনের স্বচ্ছ পরিবেশ রেল কর্তাদের প্রশংসা পেয়েছে এবং সর্বভারতীয় স্বচ্ছতা সমীক্ষায় স্টেশনটি পঞ্চম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। এই তালিকায় সেরার স্থান পেয়েছে মহারাষ্ট্রের আন্ধেরি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্রেরই বিরার স্টেশন, তৃতীয় স্থানে আছে অসমের নওগাঁ স্টেশন। দেশের প্রধান ৭২০-টি স্টেশনের মধ্যে স্বচ্ছতার সমীক্ষার নিরিখে সেরার তকমা পেয়েছে জয়পুর। দ্বিতীয় স্থানে যোধপুর, তৃতীয় স্থানে দুর্গাপারা স্টেশন। এই তালিকায় প্রথম দশে স্থান পায়নি রাজ্যের কোনও স্টেশন। প্রথম দশে নেই দক্ষিণ-পূর্ব রেল ও পূর্ব রেলের কোনও স্টেশনও। ২০১৬ সাল থেকে চলে আসা এই বার্ষিক স্বচ্ছতা সমীক্ষায় গতবারের তুলনায় স্বচ্ছতার নিরিখে যে স্টেশনগুলির গুণগত মান উন্নত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে নিউ ফরাক্কা স্টেশনটি। স্বচ্ছতার নিরিখে দেশের সেরা রেল জোনের সম্মান পাচ্ছে উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে জোন।

● **গ্রামে সামাজিক উন্নয়নে রাজ্য ১৬তম :**

গ্রামে সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে ৩৬-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ১৬তম স্থান পেল পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৮-'১৯ সালে কেন্দ্রের ১৫ দফা কর্মসূচি রূপায়ণের ভিত্তিতে সম্প্রতি এই র‍্যাঙ্কিং তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। প্রতিটি রাজ্যকে রিপোর্টটি পাঠিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও উন্নতি করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, এ রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা গ্রামীণ স্বাস্থ্য, জমির উন্নয়ন, কৃষির বিকাশ, গ্রামীণ রাস্তা, সামগ্রিক গরিবি দূরীকরণ কর্মসূচিতে।

তুলনায় ভালো কাজ হয়েছে গ্রামীণ আবাস, পানীয় জল, পশুপালন, নারী শিশুকল্যাণের মতো সামাজিক প্রকল্পে। আধার সংযুক্তিকরণ না করায় গণবণ্টনের কাজেও ভালো নম্বর পায়নি রাজ্য।

রাজ্যভিত্তিক তুলনার জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারী ও শিশুকল্যাণ, জমির উন্নয়ন, গ্রামীণ আবাস, গ্রামীণ বিদ্যুৎ, পানীয় জল, রাস্তা, পশুপালন, অচিরাচরিত শক্তি, গরিবি হঠানোর মতো ১৫-টি কর্মসূচি বাছাই করেছিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ খরচ এবং খরচের গুণগত মানই মূলত দেখা হয়েছে। সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়। এর পরে রয়েছে পুদুচেরি, কেরল, গুজরাত, দমন দিউ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, হরিয়ানা, সিকিম, পাঞ্জাব, গোয়ার মতো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয়েছে ১৬ নম্বরে। সবচেয়ে খারাপ রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে অরুণাচল প্রদেশ।

● **ভরতুকি ছেড়ে নয়া কার্ড নিতে আর্জি :**

রেশনে ভরতুকির ভার কমাতে আমজনতার উপরেই ভরসা করতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেইভাবেই ভরতুকিহীন রেশন কার্ডের সংখ্যা বাড়াতে চায় তারা। ভরতুকিহীন ডিজিটাল রেশন কার্ডের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া গ্রহণের কাজ শুরু হচ্ছে ৫ নভেম্বর। ১০ নম্বর ফর্মে এই আবেদন করা যাবে। যেকোনও কাজের দিনে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ শিবির, খাদ্য ও সরবরাহ ইন্সপেক্টরের অফিসে ওই ফর্ম জমা দেওয়া যাবে। ফর্ম মিলবে নির্দিষ্ট রেশন দোকান, খাদ্য দপ্তরের অফিস এবং অনলাইনে। ১০ নম্বর ফর্ম www.wbpds.gov.in থেকে ডাউনলোড করে জমা দেওয়া যাবে। অনলাইন আবেদনেরও ব্যবস্থা আছে।

● **হিংসাত্মক অপরাধে তিন নম্বরে রাজ্য :**

এনসিআরবি বা ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সদ্য প্রকাশিত সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী হিংসাত্মক অপরাধের দিক থেকে গোটা দেশের মধ্যে শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়। ২০১৭ সালে বাংলায় ৪৮,৬০৯-টি হিংসাত্মক অপরাধের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। বঙ্গে ২০১৫ সালে (৪৬,১১৬-টি) এবং ২০১৬ সালে (৪৬,৭২৩-টি) এর থেকে কম অপরাধের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছিল।

২০১৭-য় উত্তরপ্রদেশে ৬৪,৪৫০-টি হিংসাত্মক অপরাধের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ৫০,৭০০-টি হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে বিহার রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। সারা দেশে অপরাধ নথিভুক্তির মাত্র ২০১৬-র তুলনায় ২০১৭ সালে ৩.৬ শতাংশ বেড়েছে। অপহরণের মাত্রা বেড়েছে ৯ শতাংশ। শিশু ও মহিলাদের উপরে নির্যাতন, তফসিলি জাতি, জনজাতির উপরে অপরাধের তথ্যও নথিবদ্ধ হয়েছে ওই রিপোর্টে। মহিলাদের উপরে অপরাধেও পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়। ২০১৭ সালে রাজ্যে ৩০,৯৯২-টি এই ধরনের অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছিল। শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ (৫৬,০১১-টি) এবং দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র (৩১,৯৭৯-টি) ধর্ষণের চেষ্টার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম।

বড়ো শহরে হিংসাত্মক ঘটনা নথিভুক্তির নিরিখে শীর্ষে দিল্লি (১১,৬৮৪-টি)। তার পরে মুম্বাই, পাটনা, বেঙ্গালুরু, পুণে। কলকাতায় ওই সময়ে ১,২৩১-টি হিংসাত্মক অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে। শিশুদের উপরে অপরাধে এগিয়ে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র। তাদের সঙ্গে অপরাধের হারের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের ফারাক অনেকটা। ওই সময়ে এরাজ্যে এমন অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে ৬,৫৫১-টি। রিপোর্টে ইঙ্গিত, সব রাজ্যেই সাইবার অপরাধ বেড়েছে। শীর্ষে অসম।

● **২৫ নভেম্বর থেকে নতুন ভোটারের আর্জি :**

ভোটার তথ্য যাচাই কর্মসূচি (ইভিপি) সাঙ্গ হতেই শুরু হবে নতুন ভোটার তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া। তেমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রক্রিয়া। ০১.০১.২০১৯ পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর হয়েছিল, এখনও পর্যন্ত তাদের নামই ভোটার তালিকায় উঠেছে। তারপর থেকে নতুন আবেদনের সুযোগ না মেলায় পরবর্তীতে ১৮ বছর বয়স হলেও ভোটার তালিকার নাম তোলার সুযোগ মেলেনি করাও। এবার যাদের বয়স আগামী ০১.০১.২০২০ সালের মধ্যে ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তারা এই ২৫ নভেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। একইসঙ্গে ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে সংশোধন, বিয়োজনের কাজও চলবে। আগামী বছরের ২০ জানুয়ারি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে।

● **বাজিমাত প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের :**

গত আর্থিক বছরে সব মিলিয়ে ব্যবসা হয়েছিল ১৮ কোটি টাকার। আর চলতি অর্থবর্ষে প্রথম ছ'মাসেই এসেছে ১৯ কোটি। আশা, বছর শেষে ওই অঙ্ক পেরোবে ৪০ কোটি। ব্যবসার কৌশল বদলে এভাবেই সাফল্যের মুখ দেখছে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর। রাজ্য সরকারের এই দপ্তরের অধীনে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন নিগম। নিগমের আওতায় হরিণঘাটা মিট। যারা এতদিন শুধু হাঁস, মুরগি, কোয়েল, টার্কি, ভেড়া, খাসি, শুয়োরের মাংসের খুচরো বিক্রিতে চোখ রেখে এগোচ্ছিল। চলতি আর্থিক বছরের শুরুতেই নিগম আইআরসিটিসি, মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি-সহ বেশ কয়েকটি বড়ো মাপের ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাংস সরবরাহের চুক্তি করেছে। শিল্পের ভাষায় যা 'বি-টু-বি' মডেল। অর্থাৎ, দুই বা তার বেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহের ব্যবসা। আর এর হাত ধরেই গত ছ'মাসে মাংসের বরাত বাড়তে শুরু করেছে হরিণঘাটা মিটের। ফলে এক ধাক্কায় বেড়ে গিয়েছে ব্যবসার অঙ্ক। উল্লেখ্য, ২০১৬-'১৭ সালে নিগমের মোট ব্যবসা হয়েছিল ৬ কোটি টাকা। ২০১৮-'১৯ সালে তা বেড়ে পৌঁছয় ১৮ কোটিতে।

অর্থনীতি

● **সুদ একই থাকছে স্বল্প সঞ্চয়ে :**

পোস্ট অফিস ডিপোজিট, পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড (পিপিএফ), সুকন্যা সমৃদ্ধি, সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমের মতো বিভিন্ন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখল কেন্দ্র। অর্থাৎ, চলতি অর্থ বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন প্রকল্পে যে সুদের হার ছিল, সেটাই অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে থাকবে। সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পিপিএফ এবং ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (এনএসসি)-র সুদের হার অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭.৯ শতাংশ থাকবে। সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্টে মিলবে ৮.৪ শতাংশ সুদ। পাঁচ বছরের সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমে সুদ পাওয়া যাবে ৮.৬ শতাংশ। পাঁচ বছর

মেয়াদি পোস্ট অফিসের এমআইএস প্রকল্পে ৭.৬ শতাংশ হারে সুদ মিলবে। অন্যদিকে, পোস্ট অফিসে ১-৩ বছরের মেয়াদি আমানতে ৬.৯ শতাংশ ও পাঁচ বছরের জন্য ৭.৭ শতাংশ সুদ পাবেন আমানতকারীরা। আর পোস্ট অফিসে পাঁচ বছরের রেকারিং ডিপোজিটে ৭.২ শতাংশ হারেই সুদ মিলবে। অন্যদিকে, ১১৩ মাস মেয়াদি কিষাণ বিকাশ পত্রে সুদের হার ৭.৬ শতাংশই থাকছে।

● **বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ ভারত দাবি প্রধানমন্ত্রীর :**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দাবি, বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ ভারত, সৌদি আরবের মতো বড়ো উন্নয়নশীল দেশগুলির দেখানো পথের উপরেই নির্ভর করবে। গত ২৯ অক্টোবর সৌদি আরবের বার্ষিক বিনিয়োগ সম্মেলনে এই বার্তা মোদী দিয়েছেন। সারা বিশ্বের বৃদ্ধির পূর্বাভাস ছাঁটাই করেছে আইএমএফ। মোদীর দাবি, বহুপাক্ষিক বাণিজ্যে অসাম্যের পরিণাম হল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় এই প্রেক্ষিতেই ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি তার। মোদী জানান, পরিকাঠামোয় এশিয়ার দরকার বছরে অন্তত ৭০,০০০ কোটি ডলার লগ্নি। আর আগামী কয়েক বছরে ভারতে ঢালা হবে ১.৫ কোটি। পাশাপাশি, তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রে ২০২৪ সালের মধ্যে লগ্নি হবে ১০,০০০ কোটি। ব্যবসার পরিবেশের উন্নতির লক্ষ্যে মেক ইন ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ার মতো কর্মসূচির কথাও তোলেন তিনি।

● **ওসিআই-কে এনপিএস-এ লগ্নির সুযোগ :**

যেসমস্ত বিদেশি নাগরিকের সারা জীবনের ভারতীয় ভিসা রয়েছে (ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া বা ওসিআই), এবার তাদের জন্যও জাতীয় পেনশন প্রকল্পের (ন্যাশনাল পেনশন স্কিম বা এনপিএস) দরজা খুলে দিল কেন্দ্র। গত ৩০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, এনপিএস-এ ওই টাকা ঢালায় ছাড়পত্র দিয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ন্ত্রক পিএফআরডিএ। এবার থেকে এবিষয়ে অনাবাসী ভারতীয়দের সমান সুবিধা পাবেন তারা। তবে শর্ত হল, প্রকল্পে খাতা খুলতে পিএফআরডিএ আইনে যোগ্য বলে বিবেচিত হতে হবে। আর মেয়াদ শেষে তৈরি তহবিলের টাকা তুলে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া বা তা দিয়ে অ্যানুইটি কেনার ক্ষেত্রে মানতে হবে বিদেশি মুদ্রা পরিচালনা আইন (ফেমা)।

উল্লেখ্য, ৮০সিসিডি(১) ধারায় কর্মীদের বছরে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়ে আয়কর ছাড় মেলে। তার বাইরে আরও ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়ে কর ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যায় সেই অর্থ এনপিএস-এ রাখলে। আগে এই প্রকল্পে তৈরি তহবিলের টাকার ৪০ শতাংশ পর্যন্ত একলপ্তে তুললে, তার উপরে কর ছাড়ের সুবিধা মিলত। এবার বাজেটে ওই সীমা বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করেছে কেন্দ্র। বাকি ৪০ শতাংশ অবশ্য ব্যবহার করতে হবে অ্যানুইটি কিনতে।

● **মোদী-মালপাস বৈঠক :**

গত এপ্রিলে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তার পরে এই প্রথম ভারত সফরে এলেন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাস। চার দিনের জন্য। গত ২৫ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে পৌঁছোনোর পরের দিনই বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। তবে তারও আগে সঙ্গে আসা প্রতিনিধি দলকে নিয়ে দেখা করে এলেন নর্থ ব্লকে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে।

● **স্টেট ব্যাঙ্কের মুনাফা বাড়ল :**

অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা কমার পাশাপাশি শাখা সংস্থা বিক্রির টাকা হাতে আসার সুবাদে জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে মুনাফা প্রায় ছ'গুণ বাড়াল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া গোষ্ঠী। দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কটি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে নিট মুনাফা করেছে ৩,৩৭৫.৪০ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৫৭৬.৪৬ কোটি। এদিন বিএসই-তে স্টেট ব্যাঙ্কের শেয়ার দর বেড়েছে ৭.১৯ শতাংশ। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে স্টেট ব্যাঙ্কের মোট ঋণের তুলনায় মোট অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ আগের বারের থেকে ২.৭৬ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৭.১৯ শতাংশ। নিট হিসাবে তা ২.০৫ শতাংশ কমে হয়েছে ২.৭৯ শতাংশ। তাদের নতুন করে অনুৎপাদক সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। এই সময়ে নতুন করে অনুৎপাদক সম্পদ তৈরি হয়েছে ৮,৮০৫ কোটি টাকা। যা আগেরবার ছিল ১০,৭২৫ কোটি টাকা।

● **বিশ্ব ব্যাঙ্কের মাপকাঠিতে ১৪ ধাপ এগোল ভারত :**

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহজে ব্যবসা করার (ইজ অব ডুয়িং বিজনেস) মাপকাঠিতে দেশ ১৪ ধাপ এগিয়ে গেল ভারত। সহজে ব্যবসার মাপকাঠিতে গত বছর ভারত ছিল ৭৭ নম্বরে। এবছর তা ৬৩। এই নিয়ে টানা তিন বছর ধরে বিশ্ব ব্যাঙ্কের তালিকায় উন্নতি।

কোথায় এগোল কতটা

	২০১৯	২০১৮
● সহজে দেউলিয়া ঘোষণা	৫২	১০৮
● নির্মাণের অনুমতি	২৭	৫২
● আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	৬৮	৮০
● সম্পত্তি নথিভুক্তি	১৫৪	১৬৬
● কর মেটানো	১১৫	১২১
● বিদ্যুৎ সংযোগ	২২	২৪
● ব্যবসা শুরু	১৩৬	১৩৭
● সার্বিক স্থান	৬৩	৭৭

● **বিএসএনএল-এমটিএনএল সংযুক্তিকরণে সায় :**

দুই রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম সংস্থা বিএসএনএল এবং এমটিএনএল-এর জন্য কেন্দ্র সরকার ঘোষণা করল প্রায় ৬৯ হাজার কোটি টাকার পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ। গত ২৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগতভাবে ঠিক হয়েছে যে, এই দু'টি টেলিকম সংস্থাকে মিশিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, সংযুক্ত সংস্থার পরিষেবা চাঙ্গা করতে বরাদ্দ করা হবে ফোর-জি স্পেকট্রাম। এমটিএনএল দিল্লি ও মুম্বাইয়ে টেলিফোন পরিষেবা দেয়। বিএসএনএল পরিষেবা প্রদান করে দেশের বাকি জায়গায়।

● **বিশ্ব অর্থনীতি প্রসঙ্গে আইএমএফ :**

গোটা বিশ্বেই মন্দার চাপে রয়েছে অর্থনীতি। আগামী কয়েক বছরে কোন খাতে বইবে বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধির হার, তার আভাস দিল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। মন্দার ধাক্কায় ন্যুব্জ আর্থিক বৃদ্ধির হারের এই শ্লথগতি চলবে আরও ৫ বছর, ভবিষ্যদ্বাণী আইএমএফ-এর। তবে আশার কথা একটাই, বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদানের নিরিখে ভারত উঠে আসতে পারে কয়েক ধাপ উপরে। অন্যদিকে, তালিকায় নিচের দিকে নামবে চিন, মনে করছে আইএমএফ।

অধিকাংশ দেশেই আর্থিক বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী। কিংবা যে হারে আশা করা গিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক কম। চিন-আমেরিকা শুল্ক যুদ্ধের প্রভাব গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতেই পড়ছে। ব্রেক্সিট থেকে

ব্রিটেনের বেরিয়ে আসার প্রভাবে চাপে ইউরোপের অর্থনীতি। সব মিলিয়ে শিল্প-বিনিয়োগে ভাঁটার টান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলছে ঢিমেতালে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধির হার কেমন হবে এবং কোন দেশের অবদান তাতে কেমন থাকবে, তা নিয়েই সম্প্রতি একটি সম্ভাব্য নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে আইএমএফ।

সেই সম্ভাব্য নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই মন্দার প্রভাব থাকবে বিশ্বের ৯০ শতাংশ দেশের অর্থনীতিতে। তবে ২০০৮-'০৯ সালে যে বিশ্বজুড়ে যে মন্দা দেখা দিয়েছিল, সেই পরিস্থিতি হবে না বলেই মত আইএমএফ-এর। অর্থনীতি চাপে থাকার অর্থ, আর্থিক বৃদ্ধিও ঝিমিয়ে পড়বে। সেদিকেই দিক নির্দেশ করে আইএমএফ মনে করছে, শুধুমাত্র এবছর অর্থাৎ ২০১৯ সালেই আর্থিক বৃদ্ধি কমতে পারে ৩ শতাংশ পর্যন্ত।

সামগ্রিক অর্থনীতির এই চিত্রের পাশাপাশি, মুখ্য দেশগুলির অর্থনীতি এবং বৃদ্ধির হার কেমন হবে, তারও একটি সম্ভাব্য রূপরেখা তৈরি করেছে আইএমএফ। বর্তমানে বিশ্বের জিডিপি বৃদ্ধির হারে আমেরিকার অবদান সবচেয়ে বেশি ২৪.৪ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চিন। তাদের অবদান ১৬.১ শতাংশ। এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে জাপান (৫.৯৩ শতাংশ) ও জার্মানি (৪.৬৭ শতাংশ)। ভারতের (৩.৩৬ শতাংশ) স্থান পঞ্চমে।

কিন্তু আইএমএফ-এর সম্ভাব্য রূপরেখায় এই স্থানে অবশ্যম্ভাবী। চিনের প্রভাব যেমন কমতে পারে, তেমনই ভারত উঠে আসতে পারে শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদানও সেই অনুযায়ী বাড়বে। চিন এবং আমেরিকাকে টপকে ভারত উপরে উঠে আসতে পারে বলেও ইঙ্গিত আইএমএফ-এর।

● **সুদ কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক :**

গত ৪ অক্টোবর রেপো রেট (স্বল্প মেয়াদে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে সুদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেয়) ২৫ বেসিস পয়েন্ট (০.২৫ শতাংশ বিন্দু) কমাল শীর্ষ ব্যাঙ্ক। গত ফেব্রুয়ারি থেকে এই নিয়ে টানা পাঁচবারে মোট ১৩৫ বেসিস পয়েন্ট কমল রেপো রেট। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একইসঙ্গে কমিয়ে দিয়েছে চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির পূর্বাভাস। এতদিন পর্যন্ত শীর্ষ ব্যাঙ্কের পূর্বাভাস ছিল চলতি অর্থবর্ষে অর্থনীতির বৃদ্ধির হার হবে ৬.৯ শতাংশ। এদিন তা কমিয়ে ৬.১ শতাংশ করা হয়েছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আগস্ট পর্যন্ত ১১০ বেসিস পয়েন্ট সুদ কমালেও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সুদ কমিয়েছে গড়ে মাত্র ২৯ বেসিস পয়েন্ট।

খেলা

➢ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব স্পোর্টস ক্লাইম্বিং বিশ্বকাপে নতুন বিশ্বরেকর্ড করলেন ইন্দোনেশিয়ার মহিলা ক্লাইম্বার অ্যারিস সুসান্তি রাহায়ু। ১৫ মিটারের দেওয়ালে চড়তে তিনি সময় নিলেন ৬.৯৯৫ সেকেন্ড। প্রথম মহিলা ক্লাইম্বার হিসাবে সাত সেকেন্ডেরও কম সময়ে এই উচ্চতায় ওঠার কৃতিত্ব অর্জন করে নতুন বিশ্বরেকর্ড করলেন তিনি। চিনের জিয়ানমেন শহরে সম্প্রতি বসেছিল আইএফএসসি ক্লাইম্বিং বিশ্বকাপের আসর। সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ক্লাইম্বার অ্যারিস।

➢ রাঁচিতে ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রিপল জাম্পে সোনা জিতলেন জলপাইগুড়ির মেয়ে ভৈরবী রায়। রেলওয়েজের হয়ে নেমে ১৩.২১ মিটার লাফিয়ে চমকে দিলেন অভিজ্ঞ এই মেয়ে।

● **প্রো-কবাডি লিগ চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গল ওয়ারিয়র্স :**

প্রো-কবাডি লিগ পেল নতুন চ্যাম্পিয়ন। গত ১৯ অক্টোবর আমেদাবাদে বেঙ্গল ওয়ারিয়র্স ৩৯-৩৪-এ হারাল দাবাং দিল্লিকে। এবারই প্রথমবার ফাইনালে পৌঁছেছিল দু'দল। নবীন কুমার ফাইনালে নজর কেড়েছেন তার পারফরম্যান্স দিয়ে। কিন্তু, দিনটা যে তার ছিল না। নবীনের মরিয়া চেষ্টা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। নবীন যদি দিল্লির মুখ হন, তা হলে বেঙ্গল ওয়ারিয়র্সের জীভা কুমার এবং মহম্মদ নবীবকশ জয়ের অন্যতম কারিগর। দিল্লির আক্রমণের ঝড়ঝাপটা একাই রুখে দেন জীভা। অন্যদিকে, নবীবকশ ১০-টা রেইড পয়েন্ট তুলে নেন বেঙ্গল ওয়ারিয়র্সের হয়ে। প্রথম দিকে আট পয়েন্টে দিল্লির থেকে পিছিয়ে থাকলেও তাই শেষ হাসি হাসতে সমস্যা হয়নি বেঙ্গল ওয়ারিয়র্সের। কাঁধের হাড় সরে যাওয়ায় এদিন ফাইনালে নামতে পারেননি অধিনায়ক মনিন্দর সিং। দলকে নেতৃত্ব দেন মহম্মদ নবীবকশ।

● **এশিয়া সেরার শিরোপা ভারতের মেয়েদের :**

মেয়েদের ইমার্জিং এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন ভারত। গত ৩০ অক্টোবর কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে ১৪ রানে হারায় ভারত। ম্যাচের ফল নির্ধারণ হয় ডাকওয়ার্থ ও লুইস পদ্ধতিতে। প্রথমে ব্যাট করে ৬৩ রানে ছয় উইকেট হারায় ভারত। কিন্তু বাংলার তনুশ্রী সরকারের ৪৭ রানের ইনিংসের সাহায্যে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়ে ১৭৫ রান করে ভারত। কিন্তু শ্রীলঙ্কা ব্যাট করতে নামার আগে বৃষ্টি শুরু হয়। ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতি ব্যবহার করে লক্ষ্য পরিবর্তন হয় শ্রীলঙ্কার। ৩৫ ওভারে ১৪৯ রান তাড়া করতে নেমে ১৩৫ রানে শে, হয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ভারতীয় বোলারদের সামনে তাদের লক্ষ্য সহজ হলেও উইকেটে দাঁড়াতে পারেননি। একাধিক ভুল শট খেলে আউট হয়েছেন। ম্যাচ হারার সেটাই বড়ো কারণ। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরাও সেভাবে সফল হতে পারেননি। কিন্তু বোলারদের দাপটে এশিয়া সেরা হলেন তারা। চারটি করে উইকেট নেন দেবিকা বৈদ্য ও তনুজা কনওয়ার।

● **নয়া বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি :**

সব প্রতীক্ষার অবসান। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)-এর প্রেসিডেন্ট হলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। গত ২৩ অক্টোবর মুম্বাইস্থিত বোর্ডের সদর দপ্তরে বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ দিনই শেষ হল সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স (সিওএ)-এর ৩৩ মাসের মেয়াদ। এ দিনের সভায় প্রথমে তিন বছরের হিসাব পাস করানো হয়।

তারপর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ঘোষিত হন সৌরভ। সমস্ত রাজ্য সংস্থা সর্বসম্মতভাবেই বেছে নিয়েছিল সৌরভ-সহ বাকিদের। জয় শাহ হলেন বোর্ডের সচিব। অরুণ ধুমল হলেন বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ। এর আগে জাতীয় দলের কোনও প্রাক্তন অধিনায়ক পূর্ণ সময়ের জন্য

বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হননি। সৌরভ তাই নতুন ইতিহাস গড়লেন। হলেন বোর্ডের ৩৯তম প্রেসিডেন্ট। ৪৭ বছর বয়সি এমনিতেই দেশের সফলতম অধিনায়কদের মধ্যে পড়েন। দুর্দান্ত ক্রিকেট কেরিয়ারের পর প্রশাসক হিসেবে সিএবি-তে গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করছেন তিনি।

● **দেশের প্রথম দিন-রাতের টেস্ট হবে কলকাতায় :**

প্রশাসক হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলির জমানা শুরু হতেই ভারতের মাটিতে প্রথম দিন-রাতের টেস্ট হতে চলেছে। ঐতিহাসিক ইডেন যে দ্বৈরথ দেখবে ২২ নভেম্বর থেকে। টেস্ট শুরু হবে দুপুর দু'টো থেকে। প্রথমে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি এবং তারপরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এই দুই পক্ষকেই বোঝানোর ভার নিয়েছিলেন সৌরভ। ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়ক দু'ক্ষেত্রেই সফল।

● **আইসিসি সাকিব আল হাসানকে ২ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করল :**

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ২ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করল বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে। গত ২৯ অক্টোবর সাকিবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। দু'বছরের মধ্যে এক বছর 'স্থগিত নিষেধাজ্ঞা'। অর্থাৎ, সাকিব ক্রিকেট থেকে পুরোপুরি বাইরে থাকবেন এক বছর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বলছে, নিষেধাজ্ঞার সময়ে সাকিব যদি শাস্তির নিয়ম ঠিকঠাক মেনে চলেন, তা হলে ২০২০ সালের ২৯ অক্টোবর তিনি ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন। যেহেতু সাকিব আইসিসি-এর আনা সমস্ত অভিযোগগুলিই মেনে নিয়েছেন, তাই শাস্তির মেয়াদ খাতায়-কলমে দুই বছর হলেও সাকিবকে এক বছরের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

বুকিদের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়েও বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার তা গোপন করে যান। এই কারণেই তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফ, আম্পায়ার, স্কোরার যদি বুকিদের কাছ থেকে কোনও প্রস্তাব পান, তা হলে আইসিসি বা সংশ্লিষ্ট দেশের ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতি দমন কর্তাদের তা জানানো বাধ্যতামূলক।

● **টাইগার উডসের নজির :**

৮২তম পিজিএ টুর ট্রফি জিতে সর্বাধিক খেতাব জেতার নজির গড়লেন টাইগার উডস। গত ২৮ অক্টোবর জাপানে জোজো চ্যাম্পিয়নশিপে এই নজির গড়তে বিশ্বের ১০ নম্বর টাইগারের সাতটি হোল-এর খেলা বাকি ছিল। সেই লক্ষ্যপূরণ করতেই প্রাক্তন মার্কিন গলফ তারকা স্যাম স্নিডের নজির স্পর্শ করেন। স্যাম এই নজির গড়েছিলেন ১৯৬৫ সালে। এই চ্যাম্পিয়নশিপের নয় সপ্তাহ আগে হাঁটুতে পঞ্চমবার অস্ত্রপচারের পরে এই প্রথম খেতাব জিতলেন উডস। গত এপ্রিলে ১১ বছর পরে মেজর জিতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন টাইগার। যে জয়ের পরে কিংবদন্তি জ্যাক নিকোলসের ১৮ মেজর জয় থেকে আর তিন ধাপ দূরে এখন টাইগার। শেষবার স্নিড যখন পিজিএ টুর খেতাব জিতেছিলেন তার বয়স ছিল ৫২। পাশাপাশি নিকোলস শেষ মেজর জিতেছিলেন ৪৬ বছর বয়েসে। উল্লেখ্য, মার্কিন কিংবদন্তি প্রথম খেতাব জিতেছিলেন ২৩ বছর আগে লাস ভেগাসে। পিজিএ টুর জয়ীদের মধ্যে শতকরা জয়ের দিক থেকেও এগিয়ে আছেন টাইগার (২২.৮ শতাংশ)।

● **প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপে পাপুয়া নিউ গিনি :**

প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলবে পাপুয়া নিউ গিনি। গত ২৭ অক্টোবর দুবাইয়ে কেনিয়াকে ৪৫ রানে হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র জোগাড় করল তারা। আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় হবে টি-২০ বিশ্বকাপ। সেখানে ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে লড়তে দেখা যাবে পাপুয়া নিউ গিনিকেও। এদিন প্রথমে ব্যাট করে পাপুয়া নিউ গিনি ১১৮ রানে অল আউট হয়ে যায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৮.৪ ওভারে ৭৩ রানে শেষ হয়ে যায় কেনিয়া। বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার জন্য শুধু জিতলেই হ'ত না, নেদারল্যান্ডস-স্কটল্যান্ড ম্যাচের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল পাপুয়া নিউ গিনিকে। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২.৩ ওভারে নেদারল্যান্ডস জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নিলে বিশ্বকাপে আর খেলা হ'ত না পাপুয়া নিউ গিনির। শেষপর্যন্ত ১৭ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে ম্যাচটা জেতে ডাচরা। ফলে বিশ্বকাপের দরজা খুলে যায় পাপুয়া নিউ গিনির সামনে। আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপ খেলবে ১৬-টি দেশ। ইতোমধ্যেই ১২-টি দেশ খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে। বাকি চারটি দেশের জন্য এখন অপেক্ষা।

● **ফরাসি ওপেনে ভারতের স্বপ্নভঙ্গ :**

সেমিফাইনালে দুরন্ত লড়াই করে পঞ্চম বাছাই জাপানি জুটিকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠে সাত্ত্বিক এবং চিরাগ জুটি। সেই ম্যাচের ফল ছিল ২১-১১, ২৫-২৩। তার পুনরাবৃত্তি হল না ফাইনালে। গত ২৭ অক্টোবর ফরাসি ওপেন ব্যাডমিন্টন ডাবলস ফাইনালে হেরে গেল সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি জুটি। শীর্ষবাছাই ডাবলস জুটি মার্কাস ফেরনাল্ডি জিডিয়ন এবং কেভিন সানজায়া সুকামুলজো জিতেছে ২১-১৮, ২১-১৬ পয়েন্টে।

ফাইনালে হারলেও প্রথমবার কোনও ভারতীয় ডাবলস জুটি বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার ওয়ার্ল্ড ট্যুর ৭৫০ পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব দেখাল। বিডব্লিউএফ সার্কিটে প্রথমবার এত বড়ো মাপের প্রতিযোগিতা শেষবার ভারতীয় জুটি হিসেবে ফরাসি ওপেন জিতেছিলেন ১৯৮৩ সালে পার্থ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিক্রম সিং। সেই ইতিহাস স্পর্শ করার সামনে এসেও স্বপ্নভঙ্গ হল সাত্ত্বিক-চিরাগের। এর আগে এই জাপানি জুটির বিরুদ্ধেই দু'বার মুখোমুখি হয়ে হেরে গিয়েছিলেন চিরাগেরা। সেই দু'টি হার আসে ২০১৮ ইন্দোনেশিয়ান ওপেন এবং ২০১৭ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে।

● **বাসেলে চ্যাম্পিয়ন ফেডেরার :**

১৯৯৩ সালে যেখানে বল বয় ছিলেন, ২৬ বছর পরে ঠিক সেখানেই ১০ নম্বর ট্রফি জিতলেন রজার ফেডেরার। বাসেলে সহজেই সুইস মহাতারকা গত ২৭ অক্টোবর ফাইনালে স্ট্রেট সেটে হারালেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডিমিনিয়রকে। ফল ফেডেরারের পক্ষে ৬-২, ৬-২। ফাইনালে জেতার পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতায় টানা ২৪-টি ম্যাচে অপরাজিত থাকার নজিরও গড়লেন তিনি। শুধু তাই নয়, টানা ১৩ নম্বর ফাইনালে খেললেন তিনি সুইস ইন্ডোরে খেলোয়াড় জীবনের ১০৩ নম্বর ট্রফিও।

এর আগে জুনে হ্যাল ওপেনে দশ নম্বর এটিপি খেতাব জিতেছিলেন ২০-টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। তারপরে আরও একটি ইভেন্টে তিনি ১০-টি ট্রফি পেলেন। টেনিসে একটি প্রতিযোগিতা সর্বাধিক জয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে রাফায়েল নাদাল এবং মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা।

১২ বার নাদাল জিতেছেন ফরাসি ওপেন। মার্টিনা ১২ বার জিতেছেন শিকাগো ওপেন। পাশাপাশি মন্টে কার্লো এবং বার্সেলোনা ওপেন ট্রফিও ১১ বার করে জিতেছেন স্প্যানিশ তারকা। একইভাবে মার্টিনা ১১ বার জিতেছিলেন ইস্টবোর্ন ওপেন। ঠিক এর পরেই আছেন ফেডেরার। হ্যাল ওপেনের পরে এবার বাসেলে ১০ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে।

● **বিজয় হজারে সেরা কর্ণাটক, যশস্বীর বিশ্বরেকর্ড :**

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে তামিলনাড়ুকে ভিজেডি পদ্ধতিতে (ঘরোয়া ক্রিকেটে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে জয়-পরাজয় নির্ণয়ের পদ্ধতি) ৬০ রানে হারিয়ে বিজয় হজারে ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল কর্ণাটক। এই নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় চারবার চ্যাম্পিয়ন হল তারা। গত ২৫ অক্টোবর ঘরের মাঠ বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত ফাইনালে মণীশ পাণ্ডের দলের হয়ে জয়ের নায়ক কে. এল. রাহুল ও অভিমন্যু মিঠুন। ফিল্ডিংয়ের সময়ে উইকেটকিপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পরে ব্যাট হাতেও রান পেয়েছেন রাহুল। পাশাপাশি ৯.৫ ওভার বল করে ৩৪ রানে হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেট নিয়ে কর্ণাটকের এই জয়ের আর এক নায়ক অভিমন্যু মিঠুন। এ দিনই ছিল মিঠুনের জন্মদিন। আর তিনি তা স্মরণীয় করে রাখলেন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ও ট্রফি জয়ের মাধ্যমে। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে এই প্রথম পাঁচ উইকেট পেলেন মিঠুন।

উল্লেখ্য, বিজয় হজারেতে বিশ্বরেকর্ড করলেন বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান যশস্বী জয়সওয়াল। গত ১৬ অক্টোবর ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ১৭ বছর ১৯২ দিন বয়সে ডাবল সেঞ্চুরি করে রেকর্ড বইয়ে জায়গা করে নিলেন মুম্বইয়ের এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। তিনি হলেন 'লিস্ট-এ' (ঘরোয়া সীমিত ওভারের ম্যাচ) ক্রিকেটে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ ক্রিকেটার, যার ব্যাট থেকে এল দ্বিশত রান। এর আগে এই রেকর্ড ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যালান বারোর। যিনি এই রেকর্ড করেছিলেন ২০ বছর, ২৭৩ দিনে। সেই ১৯৭৫ সালে। যশস্বীর ১৫৪ বলে ২০৩ রানের সৌজন্যে ৫০ ওভারে মুম্বাই তোলে তিন উইকেটে ৩৫৮। জবাবে ঝাড়খণ্ডের ইনিংস শেষ হয় ৩১৯ রানে।

● **মেসির নতুন রেকর্ড :**

লিয়োনেল মেসি গোল করা মানেই নতুন রেকর্ড। চ্যাম্পিয়ন লিগে 'এফ' গ্রুপের খেলায় গত ২৩ অক্টোবর বার্সেলোনা ২-১ গোলে হারাল স্লার্ভিয়া প্রাহাকে। খেলার তিন মিনিটে মেসি বাঁ-পায়ে মারা নিচু শটে স্লাভিয়ার গোলরক্ষক অন্দ্রেজ কোলারকে পরাস্ত করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা ১৫ মরসুম অন্তত একটি করে গোল করার অনন্য নজির গড়লেন। ৫০ মিনিটে স্লাভিয়ার ইয়ান বোরিল একটি গোল শোধ করেন। কিন্তু ৫৭ মিনিটে তাদের পিটার ওলাইঙ্কা আত্মঘাতী গোল করে বসেন। যা এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে বার্সেলোনার। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি এ দিন আরও একটি নজির ছুঁলেন। চ্যাম্পিয়ন লিগে তিনি ৩৩-টি ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করলেন। একই নজির রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

● **মিতালিদের সিরিজ জয় :**

ওয়ান ডে সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হোয়াইটওয়াশ করল মিতালি রাজের ভারতীয় দল। গত ১৪ অক্টোবর বডোদরাতে তৃতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে ভারতকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিলেন তিন স্পিনার একতা বিস্ত (৩-৩২), দীপ্তি শর্মা (২-২৪) এবং রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় (২-২২)। মাত্র ১৪৬ রানের পুঁজি নিয়েও মিতালিরা জয় পেলেন তিন কন্যার ঘূর্ণিতে। ৪৮ ওভারে ১৪০ রানেই শেষ হায় যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। ম্যাচের সেরা একতা বিস্ত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০ বছর পূর্তির দিনই মিতালি রাজ আবার অধিনায়ক হিসেবে শততম ম্যাচে জিতলেন।

● **ঘরের মাঠে টানা ১১ টেস্ট সিরিজ জয় ভারতের :**

প্রথম টেস্টে ২০৩ রানে জয়। দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস ও ১৩৭ রানে জয়। তৃতীয় টেস্টে ইনিংস ও ২০২ রানে জয়। বিশাখাপত্তনম, পুণে ও রাঁচি। টানা তিন টেস্টে বিরাট কোহালির দল রীতিমতো দুরমুশ করে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ৩-০ জয়ের সঙ্গে গড়ল নানা রেকর্ডও। ঘরের মাঠে টানা ১১ টেস্ট সিরিজ জিতলেন কোহালিরা। যা শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে। সেই সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-০ হারিয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। চেন্নাই, হায়দরাবাদ, মোহালি ও নয়াদিল্লিতে জয় আসে যথাক্রমে আট উইকেট, ইনিংস ও ১৩৫ রান, ছয় উইকেট ও ছয় উইকেটে। ২০১৩ সালেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ হারায় ভারত। শচীন তেন্ডুলকরের শেষ টেস্ট সিরিজ। ইডেনে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ৫১ রানে জেতে ভারত। ওয়াংখেড়ের দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস ও ১২৬ রানে আসে জয়। সেই সিরিজেই অভিষেক ঘটে রোহিত শর্মা ও মহম্মদ শামির।

২০১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজ ৩-০ জেতে ভারত। মুম্বাই, নাগপুর ও নয়াদিল্লিতে জয় আসে যথাক্রমে ১০৮ রান, ১২৪ রান ও ৩৩৭ রানে। বেঙ্গালুরু টেস্ট ড্র হয়। ২০১৬ সালে নিউজিল্যান্ডকে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে ৩-০ হারায় ভারত। কানপুরে প্রথম টেস্টে জয় আসে ১৯৭ রানে। কলকাতায় দ্বিতীয় টেস্টে জয় আসে ১৭৮ রানে। ইনদওরে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ৩২১ রানে জয় আসে। ২০১৬ সালেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ ৪-০ জেতে টিম ইন্ডিয়া। রাজকোটে প্রথম টেস্ট ড্র হয়। তারপর বিশাখাপত্তনম, মোহালি, মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের জয় আসে যথাক্রমে ২৪৬ রান, আট উইকেট, ইনিংস ও ৩৬ রান এবং ইনিংস ও ৭৫ রানে।

২০১৭ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের একমাত্র টেস্টে হায়দরাবাদে ২০৮ রানে জেতে ভারত। ২০৪ রান করার সুবাদে ম্যাচের সেরা হন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। চতুর্থ ইনিংসে জেতার জন্য ৪৫৯ করতে হ'ত বাংলাদেশকে। সফরকারী দল তোলে ২৫০। ২০১৭ সালেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজে ভারত জেতে ২-১ ফলে। পুণেয় প্রথম টেস্ট ৩৩৩ রানে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। তার পর বেঙ্গালুরুতে ৭৫ রানে জেতে ভারত। ড্র হয় রাঁচি টেস্ট। ধর্মশালায় চতুর্থ টেস্টে আট উইকেটে আসে জয়। সিরিজ দখল করে ভারত। ২০১৭ সালেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজ ১-০ ফলে জেতে ভারত। ইডেনে প্রথম টেস্ট ড্র হয়। নাগপুরে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ইনিংস ও ২৩৯ রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে যায় ভারত। নয়াদিল্লিতে সিরিজের শেষ টেস্টের ফয়সালা হয়নি।

২০১৮ সালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের একমাত্র টেস্টে ইনিংস ও ২৬২ রানে জিতেছিল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ৪৭৪ তোলে ভারত। আফগানিস্তানের প্রথম ইনিংস ১০৯ রানে শেষ হয়। ফলো অনের পর দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১০৩ রানে। ২০১৮ সালেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ ২-০ জেতে ভারত। রাজকোটে

প্রথম টেস্টে জয় আসে ইনিংস ও ২৭২ রানে। হায়দরাবাদে দ্বিতীয় টেস্টে জয় আসে ১০ উইকেটে। তারপর সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩-০ হারিয়ে ঘরের মাঠে টানা ১১ টেস্ট সিরিজ জিতল ভারত।

ঘরের মাঠে এই সময়ের মধ্যে ভারত খেলেছে ৩৩ টেস্ট। তার মধ্যে হেরেছে একটিতে। ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পুণেয়। সেই টেস্ট স্টিভ স্মিথের অসাধারণ ব্যাটিংয়ের জন্য চিহ্নিত। আইসিসি সেই টেস্টের বাইস গজকে 'পুওর' রেটিং দিয়েছিল। ২০১৩ সাল থেকে ধরলে ঘরের মাঠে ভারত জিতেছে ২৬ টেস্ট। হেরেছে মাত্র একটিতে। যা সেরা। এই সময়ে অস্ট্রেলিয়া ঘরের মাঠে জিতেছে ২৩ টেস্ট। হেরেছে চারটিতে। এই সময়ে বিশ্বের বাকি সব দল ঘরের মাঠে অন্তত চার টেস্টে হেরেছে। একমাত্র কোহালিরা হেরেছেন একটি মাত্র টেস্টে।

এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা কোনও বার ফলো অন করেনি। যা ঘটল সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে। পুণে টেস্টের পর রাঁচিতেও ফের প্রোটিয়াদের ফলো অন করিয়েছে ভারত। টানা দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা ফলো অন করেছে এই সিরিজে। এই সিরিজে টানা দুই টেস্টে ইনিংসে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমন শেষবার ঘটেছিল ১৯৩৫-'৩৬ মরসুমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এত বছর পর ফের টানা দুই টেস্টে ফলো অন করল প্রোটিয়ারা। উমেশ যাদব ও মহম্মদ শামি, দুই পেসার নজর কাড়লেন রাঁচিতে। দু'জনেই নিলেন পাঁচটি করে উইকেট। প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহালি হোয়াইটওয়াশ করলেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। একইসঙ্গে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে কোহালির নেতৃত্বে ৭০ শতাংশ টেস্ট জিতল ভারত। আগের সব অধিনায়কের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের জেতার হার ছিল মাত্র ২৪.১৪ শতাংশ। বিরাট কোহালির নেতৃত্বে এই নিয়ে তিনবার বিপক্ষকে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করল ভারত। প্রথমবার ঘটেছিল ২০১৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে। তারপর ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কায়। আর এবার ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে। সার্বিকভাবে এটা ভারতের ষষ্ঠ হোয়াইটওয়াশ।

● **টেস্টে পাকিস্তানের নেতা আজহার, টি-২০-তে বাবর :**

পাকিস্তানের টেস্ট ও টি-২০ দলের অধিনায়ক পদ থেকে ছেঁটে ফেলা হল সরফরাজ আহমেদকে। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশের পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বলে জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এক বিবৃতিতে পিসিবি জানিয়েছেন যে, অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান আজহার আলি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন। নভেম্বরেই অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন বাবর আজম। অস্ট্রেলিয়ায় পরের বছর এই সময়ই হবে টি-২০ বিশ্বকাপ। গত দুই বছর ধরেই তিন ফরম্যাটে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সরফরাজ। ২০১৭ সালে তার নেতৃত্বেই আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে পাকিস্তান। টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষেও উঠেছিল তারা। কিন্তু তার নেতৃত্বেব টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তান ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল। সার্বিকভাবে গত কয়েক সিরিজে তার নিজের পারফরম্যান্সও সাদামাটা ছিল।

● **আইসিসি-র বিতর্কিত নিয়ম বাতিল :**

বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ টাই হওয়ার পরে সুপার ওভার হয় দু'দলের মধ্যে। যে সুপার ওভারও টাই হয়ে যায়। এর পরে ম্যাচে বেশি বাউন্ডারি মারার বিচারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় ইংল্যান্ড। কয়েক মাস আগে যে নিয়মের কারণে বিশ্বকাপ উঠেছিল ইংল্যান্ডের হাতে, সেই নিয়ম বাতিল করে দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। অর্থাৎ, সুপার ওভার টাই হওয়ার পরে কোন দল বেশি বাউন্ডারি মেরেছে, তার নিরিখে আর চ্যাম্পিয়ন বা জয়ী বাছা হবে না। ১৪ অক্টোবর দুবাইয়ে বোর্ড মিটিংয়ের পরে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে আইসিসি পরিচালিত কোনও প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল বা ফাইনালে ম্যাচ টাই হলে বাউন্ডারি মারার নিরিখে জয়ী বাছা হবে না। সুপার ওভার টাই হলে আবার একটা সুপার ওভারই হবে। এইভাবে টাইব্রেক চলতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা দল বেশি রান করে ম্যাচ জিতে নেয়।

একইসঙ্গে আইসিসি ঠিক করেছে, ২০২৩ সাল থেকে প্রতি বছর একটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের বিশ্ব পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। এদিকে, জিম্বাবোয়ে এবং নেপালকে আবার সদস্য দেশ হিসেবে ফিরিয়ে নিল আইসিসি। ফলে আগামী বছর আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে অংশ নিতে পারবে জিম্বাবোয়ে।

● **ডাচ ওপেনে জয় লক্ষ্য সেনের :**

এক গেম পিছিয়ে পড়েও দুরন্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাচ ওপেন সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন ভারতের লক্ষ্য সেন। গত ১৩ অক্টোবর ফাইনালে তিনি ১৫-২১, ২১-১৪, ২১-১৫-এ হারান বিশ্বের ১৬০ নম্বর জাপানের ইউসুকা ওনোদেরা-কে। যে পারফরম্যান্সে ১৮ বছর বয়সি লক্ষ্য প্রথমবার জিতলেন বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার (বিডব্লিউএফ) ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাব। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৬০ নম্বরে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে ৬৩ মিনিট লড়াই করতে হয় উত্তরাখণ্ডের ছেলেকে। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭২ নম্বরে থাকা লক্ষ্য গত মাসে বেলজিয়াম ওপেন খেতাব জিতেছেন। চলতি মরসুমে পোলিশ ওপেনের ফাইনালেও উঠেছিলেন। গত বছরে তিনি এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ, যুব অলিম্পিক্সে রুপো এবং বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

● **সর্বাধিক পদক জিতে নজির বাইলসের :**

সিমোন বাইলস। স্টুটগার্টে জিমন্যাস্টিক্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যালেন্স বিম ইভেন্টে জয়ের দরুন মার্কিন তারকা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক পদক জয়ের দুরন্ত রেকর্ড গড়লেন। ভেঙে দিলেন বেলারুশের পুরুষ জিমন্যাস্ট ভিতালি সোশেরবোর ২৩ পদক জয়ের নজির। সিমোন অবশ্য ২৩ নম্বর পদকেই থেমে থাকেননি। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই ২৫ নম্বর পদকও জিতে নেন ফ্লোর এক্সারসাইজে সোনা জিতে। বিমে নিখুঁত পারফরম্যান্সে ১৫.০৬৬ স্কোর করার পরে ফ্লোর এক্সারসাইজেও ১৫.১৩৩ স্কোর করেন তিনি। পুরো এক পয়েন্টে পিছিয়ে দেন প্রতিদ্বন্দ্বীদের। তার সতীর্থ যুক্তরাষ্ট্রের সানিসা লি পান রুপো এবং ব্রোঞ্জ জেতেন রাশিয়ার অ্যাঞ্জেলিনা মেলনিকোভা।

সব মিলিয়ে চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচটি সোনা জিতলেন সিমোন। দলগতভাবে সোনা জেতার পরে ব্যক্তিগত অল রাউন্ডে সোনা এবং ভল্টে সোনা পান। আনইভেন বারো ইভেন্টে পঞ্চম স্থান পাওয়ায় গতবারের মতো ছ'টি ইভেন্টেই পদক জেতা হল না এবার সিমোনের। সব মিলিয়ে তার ২৫-টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবের মধ্যে ১৯-টি সোনা। সোশেরবোর সেখানে ২৩-টি পদকের ১২-টি সোনা। প্রসঙ্গত, এর আগে রাশিয়ার নিকিতা নাগরনি পুরুষদের ভল্টে সোনা জেতেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এই নিয়ে তার তৃতীয় সোনা। ২০১০ সালের পরে তিনি প্রথম ইউরোপীয় পুরুষ হিসেবে ভল্টে সোনা জিতলেন। দু'টি ভল্টের পরে তার স্কোর দাঁড়ায় ১৪.৯৬৬। রুপো পান তার সতীর্থ আর্তুর ডালালোইয়ান। ব্রোঞ্জ জেতে ইউক্রেনের ইগর রাদিভিলভ।

● **বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে মঞ্জু রানির রুপো :**

৪৮ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে তাইল্যান্ডের চুথামাত রকসাতকে ৪-১-এ হারিয়ে পৌঁছেছিলেন ফাইনালে। তবে বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে গত ১৩ অক্টোবর রাশিয়ান বক্সার একতারিনা পাল্টসেভার কাছে ৪-১-এ হেরে গেলেন ভারতের মঞ্জু রানি। প্রথমবার বিশ্ব বকিং চ্যাম্পিয়নশিপে নেমেছিলেন তিনি। ৪৮ কেজি বিভাগ থেকে রুপো জিতে দেশে ফিরছেন মঞ্জু। এদিন ফাইনালে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বেঁচেছিলেন হরিয়ানার বক্সার। বাকিরা আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন। মঞ্জু এদিন রুপো জেতার ফলে বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত একটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ জিতে অভিযান শেষ করল। এর আগে ২০১১ সালে মেরি কম প্রথমবার বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন।

● **ম্যারাথনে ইতিহাস গড়লেন কিপচোগের :**

ম্যারাথনে ইতিহাস তৈরি করলেন কেনিয়ার দৌড়বিদ ইলিউড কিপচোগে। গত ১২ অক্টোবর ভিয়েনা পার্কে ১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৪০.২ সেকেন্ডে দৌড়ড় শেষ করেন রিও অলিম্পিক্সের সোনা জয়ী। এর আগে কোনও অ্যাথলিটই ২ ঘণ্টার কম সময়ে ম্যারাথন শেষ করতে পারেননি। এই গ্রহের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন কিপচোগে। ম্যারাথনের বিশ্বরেকর্ড কেনিয়ার এই চ্যাম্পিয়ন দৌড়বিদেরই দখলে। ২০১৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বার্লিনে কিপচোগে এই রেকর্ড গড়েন। সেই মিটে কেনিয়ার চ্যাম্পিয়ন দৌড়বিদ সময় নিয়েছিলেন ২ ঘণ্টা ১ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড। সেটা অবশ্য ছিল ২ ঘণ্টার বেশি।

● **মহিলাদের টি-২০-তে বিশ্বরেকর্ড অ্যালিসা হিলির :**

মহিলাদের টি-২০ আন্তর্জাতিক সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের বিশ্বরেকর্ড করলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালিসা হিলি। গত ২ অক্টোবর নর্থ সিডনি ওভালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজের শেষ টি-২০-তে তিনি এই রেকর্ড করেন। দুই দিন আগেই কেরিয়ারের শততম টি-২০ খেলেছিলেন অ্যালিসা। এদিন তার দাপটেই ২০ ওভারে দুই উইকেটে ২২৬ তোলে অস্ট্রেলিয়া। এই ফরম্যাটে অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক রানকেই স্পর্শ করলেন অ্যালিসারা। জবাবে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেটে ৯৪ তোলে শ্রীলঙ্কা। জয় এল ১৩২ রানে। সিরিজে ৩-০ জিতল অস্ট্রেলিয়া।

৪৬ বলে শতরান পূর্ণ করেছিলেন তিনি। যা মহিলাদের ফরম্যাটে দ্বিতীয় দ্রুততম। শেষপর্যন্ত ৬১ বলে অপরাজিত থাকেন ১৪৮ রানে। এর আগে মহিলাদের ক্রিকেটে এই ঘরানায় সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ারই মেগ ল্যানিংয়ের। গত জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৩৩ রানে অপরাজিত ছিলেন ল্যানিং। এদিন সতীর্থের রেকর্ডকেই ছাপিয়ে গেলেন অ্যালিসা হিলি। তার ইনিংসে ছিল ১৯-টি চার ও সাতটি ছয়। তাৎপর্যের হল, অজি অধিনায়ক ল্যানিং নন-স্ট্রাইকার প্রান্ত থেকে দেখলেন, তার রেকর্ড টপকে যাচ্ছেন অ্যালিসা। প্রসঙ্গত, অ্যালিসা হিলি অজি পেস তারকা মিচেল স্টার্কের স্ত্রী।

● **দোহা বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স মিট :**

নিজের রেকর্ড ভেঙে দোহা বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স মিটে জ্যাভলিন থ্রো বিভাগের ফাইনালে উঠলেন ভারতের অনু রানি। দ্বিতীয় রাউন্ডে অনু ছোঁড়েন ৬২.৪৩ মিটার। ভেঙে দেন তার আগের জাতীয় রেকর্ড ৬২.৩৪ মিটার। এই পারফরম্যান্সের জোরেই তিনি পয়লা অক্টোবরের ফাইনালে জায়গা করে নেন। তবে ফাইনালে পান অষ্টম স্থান। অবশ্য শুধু জাতীয় রেকর্ড ভাঙাই নয়, ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রো বিভাগে প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার নজিরও গড়লেন মেরঠের মেয়ে।

কিংবদন্তি দুই মা-এর দাপটেও মেতে উঠল বিশ্ব মিট। জামাইকার 'স্প্রিন্ট কুইন' শেলি অ্যান ফ্রেসার প্রাইস ১০০ মিটারের চার নম্বর সোনা জিতলেন দুরন্তভাবে। একইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা অ্যালিসন ফেলিক্স ভেঙে দিলেন ইউসেইন বোল্টের ১১ সোনা জেতার রেকর্ড। ফ্রেসার প্রাইস এবং ফেলিক্স দু'জনেই মা হওয়ার জন্য এতদিন ট্র্যাকের বাইরে ছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে তাদের সবচেয়ে বড়ো প্রতিযোগিতা ছিল দোহা বিশ্ব মিটই। ৩২ বছর বয়সি ফ্রেসার প্রাইস ১০০ মিটারে চ্যাম্পিয়ন হন ১০.৭১ সেকেন্ড সময় করে। ৩৩ বছর বয়সি ফেলিক্স ৪০০ মিটার মিক্সড রিলে বিভাগে সোনা জেতেন। যা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তার ১২ নম্বর পদক।

● **শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল অজিরা :**

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে প্রথম টি-২০-র পর দ্বিতীয় টি-২০-তেও দাপটে জিতল অস্ট্রেলিয়া। গত ২৭ অক্টোবর অ্যাডিলেডে প্রথম ম্যাচে ১৩৪ রানে জিতেছিল অজিরা। আর ৩০ অক্টোবর সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে জয় এল ৯ উইকেটে। একইসঙ্গে পকেটে পুরল সিরিজও। এর আগে পাকিস্তানে গিয়ে টি-২০ সিরিজ ৩-০ ফলে জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে তাদের তরফ থেকে লড়াই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তা ঘটল না একেবারেই। এখন শ্রীলঙ্কার মাথার উপরেই ঝুলছে হোয়াইটওয়াশের খাঁড়া। পয়লা নভেম্বর মেলবোর্নে সিরিজের শেষ টি-২০।

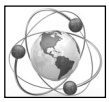

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **চাঁদের নতুন গহ্বরের ছবি পাঠাল চন্দ্রযান-২-এর অরবিটার :**

অবতরণের ৩৮ দিন পর ল্যান্ডার বিক্রম নিখোঁজ থাকলেও, চন্দ্রযান-২-এর অরবিটার চাঁদের পিঠে অজানা অনেক গহ্বরের ছবি খুব কাছ থেকে আগের চেয়ে অনেক নিখুঁতভাবে তুলতে পেরেছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর রাত পৌনে দু'টো নাগাদ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা ছোঁয়াতে যাওয়ার সময় চন্দ্রযান-২-এর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ল্যান্ডার বিক্রম এখন ঠিক কোথায় রয়েছে, কী অবস্থায় রয়েছে, তা জানা গেল না। চাঁদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করা নাসার মহাকাশযান 'লুনার রিকনাইস্যান্স অরবিটার (এলআরও)' বহু চেষ্টা চালিয়েও খুঁজে পায়নি বিক্রমকে।

ইসরো অবশ্য একটি সুখবর দিয়েছে। জানিয়েছে, চাঁদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে করতে খুব ভালো কাজ করছে চন্দ্রযান-২-এর অরবিটার।

অরবিটারে থাকা সর্বাধুনিক 'ডুয়াল-ফ্রিকোয়েন্সি সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডার (ডিএফ-একএআর)' চাঁদের পিঠে বেশ কয়েকটি অজানা, অচেনা গহ্বরের ছবি খুব কাছ থেকে তুলতে পেরেছে। যেগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে কয়েকশো কোটি বছরের পুরনো গহ্বর, তেমনই রয়েছে হালে তৈরি হওয়া কয়েকটি গহ্বরও।

চাঁদে দু'ধরনের গহ্বর রয়েছে। এক ধরনের গহ্বর তৈরি হয়েছে আগ্নেয়গিরি থেকে। যে আগ্নেয়গিরিগুলি এখন মৃত। এই গহ্বরগুলিকে বলা হল 'ভলক্যানিক ক্রেটার'। আর এক ধরনের গহ্বর রয়েছে, যেগুরি তৈরি হয়েছে কয়েকশো কোটি বছর ধরে চাঁদের পিঠে বিভিন্ন দিক থেকে আসা উল্কা, উল্কাপিণ্ড বা গ্রহাণু আছড়ে পড়ায়। এই ধরনের গহ্বরগুলিকে বলা হয় 'ইমপ্যাক্ট ক্রেটার'। বহু বহু দূর থেকে প্রচণ্ড গতিবেগে ছুটে এসে উল্কা বা গ্রহাণু আছড়ে পড়ার ফলে চাঁদের বুকে তৈরি হওয়া ইমপ্যাক্ট ক্রেটারগুলির গভীরতা অনেকটাই বেশি হয় ভলক্যানিক ক্রেটারের চেয়ে।

● **নোবেল :**

❖ **চিকিৎসাবিজ্ঞান**—সকলেই 'অক্সিজেনের' খোঁজে। বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু দেহের কোষগুলির সঙ্গে অক্সিজেনের সম্পর্ক কী রকম, তার উপস্থিতিতে কোষেরা কীভাবে কাজ করে, বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে কী করে কোষ, সেইসব খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে এবছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন দুই মার্কিন গবেষক উইলিয়াম কেলিন, গ্রেগ সেমেনজা এবং ব্রিটেনের পিটার র‍্যাটক্লিফ। আগামী ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে ৯ লক্ষ ১৪ হাজার ডলার পুরস্কার তিন বিজ্ঞানীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

রোজ আমরা যেসব খাবার খাই, তা থেকে শক্তি তৈরি হওয়ায় অক্সিজেনের ভূমিকা ঠিক কী, সেটা জানা হয়ে গিয়েছে বহু দিন আগেই। কিন্তু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কোষ কেমন ব্যবহার করে, বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে কোষ কীভাবে পরিস্থিতি সামলায়, কীভাবে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে কোষেদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে, জিন কীভাবে সাড়া দেয়, এতদিন এসব প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না। এই সবই জানা গিয়েছে কেলিনদের গবেষণায়। ত্রয়ীর গবেষণার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অক্সিজেনের বদলে যাওয়া মাত্রায় একেবারে আণবিক পযঃায়ে জিন কীভাবে কাজ করে। নোবেল অ্যাসেম্বলির মতে, প্রাণিজগতের কাছে অক্সিজেনের গুরুত্ব কতটা, তা বুঝতে এটা বড়ো আবিষ্কার। অ্যানিমিয়া, ক্যান্সার-সহ আরও বেশকিছু অসুখের চিকিৎসায় যা খুব উপযোগী হবে বলে মনে করছে তারা।

২০০২ সাল থেকে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যাপনা করছেন কেলিন। ডেনা-ফারবার ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে তার নিজস্ব গবেষণাগার রয়েছে। তবে ১৯৯৮ সাল থেকেই মেরিল্যান্ডের হাওয়ার্ড হিউস মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে এই সংক্রান্ত গবেষণা করছেন কেলিন। লন্ডনের ফ্রান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউটের ক্লিনিক্যাল রিসার্চের ডিরেক্টর র‍্যাটক্লিফ। অক্সফোর্ডের টার্গেট ডিসকভারি ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরও তিনি। লাডউইগ ইনস্টিটিউট ফর ক্যান্সার রিসার্চের সদস্যও র‍্যাটক্লিফ। ১৯৯৯ সালে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন সেমেনজা। ২০০৩-এ জনস হপকিন্স ইনস্টিটিউটে 'ভাসকুলার রিসার্চ প্রোগ্রাম'-এর ডিরেক্টর হন তিনি।

❖ **পদার্থবিজ্ঞান**—পদার্থবিজানে নোবেল এবার সৃষ্টিরহস্যের তত্ত্ব ও সৌরজগতের বাইরের গ্রহ আবিষ্কারের জন্য। পেলেন তিনজন। কানাডিয়ান-আমেরিকান কসমোলজিস্ট তথা সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানী, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রফেসর' জেমস পেব্‌লস এবং দুই সুইস জ্যোতির্বিজ্ঞানী, মাইকেল মেয়া ও ডিডিয়ে কেলজ। 'বিগ ব্যাং' তথা মহাবিস্ফোরণের পরে কীভাবে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, তা বুঝতে বিশেষ সাহায্য করেছে পিব্‌লসের আবিষ্কৃত তত্ত্ব। তিনি পাবেন নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্যের অর্ধেক। বাকি অর্ধেক ভাগ করে নেবেন মেয়া ও কেলজ। ৭৭ বছর বয়সি মেয়া ও ৫৩ বছর বয়সি কেলজ, দু'জনেই জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কেলজ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত।

সৌরজগতের বাইরে অন্য কোনও তারাকে ঘিরে পাক খায় যেসব গ্রহ, তাদের বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেট। এগুলিকে সাধারণভাবে দেখা শক্ত। যে তারাকে ঘিরে এরা ঘোরে, তার উজ্জ্বলতার কারণে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের তত্ত্বের ভিতে দাঁড়িয়ে পেব্‌লস অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন, বিগ ব্যাং-এর পরে যে বিকিরণ ছড়িয়ে পড়েছিল, তার তাপমাত্রা ও পদার্থের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কটি কেমন। পেব্‌লসের তত্ত্ব থেকেই আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের এই মহাবিশ্বে বস্তুর পরিমাণ সামান্যই। মাত্র ৫ শতাংশ। বাকি ৯৫ ভাগই 'ডার্ক ম্যাটার' ও 'ডার্ক এনার্জি'।

❖ **রসায়ন**—কয়েক দশক আগেও ট্রানজিস্টর রেডিওর ব্যাটারির চার্জ ফুরোলে তা ফেলে দিতে হ'ত। এখন হয় না। কারণ, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রায় সব ব্যাটারিই এখন 'রিচার্জেবল'। মোবাইল, ল্যাপটপ থেকে বিদ্যুতে চলা বা হাইব্রিড গাড়িতে এখন লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। বাজারে এসেছে ১৯৯১ সালে। ওজনে হাল্কা, ঢের বেশি শক্তিমান এই ব্যাটারি বদলে দিয়েছে প্রতিটি মানুষের জীবন। যারা এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মূলে, সেই তিন জনকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করল নোবেল কমিটি। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ঘোষণা করল, রসায়নে এবছর নোবেল পাচ্ছেন, এম. স্ট্যানলি হুইটিংহাম, জন বি. গুডেনাফ এবং আকিরা ইয়োশিনো। তিন জনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে পুরস্কারের অর্থমূল্য।

কাজটা শুরু করেছিলেন হুইটিংহাম। জন্ম ব্রিটেনে। বয়স এখন ৭৮ বছর। হুইটিংহামের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান গুডেনাফ। সবচেয়ে বেশি বয়সে নোবেলজয়ী হিসেবে পেটন রৌসের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। রৌস পেয়েছিলেন ৮৭ বছর বয়সে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে। গুডেনাফের জন্ম জার্মানিতে, ১৯২২ সালে। ৯৭ বছর বয়সি এই বিজ্ঞানী ব্যাটারি তৈরির জন্য গবেষণাটি করেছিলেন আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৭১ বছর বয়সি ইয়োশিনোর জন্ম-কর্ম জাপানে। গবেষণা করেছেন টোকিওর আসাহি কর্পোরেশন ও নাগোয়ার মেইজো ইউনিভার্সিটিতে।

হঠাৎ কোনও উদ্ভাবন নয়, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি তৈরির কাজে হুইটিংহাম হাত দিয়েছিলেন সচেতনভাবেই। গত শতকে ৭০-এর দশকে তখন তেল সংকট তীব্র। তাই খুঁজছিলেন জীবাশ্ম জ্বালানির উপরে নির্ভরতা থেকে মুক্তির কোনও পথ। তারই সূত্রে জলে ভাসে এমন হাল্কা ধাতু লিথিয়াম দিয়ে তৈরি করেন একটি ব্যাটারি। শক্তি সঞ্চয় বা জোগান দেওয়ার কাজটি করতে পারলেও এটি ছিল ভঙ্গুর। গুডেনাফ লিথিয়ামের বদলে অন্য ধাতু ব্যবহার করে অনুরূপ একটি ব্যাটারি তৈরি

করেন। যা ছিল আর একটু উন্নত। ৪ ভোল্টের বিদ্যুৎ জোগাতে সক্ষম ছিল এটি। এর পরে ইয়োশিনো কার্বন-জাত কোনও বস্তুর মধ্যে লিথিয়াম আয়নকে রাখার ব্যবস্থা করেন। এ ছিল এক ম্যারাথন দৌড়। একজন তার অংশটুকু দৌড়ে ব্যাটন তুলে দিয়েছেন আর একজনের হাতে। তাতেই কেল্লা ফতে! বাণিজ্যিকভাবে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির ব্যবহার শুরু হয় ১৯৯১-এ। যে ব্যাটারি ধরে রাখতে পারে সূর্যের আএলা বা বায়ুপ্রবাহ থেকে পাওয়া শক্তিও।

● **চাঁদের নিরিখে সৌরমণ্ডলে সেরা শনি :**

প্রায় দু'দশক পর বৃহস্পতিকে হারিয়ে এই সৌরমণ্ডলে 'চাঁদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি'-টা জিতে নিল বলয় গ্রহ শনি। আরও ২০-টি চাঁদের হদিশ মিলল শনির মুলুকে। তার ফলে, শনির চাঁদের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২। ওই চাঁদগুলি হাউইয়ের মওা কিয়ায় বসানো 'সুবারু' টেলিস্কোপের চোখেই প্রথম ধরা দিল। 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন'-এর মিরর প্ল্যানেট সেন্টার ওই আবিষ্কারের খবর দিয়েছে. কার ক'টা চাঁদ, সেই 'যুদ্ধে' অনেকদিন ধরেই টক্কর চলছে বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের মধ্যে। চাঁদের সংখ্যার দৌড়ে নয়ের দশক থেকেই 'সেরা'-র শিরোপাটি চলে যায় বৃহস্পতির মাথায়। বছর দেড়েক আগে আরও ১২-টি চাঁদের হদিশ মেলায় সেই দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল বৃহস্পতি। তার চাঁদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৭৯-টি। ৬২-টি চাঁদ নিয়ে সেই পিছিয়ে পড়ার শনি। 'ক্যাসিনি' মহাকাশযানের পাঠানো তথ্যাদি ও ছবি শনির আরও ২০-টি চাঁদের অস্তিত্বের কথা জানাল। ফলে, চাঁদের সংখ্যার নিরিখে অনেকটা পিছিয়ে থেকেও অল্প সময়ের মধ্যেই বৃহস্পতিকে টপকে গেল বলয় গ্রহ।

● **নাসার মহিলা দলের প্রথম 'স্পেসওয়াক' :**

গত ১৮ অক্টোবর ইতিহাস গড়েছে নাসা-র দুই কন্যা, ক্রিস্টিনা কোখ ও জেসিকা মেয়ার। এই প্রথম 'স্পেসওয়াক' করেছে নাসার মহিলা দল। পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে থাকা বাসযোগ্য স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ 'ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন'-এ কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়লে, সেখানে থাকা গবেষকেরাই তা মেরামত করেন। মহাকাশচারীর পোশাক পরে স্পেস স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে মহাশূন্যে নেমে যন্ত্রপাতি সারাতে হয়। মহাশূন্যে এই হাঁটাকেই বলে 'স্পেসওয়াক'। গত অর্ধশতকে এমন অন্তত ৪২০-টি স্পেসওয়াক হয়েছে। কিন্তু সব অভিযাত্রী দলেই থেকেছেন কোনও-না-কোনও পুরুষ। বদল ঘটল ৪২১তম স্পেসওয়াকে। এর আগে ৪২০ বার স্পেসওয়াক হয়েছে। ৫৬০ জনেরও বেশি মানুষ মহাকাশে গিয়েছেন। কিন্তু মহিলার সংখ্যা মাত্র ৬৫।

প্রসঙ্গত, সাত মাস আগে মহিলা দলের স্পেসওয়াকের পরিকল্পনা করেছিল নাসা। তারা ঘোষণাও করে দিয়েছিল। সংবাদপত্রে 'ফার্স্ট অল-ওম্যান স্পেসওয়াক' শিরোনামে খবরও প্রকাশিত হয়ে যায়, 'উইমেন'স হিস্ট্রি মান্থ'-এ নজির গড়বেন ক্রিস্টিনা কোখ ও অ্যান ম্যাক্লেন। কিন্তু এর পরই নাসার ঘোষণা, ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ মহিলা নভশ্চরের পোশাক কম পড়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের ঘাম হওয়ার তফাৎ রয়েছে। কোনও সুস্থ মহিলার তুলনায় পুরুষেরা ঘামেন বেশি। মহাশূন্যে নভশ্চরদের দেহ ঠাণ্ডা রাখতে পোশাতে 'ভেন্টিলেশন' ও 'কুলিং সিস্টেম' থাকে। এই পোশাকগুলো পুরুষদের দেহের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা হয়। তাই মহিলা নভশ্চরের পোশাক কম পড়েছিল। আর সেই কারণেই সাত মাসের বিলম্ব।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

● **সাহিত্যে নোবেল দু'বছরের পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা :**

বিতর্কে আচ্ছন্ন থেকে গত বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার না দেওয়ার পরে গত ১১ অক্টোবর স্টকহলমে ২০১৮ ও '১৯ সালের প্রাপকদের নাম ঘোষণা করল সুইডিশ অ্যাকাডেমি। পোলিশ ঔপন্যাসিক ওল্গা তোকারচুক এবং অস্ট্রীয় লেখক পিটার হান্টকে এই দু'বছরের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন।

১৯০১ সালে শুরু হওয়া নোবেল পুরস্কার ঘোষণায় ছেদ পড়েছিল সাতবার। তবে তা দু'টি বিশ্বযুদ্ধের জন্য। কোনও কেলেঙ্কারির জন্য নোবেল ঘোষণা বন্ধ থাকার ঘটনা এই প্রথম। তবে সুইডিশ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, ২০১৯-এ এক সঙ্গে দু'বছরের প্রাপকের নাম ঘোষণা করা হবে।

সাহিত্যে নোবেল ১৯০১-২০১৭

১১০ মোট পুরস্কারের সংখ্যা।

১১৪ মোট প্রাপক।

১৪ মহিলা বিজেতা।

৭ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি।

৬৫ প্রাপকদের গড় বয়স।

৪১ বছর বয়সে নোবেল পেয়েছিলেন সহিত্যের তরুণতম বিজেতা রাডইয়ার্ড কিপলিং।

৮৮ বছর বয়সে নোবেল পান প্রবীণতম সাহিত্যের নোবেল বিজেতা ডরিস লেসিং।

১৯৫৩ সালে সাহিত্যে 'সুবক্তা' হওয়ার জন্য নোবেল পেয়েছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল।

২৯ জন ইংরেজি লেখক সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন। যেকোনও ভাষার মধ্যে ইংরেজি লেখকের সংখ্যাই সব থেকে বেশি।

২ জন সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেননি।

১৯৫৮ সালে প্রথমে সম্মত হয়েও পরে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের চাপে পুরস্কার নেননি বরিস পাস্তারনাক।

১৯৬৪ সালে পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন জঁ পল সার্ত্র। কেতাবি খেতাব নিতে তার অনীহা ছিল।

0 (শূন্য) সাহিত্য নোবেলে যৌথ খেতাবের সংখ্যা। বিজ্ঞান বা শান্তি পুরস্কারে একাধিক বার যৌথ প্রাপক থাকলেও এখনও পর্যন্ত সাহিত্যে কোনও যুগ্ম প্রাপক হয়নি।

পোলিশ সাহিত্যের দুনিয়ায় ৫৭ বছর বয়সি ওল্গা তোকারচুক অতি পরিচিত নাম। 'বিগুনি' উপন্যাসটির জন্য গত বছর ম্যানবুকার পুরস্কার পান তিনি। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত তার প্রথম বইটি অবশ্য কবিতার সংকলন 'মিয়াস্তা ভ লুস্ত্রাক' (আয়নার মধ্যে শহর)। তার পরে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস 'পোদ্রোজ লুদজি সিয়েগি' (বই-মানুষের যাত্রা)। এর পরেই প্রকাশিত হয় 'ই.ই.' (১৯৯৫),

'প্রাভিক ই ইনে সাৎসি' (আদিম ও অন্যান্য সময়, ১৯৯৬)। তার পরে অনেকটাই পালটে যায় ওল্গার লিখনশৈলি। লিখতে শুরু করেন ছোটো গল্প ও অনু-উপন্যাস। ম্যানবুকার পুরস্কার পেয়েছিলেন যে 'বিগুনি' (উড়ান, ২০০৭) উপন্যাসটির জন্য, সেটি ১১৬-টি অনু-কাহিনীর সমষ্টি। পোলিশ পাঠকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও ওল্গার লেখা ইংরেজি (বা অন্যান্য ভাষায়) অনেক পরে অনূদিত হয়। যেমন, 'উড়ান' ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছিল মূল উপন্যাস প্রকাশের ১০ বছর পরে, ২০১৭-তে। ২০১৭ সালে লেখা তার সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'প্রোয়াৎজ সোজ প্লোগ প্রেজ' (মৃতদের হাড়ের উপর লাঙল চালিয়ে দাও) এখনও ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি।

সোভিয়েত-অধিকৃত বার্লিনে শৈশব কাটানোর পরে ছ'বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে অস্ট্রিয়া চলে এসেছিলেন পিটার হান্টকে। ছেলেবেলার সেই নানা না পাওয়াকে তার বিভিন্ন উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন পিটার। যেমন মায়ের মৃত্যুর কথা উঠে এসেছে 'আ সরো বিয়ন্ড ড্রিমস' (স্বপ্নের ও-পারে দুঃখ) উপন্যাসটিতে। কথাসাহিত্য ছাড়া তার অবাধ বিচরণ নাটক ও অনুবাদের দুনিয়াতেও। লিখেছেন বেশকিছু সিনেমার চিত্রনাট্যও।

● **বুকারে প্রথা ভেঙে যুগ্ম বিজেতা :**

২০১৯-এর বুকার বিজেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দু'জনকে, কানাডার মার্গারেট অ্যাটউড এবং ব্রিটেনের বারনার্দিন এভারিস্তো। ২৭ বছর পরে বুকারে যুগ্ম বিজেতা হল। সলমন রাশদির 'কিশট'-সহ ছ'টি উপন্যাসের মধ্যে থেকে অ্যাটউডের 'দ্য টেস্টামেন্টস' এবং এভারিস্তোর 'গার্ল, ওম্যান, আদার', এই দু'টি উপন্যাস পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। এভারিস্তো প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ লেখিকা এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ব্রিটিশ লেখক যিনি বুকার পুরস্কার পেলেন। তার উপন্যাস বারোটি ভিন্ন স্বরের সমষ্টি। ৭৯ বছর বয়সি অ্যাটউড বুকারজয়ী প্রবীণতম লেখক। ১৯৮৬ সালে বুকার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল অ্যাটউডের সব থেকে জনপ্রিয় উপন্যাস 'দ্য হ্যান্ডমেডস টেল'। এবারের বুকারজয়ী তার 'দ্য টেস্টামেন্টস' সেই উপন্যাসেরই পরের পর্ব, প্রথম কাহিনীটি শেষ হওয়ার ১৫ বছর পরে শুরু তার ঘটনাক্রম। ২০০০ সালে বুকার জিতেছিল অ্যাটউডের 'দ্য ব্লাইন্ড অ্যাসাসিন'। বুকারের ইতিহাসে তিনি চতুর্থ লেখক, যিনি এই পুরস্কার দু'বার জিতলেন।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

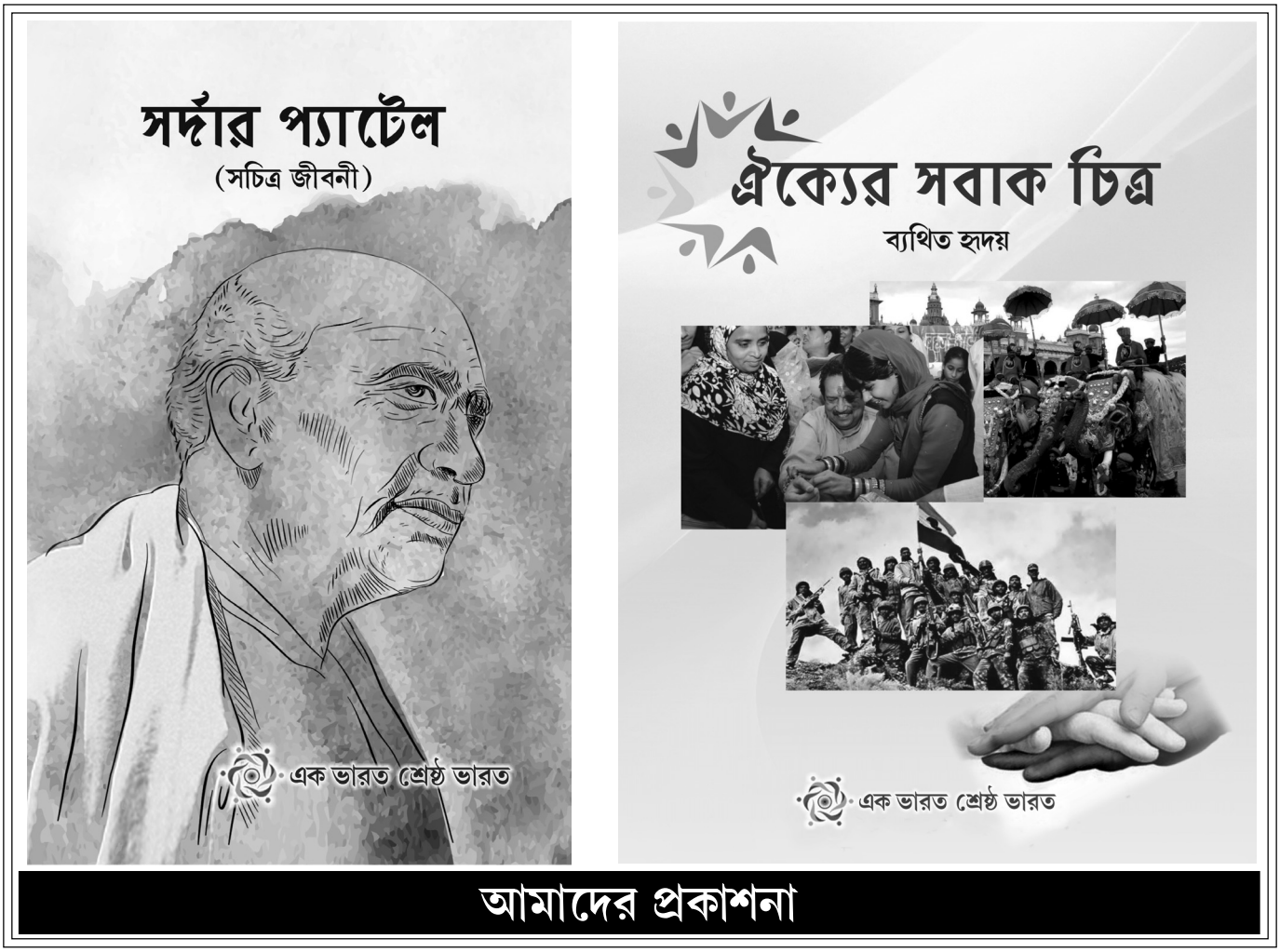

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য প্রধানমন্ত্রী ‘গ্লোবাল গোলকিপার’ সম্মানে ভূষিত

গত ২৪ সেপ্টেম্বর বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেট্‌স ফাউন্ডেশানের তরফে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য ‘গ্লোবাল গোলকিপার’ সম্মানে ভূষিত করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনের ফাঁকে নিউ ইয়র্কে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।

পুরস্কার পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্যের পিছনে রয়েছেন ভারতের জনগণ। তারা নিজে নিজেই এটিকে এক বিপ্লবে রূপান্তরিত করেন এবং লক্ষ্য অর্জন সুনিশ্চিত করেন।’’ তিনি পুরস্কারটি সেই সব ভারতবাসীকে উৎসর্গ করেন যারা স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে এক জন-আন্দোলনে পরিণত করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে এই পুরস্কারে ভূষিত হয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবেও নিজেকে ধন্য মনে করছেন; তার মতে এই সম্মান আদতে এটাই প্রমাণ করে যে, ১৩০ কোটি ভারতীয় যখন শপথ নেন, তখন যেকোনও বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করেই তারা উদ্দেশ্যসাধন করতে পারেন। গান্ধীজীর স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্নপূরণে ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে বলেও তিনি দাবি করেন।

বিশ্বজুড়ে স্যানিটেশানের প্রসার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মর্মে যৌথ প্রয়াসের জন্য ভারত নিজের অভিজ্ঞতা ও কৌশল অন্যান্য দেশের কাছে উজাড় করে দিতে রাজি।

(সূত্র : প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো)

“... Let us ensure our public places are clean and tidy! Let us also ensure we remain fit and healthy.” @narendramodi (After plogging at a beach in Mamallapuram, Tamil Nadu.)

“Congratulations to Abhijit Banerjee on being conferred the 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. He has made notable contributions in the field of poverty alleviation. I also congratulate Esther Duflo and Michael Kremer for winning the prestigious Nobel.” @narendramodi

স্বচ্ছ ভারতের হালহকিকত

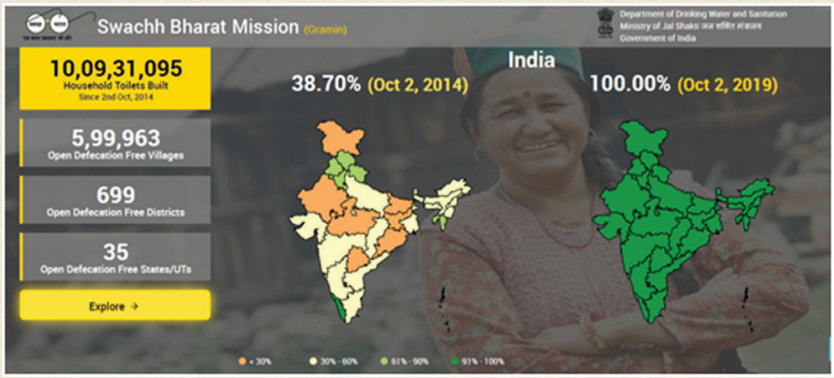

‘স্বচ্ছ ভারত মিশন-নগর’ ও ‘স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ’-এর হালনাগাদের তথ্যাদি পেতে যথাক্রমে দেখুন http://sbm.gov.in/sbmreport/home.aspx ও https://sbm.gov.in/sbmdashboard/

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

November, 2019
R.N.I. No. 19740/69

Celebrate Mahatma's 150th Birth Anniversary with our Gandhian Literature

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

For placing orders, please contact:

Ph : 033-2248-8030 / 2576 / 6696, e-mail : kolkatase.dpd@gmail.com

To buy online visit: www.bharatkosh.gov.in

e-version of select books available on Amazon and Google Play

website: www.publicationsdivision.nic.in

Follow us on @ DPD_India

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক, ইরা যোশী কর্তৃক
৮,এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।